তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোন ঃ ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১৫, ৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৩, ৮১৮১২১৮
ই-মেইল ঃ cic@infocom.gov.bd, ওয়েব-সাইট ঃ www.infocom.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোন ঃ ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১৫, ৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৩, ৮১৮১২১৮
ই-মেইল ঃ cic@infocom.gov.bd, ওয়েব-সাইট ঃ www.infocom.gov.bd

তথ্য কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫

পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা ঃ তথ্য কমিশন

সহযোগিতায় ঃ কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ

প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ

তথ্য কমিশন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে
তালহা এন্টারপ্রাইজ
১২৩/২, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৯৭১৩২৪৪৫৮

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচিপত্রের সারণী	
	মুখবন্ধ	i
	মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	ii
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	iii
	বর্তমানে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	iv
	সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	v
	বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	vi-x
অধ্যায় ১ ঃ	**তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা**	
১.১	তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি	
১.২	তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি	
১.৩	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা	
অধ্যায় ২ ঃ	**তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি**	
২.১	জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ	
২.২	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	
২.৩	তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)	
২.৪	তথ্য মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর	
২.৫	জেলা ও অন্যান্য পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ	
২.৬	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	
২.৭	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিপরীতে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র	
২.৮	তথ্য কমিশনের নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন	
২.৯	অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম	
২.১০	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন	
২.১১	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে মিডিয়ার ভূমিকা	
২.১২	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ	
২.১৩	তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রকাশনা বিতরণ	
২.১৪	তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা	
২.১৫	তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ওয়ার্কিং গ্রুপ ও জেলা পর্যায়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন	
২.১৬	তথ্য কমিশন ও বেসরকারি সংগঠনসমূহের যৌথ কর্মকাণ্ড	
অধ্যায় ৩ ঃ	**তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি**	
৩.১	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা	
৩.২	সরবরাহকৃত ও না দেয়া তথ্যের সংখ্যা	
৩.৩	আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তি	
৩.৪	তথ্য কমিশন এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা	

তথ্য কমিশন

	গ্রহণ	
৩.৫	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	
৩.৬	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	
৩.৭	তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি	
৩.৮	তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ	
৩.৯	২০১৫ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ	
৩.১০	একই আবেদনকারী কর্তৃক একাধিক অভিযোগ দায়েরের বিবরণ	
৩.১১	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০ টি মন্ত্রণালয়	
৩.১২	দেশের সকল জেলায় প্রাপ্ত আবেদনগুলোর বিভাগওয়ারী তথ্যাদি	
৩.১৩	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০ টি জেলা	
৩.১৪	এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন	
৩.১৫	তথ্য কমিশন ঃ কেস স্টাডি	
৩.১৬	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ ৩.১৬.১ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ ৩.১৬.২ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ ৩.১৬.৩ বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	
৩.১৭	তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব	
৩.১৮	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ	
৩.১৯	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ	
৩.২০	উপসংহার	
অধ্যায় ৪ঃ	**পরিশিষ্টসমূহ**	
ক.	তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	
খ.	প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয় ও জেলা পর্যায়ে রিসোর্স পার্সন হিসেবে নির্বাচিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা	
গ.	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট	
ঘ.	তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তপত্র	
ঙ.	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	
চ.	শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ	
ছ.	পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ও অভিযোগকারীর একক শুনানীর পর নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের যাচিত তথ্যের প্রকৃতি	
জ.	তথ্য অধিকার বিষয়ক ফরমসমূহ	

মুখবন্ধ

প্রগতির ধারায় মানুষ উন্নত হয়। উন্নয়ন যদি প্রত্যাশা-প্রসূত হয়, সে উন্নয়ন টেকসই হয়। মানব উন্নয়নের বিভিন্ন শাখায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশ এখন এগিয়ে। দেশে তথ্য অধিকার মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত একটি উন্নয়ন নির্দেশিকা। তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা হলে রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। এই মহৎ লক্ষ্যকে বাস্তবরূপ দেবার জন্য সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করে এবং আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৯ সনের ০১ জুলাই।

রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে তথ্যের অবাধ প্রবাহকে তরান্বিত করাই হলো তথ্য কমিশনের প্রধান অঙ্গীকার। সাংবিধানিকভাবে জনগণ রাষ্ট্রের মালিক হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত আইন না থাকার কারণে সাধারণ নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের খোঁজ খবর নেবার সুযোগ ছিল সীমিত। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন প্রনয়ণের ফলে সমাজের সবল-দুর্বল সকল নাগরিকের জন্য তথ্য জানার সুযোগ প্রসারিত হয়েছে। দেশের সকল সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণের জানার বা প্রশ্ন করার সুযোগ হয়েছে।

জনগণ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় তাদের কাঙ্খিত আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে এগিয়ে এসেছে। তথ্য কমিশন জনগণের এ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং তা বাস্তবায়নে দেশের সমস্ত শ্রেণী পেশার মানুষের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন তথা তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে সাধ্যমত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তথ্য অধিকার আইনের বার্তা ব্যবহার ও এর সুফল সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিত করার জন্য সারাদেশে পর্যায়ক্রমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ ভিডিও, ডকুমেন্টারি ও টিভি ফিলার নির্মাণ করে প্রচার করা হচ্ছে। দেশের সকল জেলায় একযোগে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন এবং কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিস্পত্তি ছাড়াও তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে ছয়টি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

পূর্বের বছরগুলোর ন্যায় এবারও তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য কমিশন তার সার্বিক কর্মকান্ড ও অর্জন নিয়ে ২০১৫ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশে যারা মূল্যবান তথ্যাদি, সুচিন্তিত পরামর্শ ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করতে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে কমিশনের পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়াও তথ্য কমিশনের দু'জন কমিশনার, সচিবসহ যারা এ প্রতিবেদন তৈরিতে শ্রম ও মেধা দিয়ে সহায়তা করেছেন আমি তাঁদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আশা করি এ প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে জনগণ তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কর্মকান্ড, সীমাবদ্ধতা ও অর্জন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবে এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ এর কাছে ২৬ মে মঙ্গলবার বঙ্গভবনে প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪ পেশ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ২৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার ঢাকায় তাঁর কার্যালয়ে প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুকের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪ হস্তান্তর করেন।

কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ

অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান
প্রধান তথ্য কমিশনার

অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

নেপাল চন্দ্র সরকার
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার ২০১৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর যোগদান করে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

অধ্যাপক ডঃ খুরশীদা বেগম সাঈদ
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে অধ্যাপক ডঃ খুরশীদা বেগম সাঈদ ২০১৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর যোগদান করে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ

এম আজিজুর রহমান
প্রথম প্রধান তথ্য কমিশনার ০২ জুলাই, ২০০৯ হতে ১০ জানুয়ারি, ২০১০

মোহাম্মদ জমির
দ্বিতীয় প্রধান তথ্য কমিশনার, ৩১ মার্চ, ২০১০ হতে ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১২

মোহাম্মদ ফারুক
তৃতীয় প্রধান তথ্য কমিশনার ১১ অক্টোবর, ২০১২ হতে ০৯ জানুয়ারি, ২০১৬

সাবেক তথ্য কমিশনারবৃন্দ

মোহাম্মদ আবু তাহের

তথ্য কমিশনার ০২ জুলাই, ২০০৯ হতে ০১ জুলাই, ২০১৪

অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম

তথ্য কমিশনার ০৫ জুলাই, ২০০৯ হতে ০৪ জুলাই, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য। তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি বা বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট ও পরিচালিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে বিবেচনা করা হয়। আর তথ্য অধিকারের মাধ্যমে এর সবগুলো নিশ্চিত করা গেলে দেশ হতে দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এরূপ একটি ধারণা থেকে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে। আইন পাশ করার পরপরই আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এর কমিশনার ও কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ/পদায়ন করেছে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি হ্রাস করার একটি আন্তরিক সদিচ্ছা ও বাসনা থেকে সরকার এ সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশে বিরাজমান তথ্য অধিকারের সুফল পেতে জনগণকে এ আইনটি সম্পর্কে জানতে হবে; এর প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে হবে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে এগিয়ে আসতে হবে।

জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাই এ আইনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুসারে এ আইনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার আইন পাশ করার পরপরই তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এর কমিশনার ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন করেছে। সরকারের এ আন্তরিক সদিচ্ছা ও সাহসী উদ্যোগ দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব তথ্য কমিশনের হলেও সমাজের অন্যান্য অংশ তথা বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, উচ্চ আদালত এবং সর্বোপরি সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। এ আইনী বাধ্যবাধকতা থেকে বিগত বছরের ন্যায় এবারও তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্‌সংক্রান্ত আপীল ও নিষ্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইনটি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। এতদ্‌ব্যতীত, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড , অর্জিত সাফল্যসমূহ, তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, আলোচনা, প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা, সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে গৃহীত কর্মকাণ্ড প্রভৃতিও এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এর মাধ্যমে দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে স্বচ্ছ ধারণা ফুটে উঠছে।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনসাধারণকে তথ্য প্রদানের সাধারণ বিধান হলো প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের জন্য নিয়োজিত থাকবেন যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনের বিধান ও ব্যতিক্রমসমূহ অনুসরণপূর্বক কাঙ্ক্ষিত তথ্য নির্ধারিত ফি গ্রহণপূর্বক সরবরাহ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) বা ক্ষেত্রমত ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল এবং সেক্ষেত্রেও সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। তথ্য কমিশন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমন জারি ও শুনানী গ্রহণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া

অনুসরণপূর্বক অভিযোগ নিষ্পত্তি করে থাকে। তবে জনগণের অনুরোধে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রতিটি দপ্তর যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ছাড়াও স্ব-প্রণোদিতভাবে তাদের কর্মকাণ্ড জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নানা কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে দেওয়ানী আদালতের মত তথ্য কমিশন কোন ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারি এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত সাক্ষ্য প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করতে বাধ্য করার আদেশ দিতে পারবে। দোষী প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জরিমানা করতে পারবে, তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করতে পারবে এবং উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের আদেশও দিতে পারবে।

আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে কমিশন কর্তৃক জারিকৃত বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও অন্যান্য প্রকাশনাসমূহঃ

১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ইংরেজি পাঠ "The Right to Information Act, 2009"
২. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯
৩. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী
৪. তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০
৫. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০
৬. তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) চাকুরি বিধিমালা, ২০১১
৭. তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১
৮. তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল, ২০১২
৯. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত সমূহ সম্বলিত বই (০৩টি ভলিউম)
১০. তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩ এবং ২০১৪
১১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর পকেট সংস্করণ
১২. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত সমূহের ইংরেজি সংস্করণ
১৩. মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও জনঅবহিতকরণ সভায় প্রাপ্ত প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত বই (০২টি ভলিউম)
১৪. তথ্য অধিকার সহায়িকা, ২০১৪
১৫. তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত নিউজ লেটার
১৬. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রকল্পের সহায়তায় প্রণীত স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা
১৭. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশিকা
১৮. আবেদনকারীদের জন্য নির্দেশিকা
১৯. Bangladesh: Reflection on the Right to information Act,2009
২০. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা: বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা ও মিঠা পানির সম্পদ রক্ষায় তথ্য অধিকার আইনের প্রাসঙ্গিকতা সংক্রান্ত ডকুমেন্টারি।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

- দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে।
- অধিকাংশ জেলার তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সন্নিবেশিত হয়েছে।
- ওয়েব সাইটে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী স্ব-উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে।

- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তথা মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সংস্থাসমূহ 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করেছে।
- বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য ৪৮টি জেলায় জেলা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- বেসরকারি সংস্থাসমূহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ওপর নিয়মিত ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। জনগণকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্যবন্ধু তৈরি, কর্মসূচির অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রমকে যুক্ত করা, গণনাটক ও কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্‌সংক্রান্ত আপীল ও নিষ্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইনটি বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ সম্পর্কে সরকারি-বেসরকারি সকল কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য চাওয়া হয়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুসারে সারা দেশে যেসব বিষয়ে তথ্যের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পাওয়া গেছে সে বিষয়সমূহের মধ্যে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, সরকারি চাকরি, প্রশাসন ও জনশৃঙ্খলা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, সমাজসেবা ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রকল্পসমূহ, নিয়োগ পরীক্ষা, ভর্তি পরীক্ষা, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০১৫ হতে ৩১/১২/২০১৫ খৃঃ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ৬১৮১ টি। তন্মধ্যে সরকারি কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৫,৯৫৪ টি এবং এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা ২২৭ টি। সরকারি দপ্তরে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ৯৬.৩৩% এবং বেসরকারি দপ্তরে দাখিলকৃত তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ০৩.৬৭%। দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ৬,১৮১টি আবেদনের মধ্যে ৫,৯৪০ টির তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে যা মোট আবেদনের ৯৬.১০%। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ১৯২ টি (০৩.১১%), ৪৯টি (০.৭৯%) প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৫ সালে তথ্য কমিশনে সর্বমোট ৩৩৬ টি অভিযোগ দাখিল করা হলে কমিশনের বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ২৪০ টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২০৫টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৩৫ টি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপর ৭২ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণ অর্থাৎ আবেদনে পরিলক্ষিত ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ১৬ টি অভিযোগ অভিযোগকারীর একক শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ০৬ টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ২টি অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে।

তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

তথ্য কমিশন ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য মঞ্জুরি বাবদ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৪৭৯.৫৫ লক্ষ (চার কোটি উনআশি লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকার মধ্যে ২০১৫ সালের জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম ছয় মাস সর্বমোট ১৬২.৬০ লক্ষ (এক কোটি বাষট্টি লক্ষ ষাট হাজার) টাকা ব্যয় করেছে। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দ্বিতীয় ছয় মাসে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২২৪.৮৫ লক্ষ (দুই কোটি চব্বিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমনঃ

- তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারায় প্রত্যেক তথ্য প্রদানকারী ইউনিট তথা প্রত্যেক অফিসে একজন করে তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। অনেক সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে এখন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

করা হয়নি যা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বদলী হলে তদস্থলে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে তথ্য কমিশনকে অবহিত না করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা গিয়েছে।

- স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক বেশ কিছু কাজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতোমধ্যেই সম্পাদিত হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত অধিদপ্তর গুলোতে প্রচুর তথ্যসহ নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইটগুলোতে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৬ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যেমন সংস্থার পটভূমি ও কার্যাবলী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবন্টন, অনুসরিত আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, অধিকাংশ নাগরিক সনদ, অধিকাংশ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। কিন্তু ওয়েবসাইটগুলো নিয়মিত হালনাগাদকরণে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। সর্বোপরি অধিকাংশ মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করলেও অধীনস্ত অধিকাংশ অধিদপ্তরগুলো তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।
- তথ্য অধিকার আইন জারীর মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার বিধান করা হলেও জনগণ এ আইনটি সম্পর্কে ও আইনের বিধান সম্পর্কে খুব কম ধারণা রাখেন। আইনের চর্চা খুবই কম। ২০১৫ সনে সারা দেশে মাত্র ৬১৮১ টি তথ্যের আবেদন দাখিল হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম। গত ছয় বছরে মোট ৬৯,৮৬২ টি তথ্যের আবেদন দাখিল হয়েছে যা দেশের জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, দেশের জনগণ এই আইনটি সম্পর্কে ও আইনের বিধান সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হতে পারেননি বা যারা জানতে পেরেছেন তাদের অধিকাংশই আইনটি ব্যবহার করছেন না। কাজেই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনগণকে এ আইনটি সম্পর্কে সচেতন করে আইনটি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।
- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর পরিদর্শনে দেখা গিয়েছে যে, খুবই অল্প সংখ্যক নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের নাম, পদবীসহ তথ্যাদি অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করেছেন। অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের অফিসে বা কাছাকাছি কোথাও উক্ত তথ্যাদি প্রদর্শন করেননি। এটি তথ্য আবেদনকারীগণের জন্য কিছুটা হলেও সমস্যা সৃষ্টি করে, কার কাছে তথ্যের আবেদন দাখিল করতে হবে বা কার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এটি বের করতে। এটি তথ্যের আবেদন দাখিল পরিহার করার বা যতটুকু সম্ভব নিম্নতম পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনীহার মনোভাব নির্দেশ করে।
- বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে নথি সংরক্ষণের সক্ষমতা ক্রমশঃ উপর থেকে নীচের দিকে কমে এসেছে। অবশ্য, তথ্য/নথি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সকল অফিসে সমান নয়। তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষিত নাহলে তা চাহিদার ভিত্তিতে বা স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তদুপরি ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ ও তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনার্থে কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইনের বিধানবলীর সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী না আনায় দীর্ঘদিন অনুসরিত আইন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে কিছুটা হলেও প্রতিবন্ধকতা/ভীতি সৃষ্টি করছে। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য প্রদানে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। এজন্য স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা জরুরি হয়ে পড়েছে।
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষের করণীয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য এবং প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুতের নিমিত্ত সরকারি অফিসে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় কর্তৃপক্ষগুলো তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্ব-প্রণোদিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং চাহিদার ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধার সন্মুখীন হচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ

- তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ সম্পন্ন করা।
- প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা।
- Suo-moto disclosure এর পরিমাণ ও পরিধি আরো বৃদ্ধি করা, ইনডেক্স ও ক্যাটালগ অনুসারে তথ্য সংরক্ষণ ও সংগৃহিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- ওয়েবসাইট প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা।

- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত এনজিওগুলোর তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- Video Conference Based Hearing এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- স্ব-উদ্যোগে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা।
- প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সিটিজেন চার্টার সেবা প্রদানের সময়সীমা ও ব্যর্থতায় প্রতিকার লাভের উপায় প্রস্তুত করা ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- বেসরকারি দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা।
- দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এ তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সদস্যদের পদমর্যাদা এক হওয়া বাঞ্ছনীয় বিধায় সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।
- অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ তথ্য কমিশনের আদেশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে কমিশনকে Contempt Proceeding draw করার ক্ষমতা প্রদান করা ইত্যাদি বিভিন্ন সময়োপযোগী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।
- তথ্য অধিকার আইনে এবং তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা।
- সর্বোপরি তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্ত বিভিন্ন জারি/সারি গান, নাটক, ডকুমেন্টরি ফিল্ম তৈরি এবং দেশের বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারগুলোতে ও বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

উপসংহার

সরকারের আন্তরিকতা সত্ত্বেও তথ্য অধিকার আইনের কতিপয় সীমাবদ্ধতা, জনসাধারণের বড় অংশের অসচেতনতা, আইনটি প্রচারে অপর্যাপ্ততা, আইন বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা, আইন ব্যবহারে পরামর্শমূলক ও উৎসাহমূলক কর্মকাণ্ডের অনুপস্থিতি এবং তথ্য কমিশনের সীমিত জনবল ইত্যাদি তথ্য অধিকার আইন সফল বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা মর্মে চিহ্নিত হয়েছে। এসকল সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের পথে তথ্য কমিশনের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। আশা করা যায়, সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও অংশগ্রহণে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম তরান্বিত হবে।

অধ্যায় - ১

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

তথ্য কমিশন

অধ্যায় - ১

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

১.১. তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি

রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে পেশ কমিশনের সুপারিশ ও ২০০২ সালে আইন কমিশনের কার্যপত্রের সূত্র ধরে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দাবী জোরদার হতে থাকে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রভৃতি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনা করে ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া সরকারের নিকট পেশ করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে মতামত নিয়ে সচিব কমিটি এবং উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করা হয়। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' জারি করা হয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে যে কয়টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অন্যতম। উক্ত অধিবেশনে ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপিল, ২০০৯ তারিখে এ আইনটিতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১(১) উপ-ধারার বিধান মতে আইন জারির ৯০ দিনের মধ্যে গত ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার ও ২ জন তথ্য কমিশনার তন্মধ্যে একজন মহিলা সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়।

১.২. তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের তিনটি কক্ষে কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব ভবনের ৩য় তলায় একটি ফ্লোর ভাড়া ভিত্তিতে নিয়ে তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন করা হয়। বর্তমানে উক্ত ভবনেই কমিশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিশনের নিজস্ব কার্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে ২০১০ সালে ০.৩৫ একর জমিসহ এফ-১৭/ডি নং প্লটটি তথ্য কমিশনের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত জমির সেলামী বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ ৬৩,৬৩,৬৩৭ (তেষট্টি লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শত সাইত্রিশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক জমির মূল্য ৬,৩৬,৩৬,৩৬৩/৬৩ (ছয় কোটি ছত্রিশলক্ষ ছত্রিশ হাজার তিনশত তেষট্টি টাকা তেষট্টি পঁয়সা)টাকা পুনঃনির্ধারণপূর্বক সেলামী বাবদ পরিশোধকৃত টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট (৬,৩৬,৩৬,৩৬৩/৬৩-৬৩,৬৩,৬৩৭)= ৫,৭২,৭২,৭২৬/৬৩ (পাঁচ কোটি বাহাত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশত ছাব্বিশ টাকা এবং তেষট্টি পঁয়সা) টাকা চালানের মাধ্যমে পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তৎপর সচিব তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিশেষ বরাদ্দপ্রাপ্তির মাধ্যমে অবশিষ্ট জমির মূল্য বাবদ ৫,৭২,৭২,৭২৬/৬৩ (পাঁচ কোটি বাহাত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশত ছাব্বিশ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা) টাকা সিএও/তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩/০৬/২০১৪ তারিখে বুক এডজাস্টমেন্ট এর মাধ্যমে ট্রেজারী চালানে কোড নং ১-৩২০১-০০০১-৩৬০১ তে পরিশোধ করা হয়েছে।

তথ্য কমিশনের নিজস্ব বহুতল ভবন নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-২, ঢাকা এর স্মারক নং-ডি-২/থঃকমিঃ/২০২৩/১২২ তারিখ-৩/১২/১৪ মাধ্যমে তথ্য কমিশনের অনুকূলে জমির দখল বুঝে নেয়ার জন্য পত্র পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে গত ০৯/১২/২০১৪ তারিখে এফ-১৭/ডি প্লটটি ০.৩৫ একর জমি তথ্য কমিশনের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়। তৎপর তথ্য কমিশনের নিজস্ব বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য স্মারক নং-তকক/কার্যালয় প্রতিষ্ঠা-১(অংশ-২)/২০১২-২০২১ তারিখ- ১১/০১/২০১৫, স্মারক নং- তকক/কার্যালয় প্রতিষ্ঠা-১(অংশ-২)/২০১২-১৯৮৯ তারিখ- ০৫/০১/২০১৫ এবং স্মারক নং- তকক/কার্যালয় প্রতিষ্ঠা-১(অংশ-২)/২০১২-২০৪৮ তারিখ-০২/০২/২০১৫ মাধ্যমে যথাক্রমে ডিপিপি প্রস্তুতকরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এবং

স্থাপত্য নকশা প্রস্তুতকরণের জন্য প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ও ভবন নির্মাণকল্পে মাটি ভরাটসহ সীমানা পাচীর নির্মাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরেবাংলা নগর, গণপূর্ত বিভাগ-২ বরাবর পত্র দেয়া হয়।

ইতোমধ্যে বরাদ্দপ্রাপ্ত জমিতে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক মাটি ভরাট, মাটি পরীক্ষা এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত কাজের জন্য ০২টি ক্রসড চেকে (চেক নং- CB-৫০-৩৬০০৬৭১ তারিখ ২৪/০৬/২০১৫ মাধ্যমে ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা ও CB-৫০-৩৬০০৬৩০ তারিখ ২৯/০৬/২০১৫ মাধ্যমে ২৬,৮৮,০০০/-(ছাব্বিশ লক্ষ আটাশি হাজার টাকা) প্রধানপ্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে প্রদান করা হয়েছে। নিজস্ব ভবনের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন করা হয়েছে যা তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ডিপিপি অনুমোদনের কার্যক্রম চলমান। এছাড়া জমির স্ট্যাম্প, রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য কর বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে অর্ন্তভুক্ত করার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবপ্রেরণ করা হয়েছে।

১.৩. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা

২০০৯ সালেই তথ্য কমিশনের ৭৬ জন জনবলসমৃদ্ধ টিওএণ্ডই অনুমোদন করা হয়। তৎপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং তম-পেস-২/সাংবাদিক-১/২০০৫(অংশ-২)/৭৮৭ তারিখ ২৭.০৭.২০১০ এর মাধ্যমে তথ্য কমিশনের জন্য ৭৬ টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়। তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) চাকরি বিধিমালা, ২০১১ অনুমোদিত হয়ে গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর গত ফেব্রুয়ারি, ২০১১ মাসে তথ্য কমিশন কর্তৃক দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ অনুসরণক্রমে কমিশনে ৩১ জন কর্মচারি নিয়োগ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে ০৮ জন কর্মচারি চাকরি হতে ইস্তফা প্রদান করেন এবং ০২ জন যোগদান না করায় ২১ জন কর্মচারি কর্মরত ছিল। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগের মাধ্যমে ০৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ০২ জন কর্মচারি যোগদান না করায় কর্মকর্তা কর্মচারির সংখ্যা ছিল ২৭ জন। ২০১৪ সালে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে মোট ১৩ জন কর্মচারি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এমএলএসএস ০৭ জন, নাইটগার্ড ০২ জন, পিওন ০১ জন, ড্রাইভার ০১ জন ও ক্লিনার ০২ জন। তন্মধ্যে ০১ জন ড্রাইভার চাকরি হতে ইস্তফা প্রদান করেছেন। ২০১৫ সালে ১০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো **পরিশিষ্ট 'ক'** তে প্রদর্শিত হলো।

বর্তমানে তথ্য কমিশনে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ কর্মরত রয়েছেন :

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	অফিস	আবাসিক	মোবাইল
১.	**প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান** প্রধান তথ্য কমিশনার	১০১	৯১৪০৩১৩ ৯১১৩৯০০(পিএ)		০১৭৫৫-৬৮১৮৫১, ০১৮২৩-২১০৭০১ cic@infocom.gov.bd
২.	**জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার** তথ্য কমিশনার	১০২	৯১১০৭৫৫ ৮১৮১২২১ (পিএ)		০১৭৮৭-৬৬১৩৩৪ (অফি) ০১৭১৫-০৩৪৯৮৭ (ব্যক্তিগত) ic1@infocom.gov.bd, nepal.sarker@gmail.com
৩.	**অধ্যাপিকা ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ** তথ্য কমিশনার	১০৩	৯১১০৬৭৫ ৮১৮১২২০(পিএ)		০১৭৮৭-৬৬১৩৩৫ (অফি)০১৭১৯-৯৩৩৬৯৫ (ব্যক্তিগত)khurshidaju@yahoo.com
৪.	**জনাব সদর উদ্দিন আহমেদ** সচিব	১০৪	৯১১১৫৯০	৯৮৫৮২২৩	০১৭৮৭-৬৬৪৫২৭ secretary@infocom.gov.bd
৫.	**জনাব মোঃ মুহিবুল হোসেইন** পরিচালক (প্রশাসন)	১০৫	৮১৮১২২২	৮০৩৫৩৯৫	০১৭১৬-৩৬৫১৯৪ muhibulhossain@gmail.com
৬.	**জনাব জাফর রাজা চৌধুরী** পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১০৬	৮১৮১২১৫		০১৭১১-৩৩৪৬১২ director.rpt@inficom.gov.bd
৭.	**ড. মোঃ আঃ হাকিম** উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	১০৮	৮১৮১২১৩		০১৭৩১-৩৬০৩৭৭ lagshoi2007@gmail.com
৮.	**নূরুন নাহার** উপ-পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১০৭	৮১৮১২১০		০১৭১২-০৮৬১৯৫ nnahar1972@yahoo.com
৯.	**জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন** সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	১১৫	৮১৮১২১৯	-	০১৭১০৬৮৫৯৮৭doinfocom@gmail.com, manik09823@yahoo.com

১০.	**জনাব হেলাল আহমেদ** সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১১৭	৮১৮১২১৬	-	০১৭১৮-৭৮৩৫৮৮ helal0171878@yahoo.com
১১.	**জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম** সহকারী পোগামার			-	০১৭৫০-০০৮২৬৫ tariqulislam3791@gmail.com
১২.	**জনাব শাহাদাৎ হোসেইন** সহকারী পরিচালক (হিসাব ও বাজেট)			-	০১৭২২-৪৬৪৯৮৬ sh-phy-du@yahoo.com
১৩.	**ওয়াদিয়া শাবাব** সহকারী পরিচালক (প্রচার ও প্রকাশনা)			-	০১৭২৬-২৬১৫৮৫ shabab.du@gmail.com
১৪.	**রাবেয়া হেনা** গবেষণা কর্মকর্তা			-	০১৭২২-০৬৪৮৮০ hena.ju@gmail.com
১৫.	**জনাব লিটন কুমার পামাণিক** জনসংযোগ কর্মকর্তা			-	০১৭১০-৪৩৭২৬৬
১৬.	**জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া** ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	-	-	-	০১৭২৩-৫০১৮৭০ md.kibria70@gmail.com
১৭.	**লাবণী সরকার** ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	-	-	-	০১৯২৯-৫১৩০৫১ labonyruic@gmail.com
১৮.	**মুন্না রাণী শর্মা** ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	-	-	-	০১৯২৯-৩৫৩৪৬৪
১৯.	**জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন** সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা	-	-	-	০১৯১৬-৬৭৮৫২৮ ismail82lax@yahoo.com
২০.	**আসমা আক্তার** লাইব্রেরীয়ান	-	-	৯৮৩৩৬১৯	০১৭৭৭-৩২৯৭৮১ asmalibdu@gmail.com
২১.	**জনাব মোঃ কহিনুর ইসলাম** হিসাব রক্ষক	১১৮	-	-	১৭১৭-০৯৯১৮৮, ০১৭৪০-৯০১৯৬৭ mkislam1982@gmail.com
২২.	**জনাব মোঃ মিজানুর রহমান** কম্পিউটার অপারেটর	-	-	-	০১৭১০-১৮৭৬৬৪ mizanstat05@gmail.com
২৩.	**জনাব মোঃ জাবির বিন আহসান** অফিস সুপার	১১৪	৯১৩৭৪৪৯	-	০১৭১৭-৪২৩৪৬৭০ zabirbinahsan@gmail.com
২৪.	**জনাব আবু রায়হান** পিএ টু সিআইসি				০১৭১৭-১৪৩৮০৩ aburaihan.abu@gmail.com
২৫.	**শারমিন সুলতানা** উচ্চমান সহকারী			-	০১৯১৩-০৫১৬৪৬
২৬.	**জনাব মোঃ মামুন** ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	-	-	-	০১৭৩৭-৯৬৮৬৩১ / ০১৯১৪১৬৮৭২৮ mamun.icb@gmail.com
২৭.	**মৌ-রানী বিশ্বাস** ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	-	-	-	০১৯২৭-৬৮১২৩১ mourupa@yahoo.com
২৮.	**জনাব মোহাম্মদ সোহেল রানা** সহকারী হিসাব রক্ষক	-	-	-	০১৯২২-১৬৪৪৭৫ sohelrana0706@gmail.com
২৯.	**জনাব মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান খান** বেঞ্চ সহকারী	-	-	-	০১৭৫৫-৬৫০০১৫ m.saiduzzaman.khan@gmail.com
৩০.	**জনাব মোঃ তানভীর চৌধুরী** পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর	-	-	-	০১৬২২-৮১২৯১১ tanvir.infocom@gmail.com
৩১.	**জনাব মনজুরুল হাসান কাজল** অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	-	০১৭২৯৯০৮৫৮৫, ০১৬৭৬২০০৯০৪ mhasankazal@gmail.com
৩২.	**জনাব নজরুল ইসলাম** পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর	-	-	-	০১৬৮১-৭৫৩০৯১ nazrulinfo89@gmail.com

৩৩.	**জনাব আবিদুর রহমান** সহকারী বেঞ্চ সহকারী	-	-	-	০১৭১০-৪৭৮৮৫১ rahman88abid@gmail.com
৩৪.	**জাকিয়া সুলতানা লাখি** অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	-	০১৬৮২-০৩৩৬৯০
৩৫.	**জনাব সুজিত মোদক** অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	-	০১৭১০-২৫৬৪৩৯ Sujit.modak3@gmail.com
৩৬.	**মোঃ আবুল কালাম** গাড়ীচালক	–	–	–	০১৮১৪-২০৩০০৩
৩৭.	**মোঃ সাইদুর রহমান** গাড়ীচালক	–	–	–	০১৯১৩-৪৬২৯১৯
৩৮.	**মোঃ জালাল শেখ** গাড়ীচালক		–	–	০১৯২৩-২১৬৪৭০
৩৯.	**মোঃ সালাউদ্দিন** গাড়ীচালক		–	–	০১৯১৮-১৫৩৪৪২, ০১৭১৮-১৫৩৪৪২
৪০.	**জীহান প্রামাণিক** গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৬০-৬৮১৫৪০, ০১৯১২-৭৫২৬০৯
৪১.	**মোঃ মোক্তার হোসেন** ডেসপাস রাইডার	-	-	-	০১৮১৮-৬৫৬১৩০
৪২.	**মোঃ রুবেল শেখ** প্রসেস সার্ভার	–	–	–	০১৭৭৭৩২৯৭৮২
৪৩.	**মোঃ জামিল হোসেন** জমাদার	–	–	–	০১৯৩৪-৩২৪১৭৪
৪৪.	**মোঃ মাহাবুবুর রহমান** অর্ডারলি	–	–	–	০১৫৫২-৪৪৭০১০
৪৫.	**জনাব রনি ঘোষ** এম. এল. এস. এস	–	–	–	০১৭২৬-২২৪২২৬
৪৬.	**জনাব আঙ্গুরী খাতুন** এম. এল. এস. এস	–	–	–	০১৭৭২-১৭৫৩৭৬
৪৭.	**জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম** এম. এল. এস. এস	–	–	–	০১৭৫৮-৪৫৪৪৯৮
৪৮.	**জনাব মোঃ ইমন হোসেন** এম. এল. এস. এস	–	–	–	০১৯৪৭-৭২৪৭১৮
৪৯.	**জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন** এম. এল. এস. এস	–	–	–	০১৭৭৪-৩৭৬৪১৫
৫০.	**জনাব মারুফ খান** এম. এল. এস. এস	–	–	–	০১৭৬০-৪৩৩৯৯০
৫১.	**জনাব মোছাঃ মর্জিনা খাতুন** এম. এল. এস. এস	–	–	–	০১৯২২-৪২৮৮১৩
৫২.	**জনাব মোঃ মাহবুবর রহমান** নৈশ পহরী	–	–	–	০১৭৮৩-১৩৪০৭২
৫৩.	**জনাব মোঃ নাফিজুল ইসলাম** নৈশ পহরী	–	–	–	০১৭৬৫-২৩০০৪০
৫৪.	**শ্রী-রাজু** ক্লিনার	–	–	–	০১৬৭৫-৪৯৪৫২৮
৫৫.	**লতা রানী** ক্লিনার	–	–	–	

অধ্যায় - ২

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

অধ্যায়-২
তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

২.১ জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ

ক. জনঅবহিতকরণ সভা

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত যেসব জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো হলো ঃ নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাগুরা, যশোর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, নরসিংদী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বান্দরবান, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর, ময়মনসিংহ, পঞ্চগড়, রংপুর, সিলেট, রাজশাহী, ঝিনাইদহ, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, সাতক্ষীরা, খাগড়াছড়ি, খুলনা, কুড়িগাম, পাবনা, জামালপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, শরীয়তপুর, বাগেরহাট, লক্ষীপুর, চাঁদপুর,চট্রগাম, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঢাকা, ভোলা, ফেনী, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, বরিশাল ও কক্সবাজার জেলা। অর্থাৎ দেশের সকল জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা সম্পন্ন হয়েছে।

বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ এবং উপজেলা পর্যায়ে কুমিল্লা আদর্শ সদর, দেলদুয়ার, কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ), বুড়িচং, চৌদ্দগ্রাম, ভান্ডারিয়া, নাজিরপুর, লক্ষীপুর সদর, রামগঞ্জ, রায়পুর, চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর, টুঙ্গীপাড়া, চরফ্যাশন ও লালমোহন, পাবনার আটঘরিয়া এবং টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী,ঘাটাইল, কালীহাতী, মির্জাপুর, দেলদুয়ার, সদর, নাগরপুর, গোপালপুর, ভূয়াপুর, মধুপুর, বাসাইল ও শখিপুর উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খ. প্রশিক্ষণ

যেসব জেলায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো হলোঃ রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগাম, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও,দিনাজপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ঝিনাইদহ, নোয়াখালী, সাতক্ষীরা, খুলনা, পাবনা, জামালপুর, নাটোর, কুমিল্লা, বগুড়া, কক্সবাজার, টাঙ্গাইল, রাঙ্গামাটি, রাজশাহী, জয়পুরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, নওগাঁ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, বাগেরহাট, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঢাকা, গোপালগঞ্জ, ভোলা, গাজীপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ফেনী, বরিশাল, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, বান্দরবান, মাগুরা, নড়াইল, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুষ্টিয়া ও নরসিংদী জেলা। অর্থাৎ দেশের সকল জেলায় জেলাপর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে ।

এছাড়া যেসব উপজেলায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো হলোঃ ফেনী জেলার ফেনী সদর, সোনাগাজী, ছাগলনাইয়া, ফুলগাজি, দাগনভূইয়া, নরসিংদী জেলার পলাশ,রায়পুরা, ঢাকা জেলার ধামরাই,কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর,হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহ্জাদপুর, লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলা হাট ও শিবগঞ্জ, বান্দরবান জেলার সদর উপজেলাও চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলা, টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী, ঘাটাইল, কালীহাতী, মির্জাপুর, দেলদুয়ার, সদর, নাগরপুর, গোপালপুর, ভূয়াপুর, মধুপুর, বাসাইল ও সখিপুর উপজেলা।

ভোলা জেলার তজুমদ্দিন ও মনপুরা উপজেলার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে তথ্য কমিশন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

২.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি হওয়ার পর হতে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার জন্য পত্র দেওয়া হয়। বিভিন্ন ফোরামে আলোচনায় এবং সরকারি/আধাসরকারি পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনারের পক্ষ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবরে ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫পর্যন্ত সরকারি দপ্তরে ১৬,৬৬২জন ও বেসরকারি সংস্থায় ৬,৮৫৭জনসহ সর্বমোট নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ২৩,৫১৯ জন। সমগ্র দেশ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.infocom.gov.bd) আপলোড করা হচ্ছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্ত তালিকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তথ্য কমিশনের ডাটাবেজ অনুযায়ী বছরওয়ারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা

সাল	সরকারি	এনজিও	মোট সংখ্যা
২০১০	৪৬১৬	১১৩৪	৫৭৫০
২০১১	৩২২২	১৩৩৮	৪৫৬০
২০১২	২২৪৬	৬১৩	২৮৫৯
২০১৩	৪৫২৯	৫৮৩	৫১১২
২০১৪	১৭৭৪	১০১	১৮৭৫
২০১৫	২৭৫	৩০৮৮	৩৩৬৩
সর্বমোট সংখ্যা	১৬,৬৬২জন	৬,৮৫৭জন	২৩,৫১৯জন

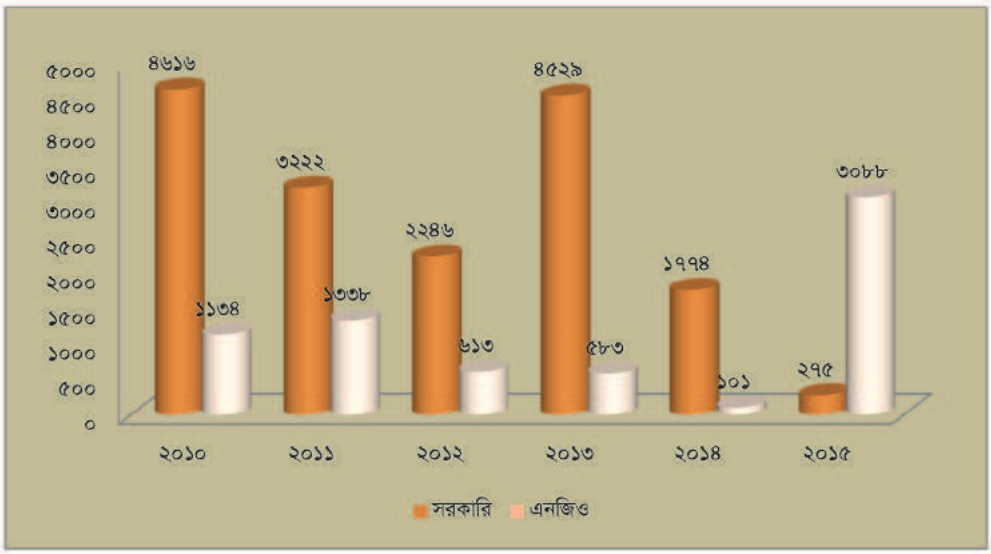

➢ **২০১০ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা**

সরকারি	৪৬১৬
এনজিও	১১৩৪
মোট	৫৭৫০

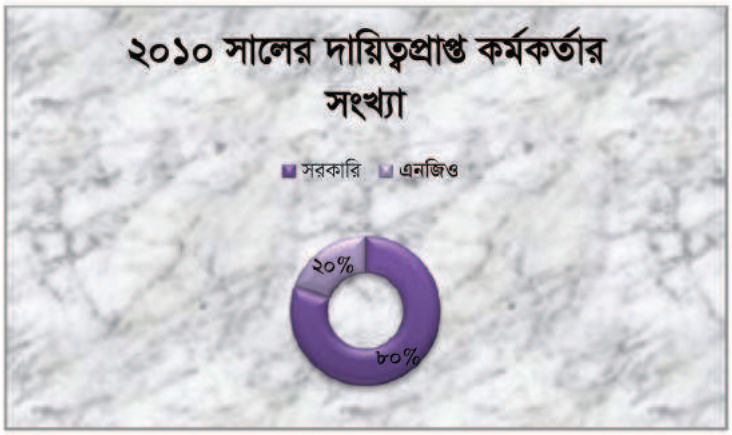

➢ ২০১১ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা

সরকারি	৩২২২
এনজিও	১৩৩৮
মোট	৪৫৬০

➢ ২০১২ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা

সরকারি	২২৪৬
এনজিও	৬১৩
মোট	২৮৫৯

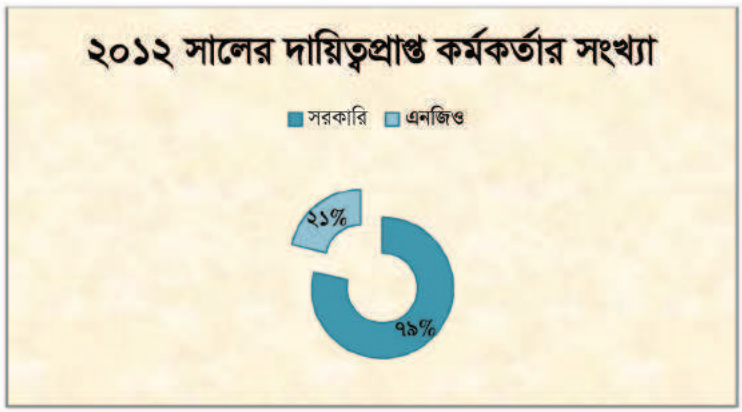

➢ ২০১৩ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা

সরকারি	৪৫২৯
এনজিও	৫৮৩
মোট	৫১১২

➢ ২০১৪সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা

সরকারি	১৭৭৪
এনজিও	১০১
মোট	১৮৭৫

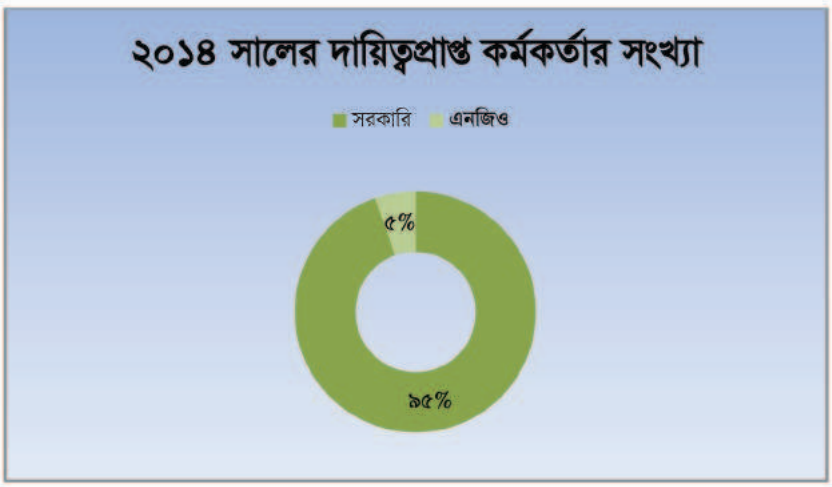

➢ ২০১৫সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা

সরকারি	২৭৫
এনজিও	৩০৮৮
মোট	৩৩৬৩

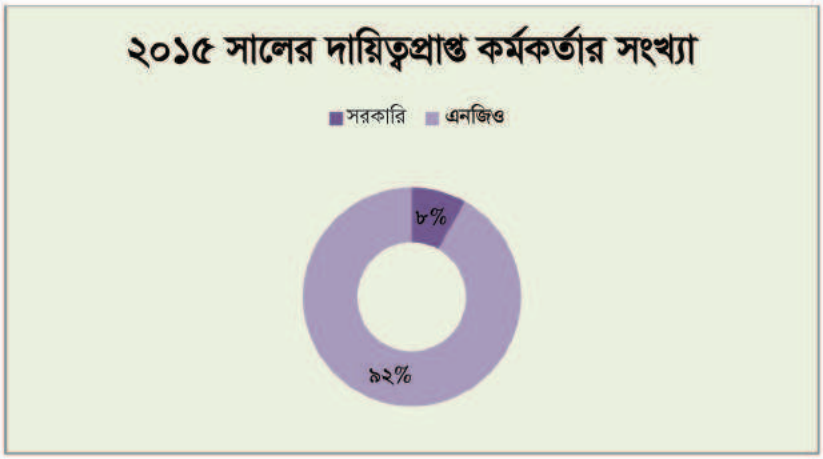

২.৩ তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নাম ও পদবী	যোগাযোগের ঠিকানা	আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর নাম ও পদবী	যোগাযোগের ঠিকানা
মোঃ সালাহ উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	ফোনঃ ০২-৮১৮১২১৯ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৭১০-৬৮৫৯৮৭ ই-মেইলঃ doinfocom@gmail.com	সদর উদ্দিন আহমেদ সচিব	ফোনঃ ০২-৯১১১৫৯০ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৭৮৭-৬৬৪৫২৭ ই-মেইলঃ secretary@infocom.gov.bd

তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ২০১৫ সালে মোট ৪৮টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পেক্ষিতে ৪৫ টি আবেদন নিস্পত্তি করা হয়েছে, ৩টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তথ্য মূল্য বাবদ আদায় হয়েছে ১৫৬২/- (এক হাজার পাঁচশত বাষট্টি) টাকা যা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

২.৪ তথ্য মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর ঃ

১	-	৩	৩	০	১	-	০	০	০	১	-	১	৮	০	৭

২.৫ জেলা ও অন্যান্য পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশনসমগ্র দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে চলেছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং তথ্য কমিশনের উদ্যোগে তথ্য কমিশনে এসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। রংপুর বিভাগের আটটি জেলার ৪৩৪ জন, সিলেট বিভাগের চারটি জেলার ২৬১ জন, ঝিনাইদহ জেলায় ১৬৫ জন, সাতক্ষীরা জেলায় ২০৪ জন, খুলনা জেলায় ১০২ জন, নোয়াখালী জেলায় ৮৮ জন, পাবনা জেলায় ১৭৩ জন, জামালপুর জেলায় ১২৮ জন, নাটোর জেলায় ৮৯ জন, কুমিল্লা জেলায় ৩৯৮ জন, বগুড়া জেলায় ১৩১ জন, কক্সবাজার জেলায় ১৫৫ জন, টাঙ্গাইল জেলায় ৩৪৪ জন, রাঙ্গামাটি জেলায় ৮৬ জন, রাজশাহী জেলায় ১৮৩ জন, জয়পুরহাট জেলায়৭১ জন, ঝালকাঠি জেলায় ১১৪ জন, পিরোজপুর জেলায় ১৪৮ জন, নওগাঁ জেলায় ১০১ জন, শরিয়তপুর জেলায় ৬২ জন, মাদারীপুর জেলায় ৯৮ জন, বাগেরহাট জেলায়১০৯ জন, লক্ষীপুর জেলায়১০৪, চাঁদপুর জেলায় ৯৫ জন, চট্টগ্রাম জেলায় ১৪১ জন, সিরাজগঞ্জ জেলায় ১২৫ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য কমিশনে ২০১০ সালে ১৫২ জন এবং ২০১১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বদলিজনিত কারণে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে তথ্য কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই ২০১৩ সাল থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং শিক্ষক, সাংবাদিক, মসজিদের ইমামগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৩ সালে জেলা পর্যায়ে ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৭১ জন, পঞ্চগড় জেলায় ১৮০ জন, মৌলভীবাজার জেলায় ২০১ জন, সুনামগঞ্জ জেলায় ২০২ জন, খাগড়াছড়ি জেলায় ১০০ জন, বরগুনা জেলায় ৭৯ জন, পটুয়াখালী জেলায় ৮৩ জন, ঢাকা জেলায় ১৯১ জন, গোপালগঞ্জ জেলায় ১০১ জন, ভোলা জেলায় ১৩১ জন, গাজীপুর জেলায় ১০০ জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১৩২ জন সর্বমোট ১৬৭১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৩ সালে উপজেলা পর্যায়ে ফেনী জেলার ফেনী সদর, ফুলগাজি, দাগনভূঁইয়া উপজেলায় ২২৯ জন, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় ১০৯ জন ও মির্জাপুর উপজেলায় ১৮১ জন, নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় ১৬০ জন ও রায়পুরা উপজেলায় ২৫৭ জন, ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় ১৫৩ জন, কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলায় ১৬০ জন ও হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর উপজেলায় ১৬২ জন সর্বমোট ১৪১১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, ২০১৩ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ৫২ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ৫৫ জন কর্মকর্তা, রাজউক এর ৫৯ জন কর্মকর্তা, ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯৪ জন শিক্ষক, সাব-এডিটর ১৩২ জন, ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটি কর্তৃক আয়োজিত ৪৫৮ জন সাংবাদিক, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, রাজশাহী, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, সিআইডি, ঢাকা এর সর্বমোট ৩৫৫ জন্য পুলিশ কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০১৪ সালে জেলা পর্যায়ে কুমিল্লা জেলায় (২য় ফেজ) ৬৬৫ জন, হবিগঞ্জ জেলায় (২য় ফেজ) ১৪৯ জন, সিলেট (২য় ফেজ) ১২৮ জন, বরিশাল জেলায় ৩৮৯ জন, কক্সবাজার জেলায় (২য় ফেজ) ১৭২ জন, যশোর জেলায় ৪০১ জন, চট্টগ্রাম জেলায় (২য় ফেজ) ৬৭ জন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১৯৫ জন, মেহেরপুর জেলায় ১৫০ জন, বান্দরবান জেলায় ১১৫ জন, মাগুরা জেলায় ২৪৪ জন, নড়াইল জেলায় ১৬২ জন, নেত্রকোণা জেলায় ৩১১ জন, ময়মনসিংহ জেলায় ৩৮৭ জন, কিশোরগঞ্জ জেলায় ৩৫৫ জন, শেরপুর জেলায় ৩০৫ জন, ফরিদপুর জেলায় ২১২ জন, মুন্সিগঞ্জ জেলায় ২৭০ জন, মানিকগঞ্জ জেলায় ২২৩ জন, রাজবাড়ী জেলায় ১৮২ জন, নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৮৪ জন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় ৮৭ জন, কুষ্টিয়া জেলায় ৯৭ জনসহ সর্বমোট ৫৩৫০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৪ সালে উপজেলা পর্যায়ে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহ্জাদপুর উপজেলায় ৩১৩ জন, ফেনী জেলার পরশুরাম, সোনাগাজী, ছাগলনাইয়া উপজেলায় ১৯৪ জন, লালমনিরহাট জেলা সদরে ১২৮ জন, লালমনিরহাট সদর উপজেলায় ১৩৯ জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলা হাট উপজেলায় ৭৬ জন, শিবগঞ্জ উপজেলায় ১৬৪ জন, বান্দরবান সদর উপজেলায় ৪৯ জন, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় ১৯৩ জনসহ সর্বমোট ১২৫৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৪ সালে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ৯০ জন, ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬৮ জন শিক্ষক, সাব-এডিটর ২২১ জন, ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটি কর্তৃক আয়োজিত ৪৮৬ জন সাংবাদিক, বাসস সংবাদদাতাদের ৫৯ জন, অনলাইন সাংবাদিক ২৩ জন, ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলের ৪৮ জনসহ সর্বমোট ৯৯৫ জনকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০১৫ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১১০ জন, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ জন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ ৫৮ জন, নরসিংদি জেলায় ৯০ জন, গাজীপুর জেলার সাংবদিকদের প্রশিক্ষণ ১১৭ জন, টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে ধনবাড়ীতে ৫৮ জন, ঘাটাইলে ৬০জন, কালীহাতীতে ৫৩ জন, মির্জাপুরে ৬০ জন,

দেলদুয়ারে ৫২ জন, সদরে ৫৪ জন, নাগরপুরে ৫৭ জন, গোপালপুরে ৫৬ জন, ভূয়াপুরে ৫৭ জন, মাধুপুরে ৬০ জন, বাসাইলে ৫৬ জন, সখিপুরে ৫৪ জন, ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলায় ৬৭ জন, তজুমদ্দিনে ৬৫ জন, মনপুরায় ২৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এ সাংবাদিকবৃন্দের প্রশিক্ষণ ২২২ জন, সাব ইন্সপেক্টরগণের প্রশিক্ষণ (ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল) ২৬৪ জন, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নীলক্ষেত এ উপ-সহকারি ভূমি কর্মকর্তা ও উপ-সহকারি সেটেলমেন্ট অফিসারদের প্রশিক্ষণ ২৬৬ জন, জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট, মহাখালীতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনানা কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ ১৪১ জন। উল্লেখ্য, এ সকল প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ উদ্যেগে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করেন এবং উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে তথ্য কমিশন হতে রিসোর্স পার্সনগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণঃ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকল্পে সারা দেশে রিসোর্স পার্সন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তথ্য কমিশন প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের ২ জন এবং প্রতিটি জেলা থেকে ৬ করে মোট ৪৯৮ জন কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেয় যা গত ০৮-০৩-২০১৫ তারিখ থেকে শুরু করে ১৬-০৬-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মোট ১৩টি ব্যাচে সমাপ্ত হয়েছে। ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে আমন্ত্রিত ৪৯৮ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৪১২ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে তথ্য কমিশন কর্তৃক অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল্যায়ন পরীক্ষায় কমপক্ষে ৬০% নম্বর প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের রিসোর্স পার্সন হিসেবে নির্বাচন করা হয়। মন্ত্রণালয়/সংস্থা পর্যায়ে মনোনীত ১১৪ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৮১ জন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে ৩২ জন কর্মকর্তা রিসোর্স পার্সন হিসেবে নির্বাচিত হন। জেলা পর্যায়ে মনোনীত ৩৮৪ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৩৩১ জন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে ২১৮ জন কর্মকর্তা রিসোর্স পার্সন হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। তথ্য কমিশন কর্তৃক পরিচালিত তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয় ও জেলা পর্যায়ে রিসোর্স পার্সন হিসেবে নির্বাচিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা **পরিশিষ্ট 'খ'** তে পদর্শিত হলো।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

২.৬ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্র: নং	সাল	প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২০১০	১৫২	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ
২	২০১১	২০৯৪	মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৩	২০১২	২০৬৭	জেলা ও উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৪	২০১৩	৪২৮৭	জেলা পর্যায়ে ১৬৭১ জন, উপজেলা পর্যায়ে ১৪১১ জন, মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১৬৬ জন, ঢাকা মহানগরীর শিক্ষক-৯৪ জন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে-৪৫৮ জন, প্রিধানবিতে-১৩২ জন সাব-এডিটরস, পুলিশ ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল ৩৫৫ জন
৫	২০১৪	৭৬০১	জেলা পর্যায়ে ৫৩৫০ জন, উপজেলা পর্যায়ে ১২৫৬ জন, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ-৯০ জন, শিক্ষক-৬৮ জন, ঢাকা রির্পোটার্স ইউনিটিতে-৪৮৬ জন, সাব-এডিটরস-২২১ জন, বাসস জেলা সংবাদদাতা-৫৯ জন, অনলাইন সাংবাদিক-২৩ জন, ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলের ৪৮ জন
৬	২০১৫	২৬১৩	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১১০ জন, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ জন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ ৫৮ জন, নরসিংদি জেলায় ৯০ জন, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এ সাংবাদিকবৃন্দের প্রশিক্ষণ ২২২ জন, গাজীপুর জেলার সাংবদিকদের প্রশিক্ষণ ১১৭ জন, সাব ইন্সপেক্টরগণের প্রশিক্ষণ(ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল) ২৬৪ জন, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নীলক্ষেত এ উপ-সহকারি ভূমি কর্মকর্তা ও উপ-সহকারি সেটেলমেন্ট অফিসারদের প্রশিক্ষণ ২৬৬ জন, জনস্বাস্থ্য

			ইন্সটিটিউট, মহাখালীতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ ১৪১ জন, মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ সমন্বয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৮১ জন, জেলার কর্মকর্তাবৃন্দ সমন্বয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৩৩১ জন, টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে ধনবাড়ীতে ৫৮ জন, ঘাটাইলে ৬০জন, কালীহাতীতে ৫৩ জন, মির্জাপুরে ৬০ জন, দেলদুয়ারে ৫২ জন, সদরে ৫৪ জন, নাগরপুরে ৫৭ জন, গোপালপুরে ৫৬ জন, ভূয়াপুরে ৫৭ জন, মাধুপুরে ৬০ জন, বাসাইলে ৫৬ জন, শখিপুরে ৫৪ জন, ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলায় ৬৭ জন, তজুমদ্দিনে ৬৫ জন, মনপুরায় ২৪ জন
		১৮,৮১৪ জন	সর্বমোট ১৮,৮১৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন।

২.৭ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিপরীতে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র :

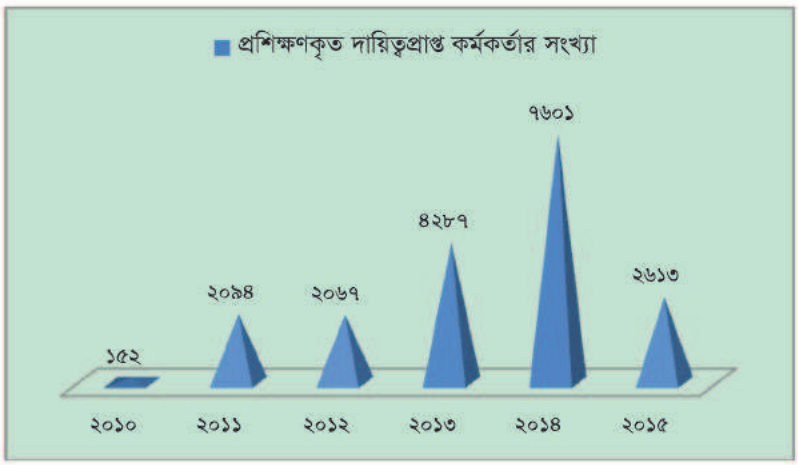

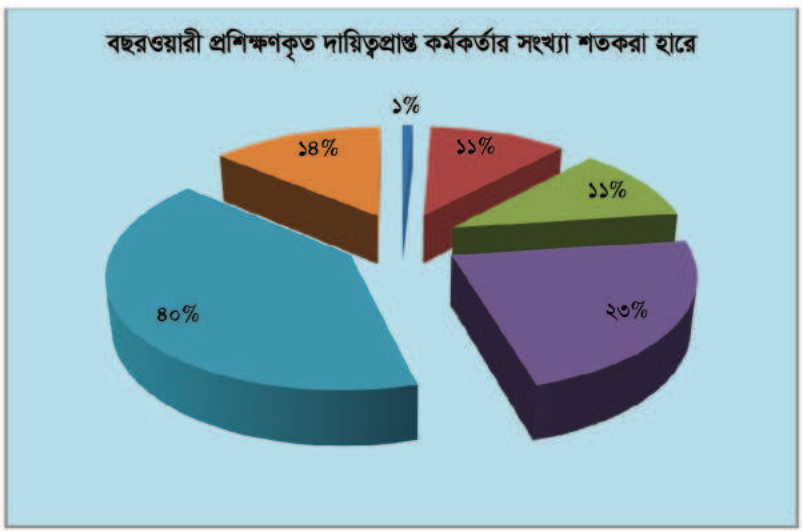

মোট নিয়োগকৃত ১৮৮১৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মধ্যে ২০১০ সালে ১%, ২০১১ সালে ১১%, ২০১২ সালে ১১%, ২০১৩ সালে ২৩%, ২০১৪ সালে ৪০% ও ২০১৫ সালে ১৪% দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তা চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মনোনীত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

২.৮ তথ্য কমিশনের নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন

দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং নিজস্ব ওয়েবসাইট পরিচালনার জন্য তথ্য কমিশন ২৬,৯৭,২০০/- (ছাব্বিশ লক্ষসাতানব্বই হাজার দুইশত) টাকা ব্যয়ে নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন করেছে। গত ডিসেম্বর, ২০১১সালে দুই হাজার গিগাবাইট এর অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এ সার্ভার স্টেশনটির স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ইউএসএইড ও প্রগতির সহযোগিতায় তথ্য কমিশনের তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্প সম্পন্ন হয়। এতে তথ্য কমিশনের বিদ্যমান যন্ত্রাংশের সাথে আরও ১টি সার্ভার, ২টি নেটওয়ার্ক সুইচ, ১টি রাউটার+ ফায়ারওয়াল, ১টি অনলাইন ইউপিএস, ১টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র, ২টি কম্পিউটার, ১টি Black & White Multifunctional Common Printer, ১টি Network Color Printer ও কমিশনের বিভিন্ন কক্ষে সুগঠিত Inter Network স্থাপনে ৪৪টি (Node) সংযোগস্থল স্থাপন করা হয়। ফলে কমিশনের কম্পিউটার ব্যবহারকারীগণ File Sharing, File Security, Computer Security, Centrally Computer Virus Protection ও File Backup এর সুবিধাসহ সার্ভার থেকে কেন্দ্রীয় ভাবে সকল কম্পিউটার ও তথ্যের সুরক্ষা পাচ্ছে যা কমিশনের কার্যক্রমকে আরও যুগোপযোগী ও বেগবান করেছে।

তাছাড়া তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীগণের জন্য কমিশনের নিজস্ব Domain (www.infocom.gov.bd) এর অনুকূলে ১১টি ই-মেইল একাউন্ট চালু করা হয় যা কমিশনের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য করেছে। অধিকন্তু এই প্রকল্পে তথ্য কমিশনের একটি নতুন সমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়।

২.৯ অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে প্রতিটি আবেদন, আপিল ও অভিযোগের চিত্র তাৎক্ষণিক পরিবীক্ষণ করা যায় এবং নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও সমন্বয় করা যায় এমন একটি অনলাইন ভিত্তিক ওয়েব সিস্টেম তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জনসাধারণ নিজে অথবা সহযোগির মাধ্যমে, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশন, মিডিয়া ইত্যাদি সহ সবাই এ সিস্টেমটি ব্যবহার করতে পারবেন। এ সিস্টেমটির মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অনলাইনে

আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে এবং আবেদনপত্রের তাৎক্ষণিক অবস্থা জানতে পারবে। যার ধারাবাহিকতায় তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ এবং তথ্যকমিশন সহ সবাই আবেদনকৃত প্রত্যেকটি আবেদনের অবস্থান নিজ নিজ অফিসে বসে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন, সেই অনুযায়ী নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আবেদন, আপিল এবং অভিযোগের সার্বিক চিত্র পর্যালোচনা ও মনিটরিং করতে পারবে। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সহজতর করার লক্ষ্যে এতে মোবাইল ফোন প্রযুক্তিও সংযুক্ত করা হবে। এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে A2i প্রকল্পের সঙ্গে শীঘ্রই একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সঙ্গেও অনলাইনে আবেদন সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব কমিশনের বিবেচনাধীন রয়েছে।

২.১০ তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৯ অক্টোবর ২০১০ এ তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট (www.infocom.gov.bd) শুভ উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (A2i) প্রকল্প ও গ্রামীণ ফোনের সহযোগিতায় তথ্য কমিশন উক্ত ওয়েবসাইট নির্মাণ করে।

উক্ত ওয়েবসাইটে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সারা দেশ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের ২৩,৫১৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা ও তথ্য আপলোড করা হয়েছে। উক্ত তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ওয়েবসাইটটিতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, কমিশনের কার্যাবলী, সিদ্ধান্তপত্র, বার্ষিক প্রতিবেদন, নিউজ লেটার, বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রতিবেদন, আপ-কামিং ইভেন্ট, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তব্য, আপীল প্রক্রিয়া, গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে এবং তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনের পদ্ধতি সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কমিশন নিজস্ব সার্ভার স্থাপন করে ওয়েব সাইটটি আরো উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে গড়ে ৬৭ ব্যক্তি প্রতিদিন তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করছেন। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিটের পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট 'গ'** তে দেখানো হলো।

২.১১ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে মিডিয়ার ভূমিকা

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলো বিশেষতঃ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া উদারতার সাথেই তাদের দায়িত্বপালন করে যাচ্ছে। যখনই কোনো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচির প্রেস কাভারেজের জন্য জাতীয় দৈনিকসমূহ, অনলাইন পত্রিকা, নিউজ এজেন্সী, টিভি ও রেডিও চ্যানেলসমূহকে তথ্য কমিশন থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তখনই তারা সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানের বস্তুনিষ্ঠ প্রচারণা করে যাচ্ছে। ফলে জনগণ পত্রিকা, টিভি ও ইন্টারনেট দেখে কিংবা রেডিও শুনে এ আইন সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন। ফলে তারা তথ্য জানার অধিকার প্রয়োগ করে নিজেদের ক্ষমতায়িত করতে শুরু করেছেন। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, ফিচার, বক্স নিউজ, তথ্য কমিশনে নিষ্পত্তিকৃত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলোর খবর পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হলে জনগণ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে আরো এগিয়ে আসবেন বলে তথ্য কমিশন মনে করে।

তথ্য অধিকার আইন প্রচার ও প্রসারের জন্য উল্লেখযোগ্য মিডিয়াসমূহ পিআইবি, বিএসএস, ইউএনবি, দৈনিক ইত্তেফাক, কালের কণ্ঠ, প্রথমআলো, যুগান্তর, সমকাল, সংগাম, দৈনিক জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, নয়াদিগন্ত, আমাদের সময়, সংবাদ, ডেইলি সান, নিউএজ, ডেইলি স্টার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বাংলানিউজ২৪ডটকম, বিডিনিউজ২৪ডটকম, বাংলাদেশ বেতার, রেডিওটুডে, এবিসিরেডিও, রেডিও সুন্দরবনসহ বেশকিছু কমিউনিটি রেডিও।

এছাড়া বিটিভি, এটিএন নিউজ, এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, বৈশাখী টিভি, বাংলাভিশন, সময় টিভি, মাছরাঙ্গা টিভি, আরটিভি, মোহনা টিভি, দেশ টিভি, মাইটিভি, এনটিভি, ইনডিপেন্ডেন্ট টিভি, চ্যানেল২৪, চ্যানেল৭১, টিভিসহ বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেল প্রতিবেদন ও তথ্য কমিশনারগণের সাক্ষাৎকার প্রচার করেও এ আইনের প্রচারে অবদান রেখে চলেছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার বিষয়ক কতিপয় টিভিস্ক্রল প্রচার করছে। এজন্য তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট সকল মিডিয়াকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

২.১২ তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকল্পে তথ্য কমিশন ২০১৬সালের জন্য রোডম্যাপপ্রণয়ন করেছে। রোডম্যাপ অনুসারে তথ্য কমিশন সারা দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ;উপজেলা পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ;অভিযোগ নিষ্পত্তি; জনবল নিয়োগ, স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ, এসএমএস প্রেরণ, ভয়েস এসএমএস প্রেরণ, টেলিভিশনে স্ক্রল পদর্শন, তথ্য অধিকার বিষয়ক জারি গান/নাটিকা প্রচার, ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ, নিউজলেটার প্রকাশ, তথ্য অধিকার বিষয়ক অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশ, তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক গবেষণাকর্ম সম্পাদন (এ বছর আইন সম্পর্কে আয়োজিত জনঅবহিকরণ সভায় ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সাফল্য বিশ্লেষণ করে কমিশনের জন্য উপযুক্ত ভবিষ্যত কর্মপন্থা অবলম্বন করার লক্ষ্যে Impact study on RTI awarness building and Training Program Organized by IC during 2010-2015শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে)প্রভৃতি বিষয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও অর্জনের লক্ষ্যমাত্রানির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তথ্য কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২.১৩ তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রকাশনা বিতরণ

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে মন্ত্রণালয় হতে উপজেলা পর্যন্তসরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য অধিকার আইন ও এতদ্সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকাশনা বিতরণ করা হয়। ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা/উপজেলায় এবং সংবাদ পত্র/নিউজ এজেন্সি, টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও/কমিউনিটিরেডিও সমূহের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত তথ্য প্রাপ্তিরআবেদন ফরম, আপীল আবেদন ফরম, অভিযোগ দায়েরের ফরম বিতরণের জন্য দেশের সকল জেলায়, মন্ত্রণালয়ে এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট প্রেরণ করা হয়।

২০১৫ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়,গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের,নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক কর্মকর্তাবৃন্দের,বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এ সাংবাদিকবৃন্দের, সাব ইন্সপেক্টরগণের প্রশিক্ষণ(ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল), ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নীলক্ষেত এ উপ-সহকারি ভূমি কর্মকর্তা ও উপ-সহকারি সেটেলমেন্ট অফিসারদের, জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট, মহাখালীতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাগণের, মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ সমন্বয়ে প্রশিক্ষককপ্রশিক্ষণ, জেলার কর্মকর্তাবৃন্দ সমন্বয়ে প্রশিক্ষককপ্রশিক্ষণ, গাজীপুর জেলার সাংবদিকদের এবং নরসিংদি জেলায়প্রশিক্ষণপ্রদান করা হয়। টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে ধনবাড়ী, ঘাটাইল, কালীহাতী, মির্জাপুর, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর, গোপালপুর, ভূয়াপুর, মাধুপুর, বাসাইল, শখিপুর, ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলায়, তজুমদ্দিনে ও মনপুরায়প্রশিক্ষণপ্রদান ও জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সহায়িকাএবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আবেদনকারীদের জন্য নির্দেশিকা বিতরণ করা হয়।

২.১৪তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা

আমাদের দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের ক্ষমাতায়নের জন্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জনগণ এ আইন সম্পর্কে পর্যাপ্ত সচেতন হয়ে ওঠেনি। পাশাপাশি যারা তথ্য প্রদান করবেন সে কর্তৃপক্ষের সচেতনতা ও প্রস্তুতিও কাঙ্খিত মাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

প্রায় শত বছর যাবত দাপ্তরিক তথ্য গোপনের চর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে তা থেকে সরকারি কর্মকর্তাগণ তথ্য গোপনের মানসিকতা অর্জন করেছেন। তথ্য গোপন রাখার এ মানসিকতার পরিবর্তন এবং তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ভীতি ও সিদ্ধান্তহীনতা দূর করে তথ্য সরবরাহ ও প্রকাশের সংস্কৃতি চালু করতে সকল সরকারি দপ্তরে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথাযথ দিকনির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। এ উপলব্ধি থেকে তথ্য কমিশন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এমআরডিআই-এর সহযোগিতায় যৌথভাবে সরকারের পাঁচটি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয় ৫টির আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।তথ্য অধিকার আইনকে আরো গণমূখী করার উদ্দেশ্যে এ নীতিমালাসহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা হলো তথ্য অধিকার আইনের বিধিমালা ও প্রবিধানমালার আলোকে প্রণীত কোনো সংস্থার অভ্যন্তরীণ নীতি। এ নীতিমালা অনুসরণ করে কোনো কর্তৃপক্ষ জনগণের কাছে তাদের তথ্য অবমুক্ত করবে।

তথ্য কমিশন ও এমআরডিআই-এর সহযোগিতায় এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় পাঁচটি মন্ত্রণালয় (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) ও এর আওতাধীন ৪২ টি দপ্তর-সংস্থা তথ্য অধিকার আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার আলোকে প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর উপলক্ষ্যে গত ২৯ আগস্ট ২০১৫ তারিখে 'তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার গুরুত্ব' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ ফারুক-এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার, ড. খুরশিদা বেগম সাঈদ এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ আলোচক হিসেব উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার, সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (সমন্বয় ও সংস্কার) মোঃ নজরুল ইসলাম এবং সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড লিগ্যাল অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস স্টাডিজ-এর নির্বাহী পরিচালক মঞ্জুর হাসান, ওবিই।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর

২.১৫ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ওয়ার্কিং গ্রুপ ও জেলা পর্যায়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন

➢ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন' শীর্ষক কর্মশালার (Workshop on Formulation of Right to Information Implementation plan) সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয় :-

১.	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-আহ্বায়ক
২.	অতিরিক্ত সচিব (পসওবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৪.	সচিব, তথ্য কমিশন	-সদস্য
৫.	বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি	-সদস্য
৬.	উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-সদস্য সচিব

➢ ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর কর্মপরিধি

ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ;

খ) নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;

ঘ) তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ (proactive disclosure) কার্যক্রমের বাস্তবায়নের জোরদারকরণের প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

➢ উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে এবং উপযুক্ত কাজের অগগতির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে এবং

➢ উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোন বিশেষজ্ঞ কিংবা এ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

২২ জুন,২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পূর্বের গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের পুনর্গঠন করে নিম্নরূপ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে ঃ

১. সচিব(সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ -আহ্বায়ক
২. অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় -সদস্য
৩. সচিব, তথ্য কমিশন -সদস্য
৪. যুগ্ম-সচিব(সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ -সদস্য
৫. বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি -সদস্য
৬. উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ -সদস্য সচিব

পূর্বের কর্মপরিধিই পুনর্গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের কর্মপরিধি হিসেবে নির্ধারিত থাকে।

➢ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গঠিত তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার প্রত্যেক জেলায় নিম্নরূপ একটি **উপদেষ্টা কমিটি** গঠন করে :

➢ কমিটির গঠন;

১. জেলা প্রশাসক - সভাপতি
২. পুলিশ সুপার - সদস্য
৩. সিভিল সার্জন - সদস্য
৪. উপজেলা চেয়ারম্যান (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
৫. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) - সদস্য
৬. একজন অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
৭. নির্বাহী প্রকৌশলী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
৮. জেলা তথ্য কর্মকর্তা - সদস্য
৯. সভাপতি, জেলা প্রেস ক্লাব - সদস্য
১০. সভাপতি, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন - সদস্য
১১. সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ - সদস্য
১২. দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
১৩. একজন মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
১৪. সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (সনাক অথবা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য,জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
১৫. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা - সদস্য সচিব

➢ **কমিটির কার্যপরিধি:**

(ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি;

(খ) তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পদান;

(গ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষকণের আয়োজন;

(ঘ) জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তাবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়; এবং

(ঙ) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

➢ কমিটি প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং প্রয়োজনে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

➢ **জেলা উপদেষ্টা কমিটির সাথে তথ্য কমিশনের মতবিনিময় সভা :**

খাগড়াছড়ি,বান্দরবন,নোয়াখালী,নরসিংদী,চট্টগ্রাম,রাজশাহী,জামালপুর,ভোলা ও লালমনিরহাট জেলায় তথ্য কমিশন কর্তৃক জেলা উপদেষ্টা কমিটির সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

ভোলা জেলায় গঠিত উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণের সমন্বয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে মত বিনিময় সভা

লালমনিরহাট জেলায় গঠিত উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণের সমন্বয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে মত বিনিময় সভা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে তথ্য কমিশন ও এমআরডিআই এর সহযোগিতায় জেলা উপদেষ্টা কমিটির ওরিয়েন্টেশন :

এ বছর এ প্রকল্পের আওতায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য জেলা পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গঠিত জেলা উপদেষ্টা কমিটির সকল সদস্যদের জন্য এ আইন বিষয় ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ৫টি বিভাগের ১০টি জেলায় এ ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।

বিভাগ	জেলা
রংপুর	রংপুর, নীলফামারি
সিলেট	সিলেট, হবিগঞ্জ
রাজশাহী	রাজশাহী, বগুড়া
বরিশাল	বরিশাল, পটুয়াখালি
ঢাকা	ঢাকা. টাঙ্গাইল

ওরিয়েন্টেশনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ এবং তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তিসংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ : মূল বিষয়সমূহ; তথ্য প্রকাশের শ্রেণিবিন্যাস এবং তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে জেলা উপদেষ্টা কমিটির কর্মকৌশল ও চ্যালেঞ্জসমূহ অন্বেষণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এবং **মো. নজরুল ইসলাম**, সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সকল ওরিয়েন্টেশনে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় শহরে আয়োজিত ওরিয়েন্টেশনে বিভাগীয় কমিশনারগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য এ পর্যন্ত ৫০ টি জেলায় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ঢাকা, মাদারীপুর, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, শেরপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার, ফেনী, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, বরিশাল ও পঞ্চগড় জেলাতে উপদেষ্টা কমিটি গঠনপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবগত করার জন্য কমিশন থেকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত জেলাসমূহে জেলা উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত সভার কার্যবিবরণী তথ্য কমিশনে প্রেরণ করেছে।

	জেলার নাম	জেলা উপদেষ্টা কর্তৃক আয়োজিত সভার সংখ্যা (প্রাপ্ত কার্যবিবরণীর সংখ্যা পর্যালোচনায়)	মন্তব্য
১.	ভোলা	১	
২.	বান্দরবান	১	
৩.	চাঁদপুর	৩	
৪.	চট্টগ্রাম	১	
৫.	ফেনী	২	
৬.	খাগড়াছড়ি	১	
৭.	লক্ষ্মীপুর	৩	
৮.	নোয়াখালী	৯	

৯.	রাঙ্গামাটি	১১	
১০.	নরসিংদি	১	
১১.	ময়মনসিংহ	২	
১২.	নেত্রকোণা	৫	
১৩.	বাগেরহাট	৮	
১৪.	যশোর	৫	
১৫.	খুলনা	১	
১৬.	কুষ্টিয়া	৩	
১৭.	মেহেরপুর	৪	
১৮.	চাপাইনবাবগঞ্জ	৭	
১৯.	নওগাঁ	১	
২০.	নাটোর	১	
২১.	সিরাজগঞ্জ	২	
২২.	দিনাজপুর	২	
২৩.	কুড়িগ্রাম	৭	
২৪.	লালমনিরহাট	১	
২৫.	নীলফামারী	২	
২৬.	রংপুর	১	
২৭.	ঠাকুরগাঁও	১	
২৮.	সিলেট	১	

২.১৬ তথ্য কমিশন ও বেসরকারি সংগঠনসমূহের যৌথ কর্মকাণ্ড ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি ও তথ্য কমিশন গঠিত হওয়ার পর হতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং বেসরকারি সংস্থা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

ক. তথ্য অধিকার সপ্তাহ উদযাপন

২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। নবম জাতীয় সংসদে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুমোদিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসটির গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিগত ২০১৪ সন পর্যন্ত প্রত্যেক বছর জাতীয় পর্যায়ে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' উদযাপন করা হয়েছে। এ বছরই প্রথম 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার সপ্তাহ,২০১৫' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে জাতীয় ও আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,মাননীয় তথ্য মন্ত্রীর বাণী প্রকাশিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপনে ০৮ টি জাতীয় পত্রিকায় এবং ০৯টি আঞ্চলিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। তথ্য অধিকার দিবসের লিফলেট, স্টিকার ও পোস্টার তৈরি করে জেলা ও উপজেলায় বিতরণ করা হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর,২০১৫ থেকে ০৪ অক্টোবর, ২০১৫ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন এনজিওদের সমন্বয়ে ঢাকায় এবং জেলা প্রশাসকগণের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে বর্নাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে তথ্য অধিকার বিষয়ক আলোচনা, গান ও নাটিকা প্রচার করা হয়। ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত সড়কদ্বীপসমূহ সজ্জিত করা হয়। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কে ভিত্তি করে তথ্য কমিশন হতে Banladesh: Reflection on the Right to Information Act, 2009 শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি) এর পক্ষ হতে কমিউনিটি রেডিওতে কমিশনার মহোদয়গণের বক্তব্য ভিত্তিক কথিকা প্রচার কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে।

'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার সপ্তাহ' ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ০৪ অক্টোবর,২০১৫ সারাদেশে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের অংশ হিসেবে গত ৪ অক্টোবর,২০১৫ রোববার প্রেসক্লাব থেকে শিল্পকলা একাডেমি পর্যন্ত র‍্যালি এবং র‍্যালি শেষে জাতীয় চিত্রকলা মিলনায়তন, শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি, উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মরতুজা আহমেদ, সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, জনাব মো: নজরুল ইসলাম, সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং শাহিন আনাম, সভাপতি, তথ্য অধিকার ফোরাম। সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার সপ্তাহ, ২০১৫ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

তথ্য অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় সম্মানিত উপস্থিতিবৃন্দ

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার সপ্তাহ, ২০১৫ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

তথ্য অধিকার সপ্তাহ, ২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পট গান
(অংশগ্রহণে: রূপান্তর, খুলনা এর শিল্পীবৃন্দ)

তথ্য অধিকার সপ্তাহ, ২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
(অংশগ্রহণে: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ)

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার সপ্তাহ, ২০১৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালি

মাননীয় তথ্য মন্ত্রী মহোদয় আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার সপ্তাহ, ২০১৫ উপলক্ষ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক পরিচালিত স্টল পরিদর্শন করছেন।

খ. এমআরডিআই

এমআরডিআই কর্তৃক ২০১৫ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭ বিষয়ে ধারণা জরিপ সুপারিশমালা হস্তান্তর :

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর সম্পর্কে ভুল ধারণা এবং এর অপব্যবহার দূর করে এর সঠিক ও যথাযথ প্রয়োগ এর উপায় অন্বেষণ করতে এমআরডিআই একটি ধারণা জরিপ সম্পন্ন করে। ধারণা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশমালা প্রধান তথ্য কমিশনারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ধারণা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত ও মতামতের ভিত্তিতে **তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ তথ্য প্রদানের ব্যতিক্রমসমূহ (ধারা-৭) বিশ্লেষণ প্রতিবেদন** নামক একটি প্রকাশনা প্রকাশ করা হয়।

২. তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন সহায়িকা :

এমআরডিআই সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সহায়ক গন্থ হিসেবে একটি সহায়িকা প্রকাশ করছে, যাতে এটি অনুসরণ করে অন্য সকল মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থা নিজেরাই তাদের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রস্তুত করতে পারে।

৩. তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা হস্তান্তর অনুষ্ঠান :

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ ও এমআরডিআই-এর সহযোগিতায় এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় পাঁচটি মন্ত্রণালয় (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) ও এর আওতাধীন ৪২টি দপ্তর-সংস্থা তথ্য অধিকার আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালার আলোকে প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকাআনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর উপলক্ষে গত ২৯ আগস্ট ২০১৫ তারিখে 'তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার গুরুত্ব শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

প্রধান তথ্য কমিশনারমোহাম্মদ ফারুক-এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদ্য সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব **মো. আবুল কালাম আজাদ**। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার, **প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ** এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক **শাহীন আনাম**। অনুষ্ঠানে বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার **নেপাল চন্দ্র সরকার**, সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (সমন্বয় ও সংস্কার) **মো. নজরুল ইসলাম** এবং সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড লিগ্যাল অ্যান্ড হিউমান রাইটস স্টাডিজ-এর নির্বাহী পরিচালক **মঞ্জুর হাসান ওবিই**। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক, **হাসিবুর রহমান**।

৪. তথ্য অধিকার ক্যাম্প :

প্রন্তিক মানুষকে তথ্য অধিকার আইনের সুফল বিষয়ে সচেতন এবং আইন ব্যবহারে সক্ষম করে তুলতে এমআরডিআই ও জাগ্রত নাগরিক কমিটি (জানাক) যৌথভাবে যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার সিংহঝুলী ইউনিয়নে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য একটি পাঁচ দিনের 'তথ্য অধিকার ক্যাম্প'-এর আয়োজন করে। পাঁচ দিনব্যাপী ক্যাম্পের শেষ দুই দিনে অংশগ্রহণকারীগণ জীবনঘনিষ্ঠ তথ্য চেয়ে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসে মোট ৪০টি আবেদন করে। সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট ৩৩টি আবেদনের মধ্যে ১৮টি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ও ১০টি তে আপিলের পর তথ্য পাওয়া যায়। অন্য ৫টির বিপরীতে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা হলে ৪টির তথ্য পাওয়া যায় এবং ১টি অনিষ্পন্ন থাকে। অন্যদিকে বেসরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট চাহিত ৭টির মধ্যে আবেদনের পর ৩টি এবং আপিলের মাধ্যমে ৪টি তথ্য পাওয়া যায়।তথ্য কমিশন ৫টি অভিযোগের রায় হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে ১টি অভিযোগের বিপরীতে কমিশন আবেদনকারীর ঢাকায় আসা-যাওয়ার যাতায়াত ভাতা প্রদানেরও নির্দেশ দেন।

৫. শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন :

বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সঠিকভাবে পাঠদানের সহায়তা প্রদান এবং তথ্য অধিকার আইন বিষয়েবিস্তারিতভাবে অবহিত করার লক্ষ্যে যশোর ও বরিশালের ১২টি উপজেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন এবং জেলা শিক্ষা অফিসের সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ বিষয়ে অর্ধ দিবসব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করে।

বরিশালে দুই ব্যাচে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মো. নজরুল ইসলাম, বরিশালের জেলা প্রশাসক মো. শহীদুল আলম, বরিশালের জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোসাম্মৎ লুৎফুন নাহার আফরোজ প্রমুখ। এ সকল ওরিয়েন্টেশনে দুটি জেলার ১২টি উপজেলার মোট ৫৬৮ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

৬. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ :

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এ আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এমআরডিআই তিনটি ব্যাচে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষকণের আয়োজন করে। এ সকল প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার **নেপাল চন্দ্র সরকার**, কমিশনের সচিব **সদর উদ্দিন আহমেদ** ও পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) **মো. সাইফুল্লাহিল আজম এবং** এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক **হাসিবুর রহমান** ও সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার **হামিদুল ইসলাম হিল্লোল**। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পার্টনার ৩৮টি এনজিওর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

৭. আরটিআই হেল্প ডেস্ক :

এমআরডিআই ফোন যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্যের আবেদনকারীকে সহায়তার জন্য একটি নির্ধারিত ফোন নম্বর চালু রেখেছে। এই ফোন নম্বরে যোগাযোগকারীকে তথ্যের আবেদন, আপিল ও অভিযোগ প্রক্রিয়াসহ এই সংক্রান্ত অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালে এ হেল্প ডেস্ক থেকে মোট ২৮টি আবেদনের ক্ষেত্রে সহায়তা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি তথ্য প্রাপ্তির, ৮টি আপিল এবং ৫টি অভিযোগ প্রদানে সহায়তা প্রদান করা হয়।হেল্প ডেস্কের বাইরেও সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে যশোর এবং বরিশালে ২০১৫ সালে সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট ৪৯টি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট ২২টি মোট ৭১টি তথ্যের জন্য আবেদন করা হয়।

৮. আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন :

যশোর জেলা : আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, যশোর, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), এমআরডিআই ও গ্রামের কাগজের যৌথ উদ্যোগে কলেক্টরেট প্রাঙ্গণে তথ্যমেলার আয়োজন করা হয়। মেলার উদ্বোধনী দিনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, শিশুদের দুর্নীতিবিরোধী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, উন্মুক্ত উপস্থিত বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতা এবং যশোর ইয়েস গণনাট্য দলের পরিবেশনায় 'সোনালী দিনের সন্ধানে' শীর্ষক দুর্নীতিবিরোধী নাটক মঞ্চস্থ হয়।

এ দিবস উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন, এম আর ডি আই ও জানাক-এর যৌথ আয়োজনে চৌগাছা, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর এবং বাঘারপাড়া উপজেলায় র‍্যালি, মা সমাবেশ, তথ্য অধিকার বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা, কৃষাণ-কৃষাণী সমাবেশ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সুধিজন সমাবেশ এবং ফুটবল ম্যাচ আয়োজনপূর্বক লিফলেট ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়।

বরিশাল জেলা : বরিশাল জানাক, এমআরডিআই, টিআইবি ও জেলা প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে বরিশালে র‍্যালি, লিফলেট বিতরণ ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। র‍্যালি চলাকালীন জানাক সদস্যবৃন্দ লিফলেট বিতরণ করেন। র‍্যালি শেষে একটি আলোচনাসভা জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। **বরিশাল জেলার গৌরনদী, বানারীপাড়া, বাবুপাড়া, কিসবপুর ও উজিরপুর উপজেলার** উপজেলা প্রশাসন, এমআরডিআই ও জানাক, কেশবপুরের যৌথ আয়োজনে র‍্যালি, আলোচনাসভা, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৯. ইউডিসি উদ্যোক্তাদের ওরিয়েন্টেশন :

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন জোরদার করার লক্ষ্যে এবং ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে তথ্য অধিকারের সহায়তাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বরিশাল এবং যশোর জেলার সকল উপজেলার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। বরিশাল এবং যশোর জেলার ১৮টি উপজেলার মোট ১৯০ জন উদ্যোক্তা ওরিয়েন্টেশনে অংশ নেন। ওরিয়েন্টেশন শেষে তাদের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতামূলক ডিসপ্লে বোর্ড বিতরণ করা হয়।

১০. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন এবং রচনা প্রতিযোগিতা :

মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের পরিচিতি, আইনের ইতিবাচক দিক এবং আইনের সঙ্গে জনমানুষের সম্পৃক্ততা বিষয়ে সচেতনতার লক্ষ্যে বরিশালের ৪টি উপজেলার ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক ওরিয়েন্টেশন এবং রচনা প্রতিযোগিতারআয়োজন করা হয়।

১১. সাংস্কৃতিক মাধ্যমে গণসচেতনতা কার্যক্রম :

লোকসংগীতের (পালাগান) মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মাঝে তথ্য অধিকার আইনের মূল বার্তা তুলে ধরা এবং আইনের সঙ্গে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যশোরে একটি সাংস্কৃতিক দল গঠন করা হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক দল লোকসংগীতের মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে।

১২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ শিখন পদ্ধতি নিরূপণ কর্মশালা :

সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির অনলাইন প্রশিক্ষণ কৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ৬৪টি জেলার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে ৩১মে ২০১৫ একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালার প্ল্যানারি সেশানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ ফারুক। কর্মশালায় সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশের তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মো. নজরুল ইসলাম। এ কর্মশালায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৬৩ জন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ৫৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

১৩. মন্ত্রণালয়সমূহের ওয়েবসাইট পর্যালোচনা :

এ প্রকল্পের আওতায় তথ্য অধিকার আইনের আলোকে গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহের ওয়েবসাইটগুলো কতটুকু সহজবোধ্য এবং তথ্য প্রকাশ উপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়েছে, তার ওপর একটি সমীক্ষা করা হয়।

১৪. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে জেলা উপদেষ্টা কমিটির ওরিয়েন্টেশন :

সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ৫টি বিভাগের ১০টি জেলায় এ ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। **নেপাল চন্দ্র সরকার**, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এবং **মো. নজরুল ইসলাম**, সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সকল ওরিয়েন্টেশনে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জেলাগুলো হচ্ছে রংপুর, নীলফামারি, সিলেট, হবিগঞ্জ, রাজশাহী, বগুড়া, বরিশাল, পটুয়াখালি, ঢাকা, টাঙ্গাইল।

১৫. তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক জনসচেতনতামূলক প্রকাশনা তৈরি :

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের তিনটি লিফলেট এবং একটি পোস্টার প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ

মানুষের কাছে তথ্য অধিকারের প্রাথমিক বার্তা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে তথ্য অধিকারের স্লোগান ও চিত্র সংবলিত একটি পোস্টার তৈরি করা হয়েছে।

১৬. **নিউজলেটার 'তথ্য প্রকাশ' :** তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে গত বছর থেকে এমআরডিআই **তথ্য প্রকাশ** নামে একটি বুলেটিন প্রকাশ করছে। এ বছর তথ্য প্রকাশের দুটি ইস্যু প্রকাশিত হয়।

সূত্রঃ 'এমআরডিআই' কর্তৃক পদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

গ. ডিনেট

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সফল বাস্তবায়নে ডিনেটের ভূমিকাঃ

ডিনেট ২০০১ সাল থেকে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। এক্ষেত্রে ডিনেট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সফলভাবে ব্যবহারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

ডিনেট বর্তমানে ৬টি জেলার ৭টি উপজেলায় নিবিড়ভাবে কাজ করছে। ৭টি উপজেলায় ৭০ জনের অধিক তথ্যকল্যাণী, দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রাম পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর যথাযথ প্রয়োগকে আরো সহায়ক করতে, 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এর আর্থিক সহায়তায় এবং 'তথ্য কমিশন' এর সার্বিক সহযোগিতায় ডিনেট নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেঃ

ক. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বিষয়ে শিখন ভিডিও ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যকল্যাণীরা মাঠপর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বাস্তবায়নে সাতটি উপজেলায় স্থানীয় সহযোগি প্রতিষ্ঠানের সাথে (তথ্যকল্যাণীসহ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে এবং গত জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫, তথ্যকল্যাণীর মাধ্যমে ডিনেট ৮,২২০ জন মানুষের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করেছে।

খ. স্থানীয় পর্যায়ের জনগণকে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য জানার জন্য আবেদন করতে সহযোগিতা করে থাকে তথ্যকল্যাণীরা। গত জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত তথ্যকল্যাণীর মাধ্যমে ডিনেট গাইবান্ধা জেলার সদর ও সাঘাটা, বগুড়ার সারিয়াকান্দি, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া, চট্টগ্রামের আনোয়ারা, যশোরের মনিরামপুর, নেত্রকনার পূর্বধলা উপজেলার মোট ১,০৬৬ জন মানুষকে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে সহযোগিতা করে।

গ. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে প্রতিটি আবেদন, আপিল ও অভিযোগের চিত্র তাৎক্ষণিক পরিবীক্ষণ করা যায় এবং নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও সমন্বয় করা যায় এমন একটি অনলাইন ভিত্তিক ওয়েব সিস্টেম তৈরি করেছে ডিনেট। জনসাধারণ নিজে অথবা সহযোগীর মাধ্যমে, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশন, মিডিয়া ইত্যাদি সহ সবাই এ সিস্টেমটি ব্যবহার করতে পারবেন। এ সিস্টেমটির মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে এবং আবেদনপত্রের তাৎক্ষণিক অবস্থা জানতে পারবে। যার ধারাবাহিকতায় তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

আপীলকর্তৃপক্ষ এবং তথ্যকমিশন সহ সবাই আবেদনকৃত প্রত্যেকটি আবেদনের অবস্থান নিজ নিজ অফিসে বসে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

উক্ত সিস্টেমটির সার্বিক কার্যকারিতা মূল্যায়ণের লক্ষ্যে ডিনেট 'Piloting on Online Base RTI Tracking system' নামের পাইলটিং প্রকল্প সম্পূর্ণ করেছে যা জুন ২০১৫ হতে নভেম্বর ২০১৫ সাল পর্যন্ত মানিকগঞ্জ ও যশোর জেলায় চলমান ছিল। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি এ প্রকল্পটিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে তথ্য কমিশন। এ অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে মানিকগঞ্জের ঘিওর ও যশোরের মনিরামপুর উপজেলায় ১৬০টি আবেদন এবং ৩২টি আপিল করা হয়।

ঘ. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' ব্যবহারের সার্বিক দিক এবং পদ্ধতিসমূহকে আরও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ডিনেট, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর আর্থিক সহায়তা এবং তথ্য কমিশনের সার্বিক সহযোগিতায় একটি মোবাইল ফোন এপ্লিকেশন তৈরি করছে। এই এপ্লিকেশনটির উদ্দেশ্য হল তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়টিকে সাধারণ জনগণের কাছে সহজভাবে তুলে ধরা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাৎক্ষণিক ভাবে আইনি তথ্য পেতে সহায়তা করা। এ মোবাইল ফোন এপ্লিকেশন এর ব্যবহারকারীরা হলো সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে তথ্য অধিকার আইনটির সাথে সম্পৃক্ত উন্নয়ন কর্মী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীলকর্তৃপক্ষ যারা স্মার্ট মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারে। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে এই এপ্লিকেশনটির তৈরির কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

সূত্রঃ 'ডিনেট' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

ঘ. ব্র্যাক

ব্র্যাক জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পরিমণ্ডলে সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কাজ করে আসছে। ব্র্যাক শুরু থেকেই তথ্য অধিকার ফোরামের একজন সদস্য হিসেবে সক্রিয় এবং তথ্য অধিকার আইনের সমর্থক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

ব্র্যাক তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য পদানসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, এনজিও, অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আরো কার্যকর ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করে যা Partnership Strengthening Unit (PSU) নামে পরিচিত। ২০১১ সাল থেকে দেশের ৬৪টি জেলায় এই ইউনিটের অধীন কর্মরত District BRAC Representative (DBR)-গণ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া ব্র্যাক ৪৮৮টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন অনুসারে উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছে। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর নিয়মিত ওরিয়েন্টেশন প্রদান করছেন। এছাড়া প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত কয়েকটি ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ কোর্সে তথ্য কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইনের উপর বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, পার্টনারশিপ স্ট্রেনদেনিং ইউনিটের উর্ধ্বতন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন। ব্র্যাক ২০১৫ সালে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ১১প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে তথ্য সরবরাহ করেছে।

ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি (সিইপি) তৃণমূল জনগণের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা ও এর ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন ও স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে "Creating Awareness on RTI Law for Community Empowerment" (CARE) প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় ময়মনসিংহ, গাজীপুর ও মৌলভীবাজারের ১৬ টি উপজেলায় ৪৫০ জন তথ্যবন্ধু তৈরি করা হয়েছে, যারা স্থানীয় জনগণের, পল্লীসমাজের (স্থানীয় দরিদ্র নারীদের সামাজিক সংগঠন) সদস্যদের ও নিজেদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি অফিসগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে এবং তা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করছে। প্রশিক্ষকণের মাধ্যমে তথ্যবন্ধু তৈরি, কর্মসূচির অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে

তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রমকে যুক্ত করা, গণ নাটক ও কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য।

সূত্রঃ'ব্র্যাক' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

ঙ. টিআইবি

তথ্য কমিশনের আয়োজনে অংশগ্রহণ: ৪ অক্টোবর, আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার সপ্তাহ ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, শিল্পকলা মিলনায়তনে আলোচনা সভা এবং স্টলের কার্যক্রমে টিআইবি অংশগ্রহণ করে। এছাড়া তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে কমিশনের বিশেষ নিউজ লেটারে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন: অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ" শীর্ষক টিআইবি'র নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ২০১৫: বছর জুড়ে বিভিন্ন সময়ে সারাদেশের ইয়েস সদস্যদের জন্য তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, এর প্রয়োগে তথ্যের জন্য সঠিক আবেদনের প্রয়োজনীয়তা এবং তরুণ সমাজের করণীয় সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদেরকে হাতে কলমে আবেদনপত্রপূরণের ধারণা প্রদান করা হয়। যশোর, সিলেট, সাভার সহ ৯ টি সনাক অঞ্চলের সরকারি অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ ও এনজিও সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় ২০১৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর টিআইবি'র আয়োজনে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর স্থানীয় পর্যায়ের ও জাতীয় পর্যায়ের ২২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রদান করা হয়।

৮ অক্টোবর জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়েসগ্রুপের আয়োজনে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৬৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

এছাড়া ২৯ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জে ইনিশিয়েটিভ ফর ট্রান্সপারেন্সি এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইটিডি) এর সাথে যৌথ উদ্যোগে টিআইবি স্থানীয় সাংবাদিকসহ ও ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার সমন্বয়ে মোট ৪০ জন অংশগ্রহণকারীকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রদান করা হয়।

তথ্য মেলা: আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩১ টি সনাক (সচেতন নাগরিক কমিটি) অঞ্চলে জেলা প্রশাসন ও তথ্য কমিশনের সহযোগিতায় দুই থেকে তিন দিন ব্যাপী তথ্য মেলার আয়োজন করা হয়। মেলা সমূহে সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান স্টল স্থাপন করে তাদের সেবা সম্পর্কীত তথ্য জনসাধারণকে অবহিত করে।

ভ্রাম্যমান তথ্য ও পরামর্শ বিতরণ কার্যক্রম: ৪৫ টি সনাক অঞ্চলে ইয়েস সদস্যদের সহযোগীতায় তথ্য অধিকার আইন, আইনের প্রায়োগিক দিক এবং বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা করা হয়। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে মোট ১২ টি এআইডেস্ক পরিচালনার মাধ্যমে ১৩ হাজার মানুষকে তথ্য সরবরাহ করা হয়।

দিবস উপলক্ষে শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ প্রকাশ: টিআইবি ও এর ৪৫টি সনাক (সচেতন নাগরিক কমিটি) এলাকাসমূহে বিতরণের জন্য 'তথ্যই শক্তি: 'জানবো জানাবো, দুর্নীতি রুখবো' শ্লোগান নিয়ে এক ধারনাপত্রসহ ৫০ হাজার 'তথ্যই শক্তি' লিফলেট, তৈরী ও বিতরণ করা হয়েছে। সেইসাথে 'তথ্যই শক্তি: জানবো জানাবো' শ্লোগান নিয়ে ৫শত পোস্টার এবং ৫০ হাজার স্টিকার তৈরি ও বিতরণ করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে ১২ হাজার পোলো শার্ট বিতরণ করা হয়।

গণ নাটক: সনাক এলাকায় তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকার বিষয়কে পাধান্য দিয়ে নাটকের পদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

টিভি ও রেডিওতে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক বিজ্ঞাপন প্রচারনা: টিআইবি'র তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ৪টি টিভি বিজ্ঞাপন ২৬-২৮ সেপ্টেম্বর তিনদিনব্যাপী দুইটি টেলিভিশন (চ্যানেল ২৪ এবং এটিএন বাংলা) চ্যানেলে মোট ১৩৫ বার

প্রচারিত হয়। এছাড়া দেশের পায় ১৫টি কমিউনিটি রেডিওতে টিআইবি'র তথ্য অধিকার বিষয়ক ৩টি আরডিসি ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ পচারিত হয়।

তথ্য অধিকার আইন ফেসবুক পেইজ এর ধারাবাহিক প্রচারণা:

টিআইবি'র অনুপেরণায় গঠিত ইয়েস-১ এর সদস্যবৃন্দ ফেসবুকে তথ্য অধিকার আইন নামে একটি পেইজ (https://www.facebook.com/rtibd) এর মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক নানা তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করছে। বর্তমানে এই পেইজের ফ্যানের সংখ্যা পায় ৫ হাজার জন।

অন্যান্য: তথ্য মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন সনাক এলাকায় তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কিত টিভিসি এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" নিয়ে রচিত কবিগান, বাউলগান, পটগান, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, গণ শুনানী, বিলবোর্ড স্থাপন, রচনা প্রতিযোগিতা, তথ্য বোর্ড স্থাপন, পাঠচক্র ইত্যাদি আয়োজন ও পরিবেশন করা হয়।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঢাকায় দুদকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৪ অক্টোবর ২০১৫ তথ্য কমিশনের আয়োজনে টিআইবি'র স্টল পরিদর্শন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত তথ্যমেলায় সনাক, গাজীপুরের স্টল পরিদর্শন করছেন গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক

সূত্র ঃ 'টিআইবি' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

চ. নিজেরা করি

কার্যক্রমের বিবরণ

নিজেরা করি ১৯৮০ সাল থেকে গ্রামীণ দরিদ্র নারী ও পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। অধিকার সংক্রান্ত তথ্য গুলো জানা বিশ্লেষণ করা এবং তথ্য প্রয়োগের নিমিত্তে তথ্য অধিকার আইন একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়

হিসেবে এ আইন সর্বত্র ব্যবহার করে কাজ পরিচালনা করছে। ২০১৫ কর্মবছরে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম নিম্নে বিশ্লেষিত হলো।

১. **তথ্য প্রতিনিধি:**
নিজেরা করি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ২জনসহ কর্মরত উপজেলায় ১ জন করে মোট ২৯ জন (না: ১১, পু: ১৮) এবং জেলা পর্যায়ে মোট ১৫ জন (না: ৫ জন, পু: ১০ জন) সর্বমোট ৪৪ জন (না: ১৬, পু: ২৮) দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট রয়েছে। তথ্য প্রতিনিধিপ্রতিমাসে আবেদন, তথ্য প্রাপ্তি, তথ্য প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম ফলোআপ করে থাকে।

২. **কর্মপরিধি:**
নিজেরা করি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের ৩১টি উপকেন্দ্র, ১৪টি জেলা, ৩১টি উপজেলা, ১৪৭টি ইউনিয়নের মোট ১১৬৮টি গামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৩. **বাস্তবায়িত কর্মসূচি:**
সমিতি পর্যায়ে:
২০১৫ সালে নিজেরা করি মাঠ পর্যায়ে সংগঠিত সদস্যদের নিয়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ২টি কর্মশালা ১ টি প্রশিক্ষণ করেছে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা নারী- ২৫ জন, পুরুষ-২৫জন মোট ৫০ জন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা নারী- ১৩জন, পুরুষ- ৯জন মোট ২২ জন ।

উল্লেখিত আরটিআই প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ছাড়াও বাস্তবায়িত অন্যান্য প্রশিক্ষণ-কর্মশালা সমিতির সম্মেলন, কমিটি সভা, বিশেষ দিবস পালন, প্রতিনিধি সভা, সমিতির সভায় আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে- নাটক, গান, পদযাত্রা ইত্যাদি কর্মসূচীতে আরটিআই যুক্ত করে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে আলোচনার প্রেক্ষিতে সমিতির সদস্যদের চেতনা বেড়েছে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য প্রাপ্ত হয়ে তথ্য প্রয়োগ করার মাধ্যমে অনিয়ম চিহ্নিত এবং প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে সেই সঙ্গে অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

কর্মী পর্যায়ে:
২০১৫ সালে নিজেরা করি কর্মী পর্যায়ে মাসিক কর্মী সভা ১৪টি এবং উপকেন্দ্রের সাপ্তাহিক সভা ৩১ টিতে তথ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান করে। এ সভা সমূহে মোট অংশগ্রহণকারী কর্মী ১৬৫ জন (নারী ৬৮, পুরুষ ৯৭)। আলোচনার ফলে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে নিজেরা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং মাঠের কাজে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করা সহজতর হয়েছে।

৪. **তথ্য অধিকার দিবস পালন:** নিজেরা করি, ভুমিহীন সংগঠন এবং শুভাকাঙ্খী সম্মিলিতভাবে ৩১টি উপজেলার ৩০টি উপকেন্দ্রে তথ্য অধিকার দিবস পালন করেছে। কর্মসূচী হিসেবে ছিলো র‍্যালী, আলোচনা, সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ দিবস পালনের মধ্য দিয়ে অসংগঠিত মানুষের মধ্যে চেতনা জাগত হয় এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিতে সকলের অংশগ্রহণপ্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করে এ কর্মসূচীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।

৫. **সাংস্কৃতিক কার্যক্রম:**গ্রামের হাট-বাজার, জন সমাগম স্থান ও বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত স্থানে ভূমিহীন সাংস্কৃতিক দল তথ্য অধিকার আইন, আইনের ব্যবহার পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক কর্মসূচি করেছে এর মধ্যে অন্যতম ছিল নাটক ৭০টি, গণসঙ্গীতের আসর ৫০টি, পদযাত্রা ৭টি। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতন করনে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। পদযাত্রা অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন শুভাকাঙ্খী ও অসংগঠিত মানুষ অংশগ্রহণ করেছে।

৬. **তথ্য কমিশনের সহায়তা ও ভূমিকা:** তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণসহ জনগণের সার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়ে সে গুলোকে মাঠ পর্যায়ে অনুস্বরণ করা হয়েছে। তথ্য কমিশন ও ডি-নেট এর যৌথ উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত আরটিআই সংক্রান্ত ডকুমেন্টারী ফিল্ম অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সমূহে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। এতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগন উৎসাহিত হয়েছে এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে উৎসাহিত হয়েছে।

৭. **ফলাফল:**

- তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে ভূমিহীন সংগঠন সঠিক তথ্য জানতে পেরেছে।
- বিভিন্ন দপ্তরের তথ্য কর্মকর্তা অসহযোগীতা করলেও তথ্য আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

- তথ্য প্রয়োগে অনিয়ম চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধ করতে পেরেছে।
- তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে দরিদ্রদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হয়েছে।
- নারী অধিকার বিষয় ও নারী আবেদন করার মাধ্যমে নারী নেতৃত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন নারীর মবিলিটি বেড়েছে, নারী সাহসী ভূমিকা পালন করছে এবং নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি পাচ্ছে।

৮. **২০১৫ সালে নিজেরা করি'র সংগঠিত সদস্যরা তথ্য অধিকার বিষয়ে মোট আবেদন, আপীল এবং অভিযোগ যা করেছে তার সংখ্যা নিম্নরূপ:**

২০১৫ কর্মবছরে ভূমিহীন সমিতি তথ্য প্রাপ্তির জন্য ভূমিহীন সমিতির মোট আবেদনের সংখ্যা ৮৪টি। আবেদনকারীর সংখ্যা না: ৪৪ জন, পুরুষ ৪০ জন মোট ৮৪ জন।

- তথ্য পেয়েছে ৭১ টি।
- তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ৩টি।
- তথ্য না পেয়ে আপিল করতে হয়েছে ১০টি।
- আপীলের পর তথ্য পেয়েছে ২টি।
- আপিলে তথ্য না পেয়ে অভিযোগ করতে হয়েছে ৭টি, শুনানী হয় ২টি। তথ্য পেয়েছে ১ টি, প্রক্রিয়াধীন ১ টি, অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন ৫টি।

মন্তব্য: তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পর সঠিক সময়ে তথ্য না পাওয়ায় আপীল/অভিযোগ করতে হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোগের পর তথ্য পাওয়া গেলে ও সম্পূর্ণ তথ্য না পাওয়ায় পুনরায় অভিযোগ করার প্রয়োজন হয়েছে। যার ফলে অর্থ, সময় এর ক্ষতিসহ দরিদ্র শ্রমজীবি নারী পুরুষকে হয়রানীর স্বীকার হতে হয়েছে। তবে অভিযোগ শুনানীর ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের ভূমিকা সহায়ক থাকায় গ্রামীণ দরিদ্র নারী-পুরুষের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজ হয়েছে।

সূত্র: নিজেরা করি কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত

ছ. ডেমোক্রেসি ওয়াচ:

ডেমোক্রেসি ওয়াচ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

- ❖ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন পর্যায় গঠিত ১২ টি সিটিজেন গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে ৪৮টি ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করা হয়।
- ❖ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য ওয়ার্ড পর্যায় গঠিত ১০৮ টি কমিউনিটি গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে ৪৩২টি ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করা হয়।
- ❖ প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য ২৭ জন সদস্য নিয়ে ১২ টি সিটিজেন গ্রুপের দল গঠন করা হয়। যেখানে ইউনিয়নের সুশীল সমাজের সদস্যসহ সকল ধরনের নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। ৩২৪ জনকে ১ দিনের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর উপর ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, নির্বাচিত সদস্য পুরুষ, নির্বাচিত সদস্য নারী, সচিব ও তথ্য সেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড পর্যায়ে তথ্যই শক্তি নামক ডকু-ড্রামা প্রর্দশন করা হয়। যেখানে ইউনিয়নের সাধারণ জনগণ কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করবে, কোথায় গেলে তথ্য পাবে, সহজে তথ্য পাওয়ার সুবিধা ইত্যাদি বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়।
- ❖ ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে নীলফামারী সদর উপজেলা ও টাঙ্গাইল সদর উপজেলা র‍্যালি আলোচনা সভা ও মেলার আয়োজন করা হয়।
- ❖ ইউনিয়ন পরিষদের তথ্যের অবমুক্ত করার জন্য নীলফামারী ও দিনাজপুর সদর উপজেলার মোট ১২টি ইউনিয়নে সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করা হয়। যেখানে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম প্রকাশ করা হয় যাতে করে তথ্য গ্রহণকারীরা সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

- ইউনিয়ন পরিষদেও ওয়েবপোর্টালকে জনগণের সামনে উপস্থাপন করার জন্য এ ওয়েবপোর্টালে তথ্য আপলোড করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একটি ওয়েবসাইট রয়েছে। যেখানে সকল কার্যক্রমের তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণপ্রদান করা হয়। ২টি প্রশিক্ষণে ২৪ জন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণগ্রহণ করেন।
- পিএআইএলজি প্রকল্পের কর্মীদের দুই দিনের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা ডি-নেট এর ইনফো লেডি পোগ্রাম প্রদর্শন করা হয় এবং যশোর ডিজিটাল ডিসি অফিস এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রকল্প কর্মকর্তার সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়।
- ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের তথ্য চাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য কর্মএলাকায় সিটিজেন গ্রুপের সদস্যদের মাধ্যমে তথ্যের জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা করা হয়। যাতে করে জনগণ তাদের প্রয়োজনের সময় তথ্য চাইতে পারে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য ওয়ার্ড পর্যায় গঠিত কমিউনিটি গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে ত্রৈমাসিক সভা

ডেমক্রেসিওয়াচের পিএআইএলজি প্রকল্পের কর্মীদের দুইদিনের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ

কেস স্টাডি

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প থেকে লোন পেলো জুয়েল এর মা

ডেমক্রেসিওয়াচে সহকারি প্রোগ্রামঅফিসার হিসেবে কর্মরত নাজনীন সুলতানা নীলফামারী সদর উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন পরিষদ এ তথ্য অধিকার ২০০৯ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। গত ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ ইং তারিখে চাপড়া সরোমজামী ইউনিয়ন পরিষদে গেলে মোঃ জুয়েল ইসলাম, পিতাঃ শফি উদ্দিন, মাতাঃ জয়গুনাহার, নতিফ চাপড়া, বাবড়ীঝার এলাকার বাসিন্দ জানায় একটি বাড়ী একটি খামাড়ের লোন কিভাবে নিতে হয় তা সে জানেনা। কিন্তু তার এ সম্পর্কিত তথ্য জানা খুব দরকার কারন তার মা একটি বাড়ী একটি খামাড়ের প্রকল্প থেকে লোন নিবে। কিন্তু পরিষদে কেউ এ বিষয়ে কিছু বলছে না। তাই সে আমার সহযোগিতা চায়। তারপর আমি তাকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করি ও এ আইনকে ব্যবহার করে কিভাবে তথ্য পাওয়া যায় সে সম্পর্কে ধারণা দেইএবং তাকে তথ্য পাওয়ার জন্য একটা আবেদন ফরম পূরন করে ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের কাছে জমা দেই যিনি ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। এরপর আমরা ২০ কর্মদিবস অপেক্ষা করি। কিন্তু পরিষদ থেকে কোনরকম সাড়া পাওয়া যায়নি, যে কারণে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবর আপীল করি, আপীলের পর চেয়ারম্যান মহাদয় যখন জানতে পায় তখন তিনি তথ্য দিতে নির্দেশ দেন এবং মোঃ জুয়েল তথ্য পেয়ে তার মাকে লোন পেতে সহযোগিতা করেন। তার মা লোন পেয়েও যান।

সেবা প্রদানকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদনের সংখ্যাঃ

ডেমক্রেসিওয়াচ নীলফামারী ও টাঙ্গাইল সদর ইউনিয়নের ১২ ইউনিয়নে **মোট ৪৬০টি** তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ১২ টি ইউনিয়ন পরিষদে সামাজিক বেষ্টনী প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে তথ্যের জন্য আবেদন করেছে। ভূমি, সমাজসেবা অধিদপ্তর, শিক্ষা অফিস, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অফিস এ বিভিন্ন তথ্যের জন্য আবেদন করেছে।

সূত্র ঃ 'ডেমোক্রেসিওয়াচ' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

জ. দিশা

Development Initiative for Social Advancement (DISA)

E/11 Pallabi Extension, Mirpur- 11 ½, Dhaka-1216

DISA on **"RTI Act. 2009" Implementation in Cooperation with IC Bangladesh**

Right To Information Act-2009" has been in force from July 2009 in Bangladesh and Information Commission has also been established accordingly with a view to ensuring accountability & transparency as well as to reduce corruption both in Public and Private sector. Under this Act, the public has got the right to know any information from the public, autonomous and statutory organizations and other private organizations constituted or run by the government or foreign financing including NGOs & MFIs regarding the service they provide or activities they are carrying out (except few (Eight) Govt. agencies cited in the RTI Act.). As per the RTI Act-2009, every government and non-government organizations, institutions should have a Designated Officer (DO); for providing such information. **Right To Information- RTI Act. 2009 is strongly relevant to Client Protection of Microfinance program.**

On the above contexts, considering involvement of community people, area coverage, monetary transactions, responsibility, accountability, transparency and growth of the microcredit sector, we can realize the importance of awareness and application of RTI Act. through NGOs/ MFIs. So that taking forward RTI Act.-2009 through NGO/MFIs ultimately will be promoting awareness raising, reducing corruption and extremely helping in the establishment of protection mechanisms for the huge number of group members/ clients in all over the country.

In this connection DISA has been working since 2014 on "Right To Information- RTI Act-2009" in cooperation and partnership with Information Commission Bangladesh. In 2015, DISA has attended in meeting and other events organized by Information Commission Bangladesh and other organizations for taking forward RTI Act-2009 in all over the country. DISA Also contributed a lot in the management and organizing Right To Information -RTI Week 2015 (28 Sept. to 4th October 2015) as one of the partner organizations of Information Commission Bangladesh.

From Right: Meeting Chairperson Md. Shahid Ullah, Chief Executive of DISA, Chief Guest Professor Dr. Khurshida Begum Sayeed, Information Commissioner of Information Commission Bangladesh, Guests Mr. Jesse Smith, Business

Business Development Advisor, DLDP, DISA & Ms. Salima Naznin Bithi, Advisor of Alghar, DISA at the discussion meeting on RTI Act-2009 at DISA Academy, Dhaka, Bangladesh.

DISA actively participated in Observing **"Right To Information Week-2015"** jointly with the Information Commission Bangladesh and other likeminded organizations/NGOs.

As part of the RTI Week, DISA organized a discussion meeting on the RTI Act.-2009 with a view to sensitize community people and the other relevant organizations. There are 60 participants from different sectors including community leaders, NGOs, GO, MFIs and students of College & University have attended in the event. **Professor Dr. Khurshida Begum Sayeed, Information Commissioner** of Information Commission Bangladesh has kindly graced the Meeting as the Chief Guest while **Mr. Jesse Smith, Business Development Advisor,** DLDP,DISA & Ms. Salima Naznin Bithi Advisor of Aloghar, DISA were present as Special Guests &**Md. Shahid Ullah, Chief Executive, DISA**Chaired the event. The main paper on RTI. Act-2009 has been presented at the event by Mr. Md. Abul Khaer, Sr. Manager of Training &Communication, DISA.

DISA also published Posters and stickers for Information Commission Bangladesh on the occasion of RTI Week 2015 which have been distributed in all over the country through all 64 Districts of Bangladesh.

Finally DISA has attended actively at the Right To Information-RTI Rally and discussion on the 4th October 2015 as one of the partners organization of Information Commission Bangladesh meeting what has been inaugurated by the Honorable Minister of Ministry of Information.

সূত্র ঃ 'দিশা' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

ঋ. রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ

বিভিন্ন কার্যক্রম

Research Initiatives Bangladesh (RIB) is an organization pioneering in effective promotion of RTI law in Bangladesh. RIB has been working relentlessly in promoting RTI and so far has made a significant, noticeable success in creating awareness and taking out RTI to the people at large. The various activites of RIB are as:

Sl.	Name of Activities	Description	Pictures under activities
01	**Participation in RTI Week celebration organized by Information Commission.**	To observe International RTI Day on 28th September, Information Commission organized RTI Week with participations of NGOs in which RIB participated in Rally, discussion and RTI Fair.	

02	**Meeting with Government officials at Cabinet Division, Information Commission and District Administration**	Recently RIB undertook a research project by which RIB is trying to develop a mechanism for effective implementation of RTI Act 2009 through District Advisory Committee as well as friendly relationship is developed between demand and supply side. For the activities purpose under this research project RIB held several meetings with Government officials at Cabinet Division, District Administration at Gazipur & Nilphamari District. In the process RIB has received enormous support from Cabinet Division and Information Commission of Bangladesh.	
03	**RTI & PAR Training, Community meeting for human rights awareness**	RIB has organized RTI, PAR training and community human rights awareness program in the year 2015 under its various projects. In such trainings and awareness program total number of 19683 participants was present.	

Statement of RTI application 2015.

Population	Application	Appeal	Complaint	Remarks
Applicants mainly include people belonging to disadvantageous group, ultra poor	**2100**	**47**	**21**	**Answer received=1658 Complaint hearing= 16**

and other community people, students, society members etc				

সূত্রঃ RIB কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

ঞ) আশা

আশা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী আশা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন স্তরে (কেন্দ্র, জেলা ও উপজেলা) তথ্য কর্মকর্তা (RTI) ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করেছে। আশার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একজন, জেলা পর্যায়ে ৬৪টি জন এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ২,৯৩২ জন তথ্য কর্মকর্তা (RTI) নিয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একজন এ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর, ৬৪ জন ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার জেলা পর্যায়ে এবং ২,৯৩২ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। আশার প্রেসিডেন্টকে কেন্দ্রীয় আপীলকর্তৃপক্ষ, জোনাল ম্যানেজারগণকে জেলা আপীল কর্তৃপক্ষ এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারগণকে উপজেলা আপীলকর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ দান করা হয়েছে।

উল্লিখিত তথ্য কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগের মধ্য দিয়ে সর্বসাধারণের সঙ্গে আশার প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ আরও নিবিড় ও ঘনিষ্ট হবে, যা আমাদের প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বলবৎকল্পে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন নির্দেশনা সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিপালনের অঙ্গিকার আশা পুনঃব্যক্ত করছে।

সূত্র ঃ 'আশা' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

ট) সুজন

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

বিশ্ববিস্তৃত ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূর করতে একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা হিসেবে ১৯৭৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের যাত্রা শুরু হয়। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার অনেক দেশেই এর কার্যক্রম বিস্তৃত। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন প্রাপ্তির মাধ্যমে কাজ শুরু করে।

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিকদেশের প্রতিটি নাগরিককে সচেতন করার মধ্য দিয়ে তাদের দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে শ্রম দিয়ে চলছে। কারণ জনগণই এ দেশের সকল সম্পদ ও তথ্যের মালিক। নাগরিক হিসেবে তার রয়েছে সেবা পাওয়ার অধিকার।তবে এজন্য প্রতিটি নাগরিকের যা জানা প্রয়োজন- তাদের জন্য কী কী সেবা আছে? কীভাবে পাওয়া যাবে? কার কাছে পাওয়া যাবে? কোন প্রক্রিয়ায় পাওয়া যাবে?

কারণ এইসব তথ্য জানা না থাকলে জনগণ সেবা দাবী করতে পারবেনা। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রের মালিক হিসেবে জনগণকে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে তাদের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক। কারণ তথ্য পাওয়ার মাধ্যমেই মালিকের 'সত্য' জানার অধিকার পতিষ্ঠিত হয়। আর মালিকের কাছে, সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া, তথ্য তথা সত্য গোপনের অধিকার কারোরই নেই।

আর তথ্য গোপন হলে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাবে। জনগণ যতদিন দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন না করবে ততদিন পর্যন্ত সরকার তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার সুযোগ পাবে। ফলে বিভিন্ন সেবা পদানকারী প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি কমাতে তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জণগণের অংশগ্রহণ হলো সুশাসনের প্রধান তিনটি স্তম্ভ। তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে জনগণের সচেতন হয়ে ওঠার উপর নির্ভর করে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। অর্থাৎ তথ্যের সাথে সুশাসনের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আর এই তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে তৃণমূলের জনগণের পাশাপাশি প্রত্যেক শ্রেণী পেশার মানুষের সমন্বয়ে কাজ করে চলেছে **সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক**। ২০১৫ সালে সুজন ও হাঙ্গার প্রজেক্টের আয়োজনে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ২০১৫ :

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করানোর পাশাপাশি এই আইন প্রয়োগের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত মে মাসে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কর্মীদের জন্য দু'দিনব্যাপী তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছিলো। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন আর টি আই একটিভিস্ট ভেঙ্কটেশ নায়েক। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ কর্মএলাকায় ফিরে গিয়ে স্থানীয় উজ্জীবকদের নিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের আয়োজনে প্যানেল আলোচনা :

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের আয়োজনে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্যানেল আলোচনা আয়োজন করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন ড. বদিউল আলম মজুমদার(দি হাঙ্গার প্রজেক্ট), জনাব খুশি কবীর (নিজেরা করি), জনাব জাকির হোসেন (নাগরিক উদ্যোগ),জনাব তাহমিনা রহমান (আর্টিকেল নাইনটিন), জনাব ওয়াহিদা বানু (অপরাজেয় বাংলাদেশ), রিচার্ড বুথার ওয়ার্থ সহ (ডিএফআইডি) আরো অনেকে। তাদের আলোচনায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে।তারা মনে করেন তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর প্রয়োগের ফলে তথ্য দাতা ও তথ্য গ্রহীতার মাঝে একটি নিবিড় যোগাযোগের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে দুর্নীতি কমে আসবে, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে, রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটবে। সর্বোপরি গোপনীয়তার সংস্কৃতির পরিবর্তে একটি উদার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নির্মাণে তথ্য অধিকার আইন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ক্ষমতানীতির দুষ্টচক্র থেকে মুক্তির জন্য চাই জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থা। জবাবদিহিতার জন্য চাই অবাধ উন্মুক্ততা; রাখঢাকহীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা অর্থাৎ গোপনীয়তার বাতাবরণমুক্ত শাসনকাঠামো। গোপনীয়তার সংস্কৃতির বাতাবরণ ভাঙ্গার উদ্যোগ সমাজের সচেতন নাগরিক সমাজকেই নিতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা তা করতে পারি। 'তথ্য পাওয়া গণতান্ত্রিক অধিকারের অংশ' এ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে সকলসচেতন নাগরিক সমাজ এর মধ্যে একতা গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্বারোপ করে প্যানেল আলোচনা শেষ হয়।

ইয়ুথ লীডারদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে দিনব্যপী কর্মশালা :

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের স্বেচ্ছাব্রতী ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে ২৩ জুন ২০১৫ ইং তারিখে ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ ৩০ জন বলিষ্ঠ

ইয়ুথ লিডারের অংশগহনে আয়োজন করেছিলো দিনব্যপী Right to Information (RTI) কর্মশালা।কর্মশালাটি পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ প্রশিক্ষণইউনিটের প্রধান ও প্রোগ্রামম্যানেজার জমিরুল ইসলাম এবং মাহমুদ হাসান রাসেল, প্রোগ্রামঅফিসার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার জনাব নেপালচন্দ্র সরকার, তিনি স্বেচ্ছাব্রতীদের সাথে অংশগথণমূলক আলোচনা করেন। তার বক্তব্যে তিনি বলেন সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, **জনগণই হবে প্রজাতন্ত্রের মালিক**। এই অনুচ্ছেদের আলোকে তথ্যের মালিক জনগণ। এছাড়া অংশগহনকারীদের উদ্দেশ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস পেসিডেন্ট ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন তথ্য অধিকার আইন জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে সহায়ক শক্তি।

ইয়ুথদের জাতীয় সম্মেলন এ তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক আলোচনা :

আমাদের আগামী, আমাদের পথ, তারুণ্যের কণ্ঠে দৃপ্ত শপথ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে জাতীয় ইয়ুথ সম্মেলন-২০১৫ আয়োজিত হয়েছিলো সাভারের গণস্বাস্থ কেন্দ্রে। দেশের বিভিন্ন ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক হাজার মেধাবী ও স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠক (ছাত্র-ছাত্রী) অংশগ্রহণ করেছিলো। তাদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ তথ্য কমিশন এর সম্মানিত তথ্য কমিশনার জনাব খুরশীদা বেগম সাঈদ বলেন গণতন্ত্র যেমন প্রতিটি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার তেমনি তথ্য জানার ও বাস্তবায়নের অধিকার প্রতিটি নাগরিকের। তিনি এও বলেন দাপ্তরিক বিভিন্ন সিদ্ধান্তসহ সকল তথ্য একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে আমাদের জানার অধিকার যেমন রয়েছে ঠিক তেমনি জানা উচিত। তথ্য কমিশনারের সাথে একমত পোষণ করে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন আমাদের এ সার্বজনীন তথ্য অধিকারকে অন্দোলনে রুপপ্রদান করতে হবে এবং তৈরি করতে হবে গণজাগরণ।

স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়সভা :

বাংলাদেশের বিভিন্ন ইউনিয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে তথ্য অধিকার আইন এবং এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিষয়ে মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তথ্য অধিকার আইনের সম্ভাবনা এবং এর বাস্তবায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও করণীয় বিষয়টি প্রাধান্য পায়।

তথ্য কমিশনের বিভিন্ন আয়োজনে অংশগ্রহণ :

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও সুজনের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৫ তে তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও শিল্পকলা একাডেমির আলোচনা সভায়অংশগ্রহণ এবং স্টলে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রদর্শন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার সপ্তাহে আয়োজিত আলোচনা সভা :তথ্য অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট মিলনায়তনে **তথ্য দেবো তথ্য নেবো, দেশ গড়ায় অংশ নেবো** - এ শ্লোগানকে সামনে রেখে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিলো। উক্ত আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনের সচিব জনাব সদরউদ্দিন আহমেদ, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টের ও সুজন এর সম্পাদকড.বদিউল আলম মজুমদার, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি মেহেরীন মাহবুব, রিইব থেকে রুহী নাজ, নাগরিক উদ্যোগের প্রতিনিধি মাহবুব আক্তারসহ আরও অনেকে। আলোচনায় প্রত্যেকেই দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কর্মকৌশলকে সময়োপযোগী বলে মতামত দেন। কারণ সুজন এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে প্রথমে তৃণমূলের নাগরিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির গুরুত্ব অনুধাবন করানো হয়। এরপর তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আবেদনের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ করেন।

তথ্য জানার অধিকার দিবস পালন :

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এবং সুজন এর সদস্যদের সমন্বিত উদ্যোগে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য জানার অধিকার দিবস পালন করা হয়। কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো র‍্যালী, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এইসকল আয়োজনের মধ্য দিয়ে উজ্জীবক, গণগবেষক, নারীনেত্রী, ইয়ুথলিডারসহ স্থানীয় জনগণের মধ্যে এই আইন সম্পর্কে জানার এবং চর্চার আগ্রহ তৈরি হয়।

২০১৫ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও সুজন এর স্বেচ্ছাব্রতী কর্তৃক তথ্য অধিকার বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদন এবং আপীল এর সংখ্যা :

আবেদন করেছেন- ৩৩৫ জন

আপীল করেছেন- ৩৮ জন

তথ্য প্রাপ্তির জন্য স্বেচ্ছাব্রতীগণ যে সকল বিষয়ে কর্মবছরে আবেদন করেছে তা হলো :

- রাজনৈতিক দলসমুহের আয়- ব্যয়ের হিসাব
- কৃষি
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী
- স্বাস্থ্য
- খাসজমি-জলা
- শিক্ষা
- স্থানীয় উন্নয়ন

সূত্র ঃ 'সুজন' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

Training on RTI Act 2009 to Government Officials at Ministry of Defence

Dhaka; November 2015

Partner: Information Commission

Number of participants: 110

The government officials at the ministry were oriented on Right to Information (RTI) Act's efforts to enhance the service delivery of RTI by the ministry-level public officials. This shall strengthen the cap acity of government officials at Bangladesh Ministry of Defense to use legal sanctions to oversee the implementation of Right to Information (RTI) Act 2009.

Public Awareness on RTI Act 2009 at NSU

Dhaka; November 2015

Partner: Information Commission

Number of participants: 100

An orientation and training session on Right to Information (RTI) Act for students and faculty members of North South University. The Chief Information Commissioner, Mohammad Farooq and the Information Commissioner Dr. Kurshida B. Sayeed urged the audience to learn more about RTI and how they could use it in their personal and professional matters. FNF Country Representative Dr. Najmul Hossain said "The Act can be a catalytic instrument in promoting good governance and accountability in Bangladesh."

Workshop on "Right to Information Act 2009" training for Journalists at Gazipur

Gazipur; November 2015

Partner: Information Commission

Number of participants: 100

"Journalists can make a real impact on citizen empowerment in Bangladesh" says the Information Commissioner Mr. Nepal Chandra Sarker at a training workshop jointly held by Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF), Bangladesh and Information Commission of Bangladesh. The workshop addressed the journalists at Gazipur to apply Right to Information (RTI) Act and develop the quality as well as the authenticity of media reporting. "Enhancing the media's ability to gather information will raise informed citizenry to establish good governance in the country" added Mr. Md. Zahid Ahsan Russel, Member of Parliament (MP).

Training of Trainers (ToT) from Different Ministries on Right to Information Act 2009

Dhaka; March-June 2015

Partner: Information Commission

Number of participants: 24 in each of 5 workshops

To empower the citizens to fully understand Right to Information (RTI) Act of 2009, the Information Commission of Bangladesh has launched a new initiative to educate senior officers from various ministries as RTI trainers. The aim is to organize a series of Training of Trainers or ToT workshops to enhance the active involvement of public officers in implementing the RTI Act across the country. The Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) has supported five rounds of this training programme.

Video Production on A Liberal Approach to Climate Change

A short video documentary on climate change issues produced by Information Commission, Bangladesh in support of FNF Bangladesh. The documentary highlights a few major incidences of climate change's impact on Bangladesh's freshwater and riverine systems. It intends to illustrate public awareness on Right to Information (RTI) law as a liberal measure to induce government measures to conserve Bangladesh's valuable riverine systems and freshwater resources. The documentary aimed to create a platform to synergize efforts from citizens to push for policy reforms towards environment protection.

সূত্র ঃ 'এফএনএফ' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

অধ্যায় - ৩

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

অধ্যায় - ৩
তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত বছরের ন্যায় তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০(২) উপধারায় উল্লিখিত তথ্যাদি সম্বলিত সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য দেশের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, জেলা প্রশাসন এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সকল মন্ত্রণালয়, সকল জেলা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বিত করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলোঃ

৩.১ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জারিকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০১০ এর নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে তথ্য জানার জন্য আবেদন করার বিধান রয়েছে। আবেদনে উল্লেখিত যাচিত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২(চ) অনুযায়ী নোটশীট, ধারা ৭ (যে সকল তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক নয়),ধারা ৩২ এর অন্তর্ভুক্ত না হলে ধারা ৯ এর বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে তার যাচিত তথ্য প্রদান করতে হবে। তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফরম/ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০১৫ তারিখ হতে ৩১/১২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ৬,১৮১টি। তন্মধ্যে সরকারি কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৫,৯৫৪টি (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর পর্যায়ে ১,৬০৭টি ও জেলা পর্যায়ে ৪,৩৪৭টি), এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদন পত্রের সংখ্যা ২২৭টি। সরকারি দপ্তরে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ৯৬.৩৩% এবং বেসরকারি দপ্তরে দাখিলকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের হার ৩.৬৭%। উল্লেখ্য, ২০১৫ সনে প্রণিত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা অনুসরণ করে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তরসমূহ জনগণের কাছে তাদের প্রচুর পরিমাণ তথ্য স্ব-উদ্যোগে অবমুক্ত করায় কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়।

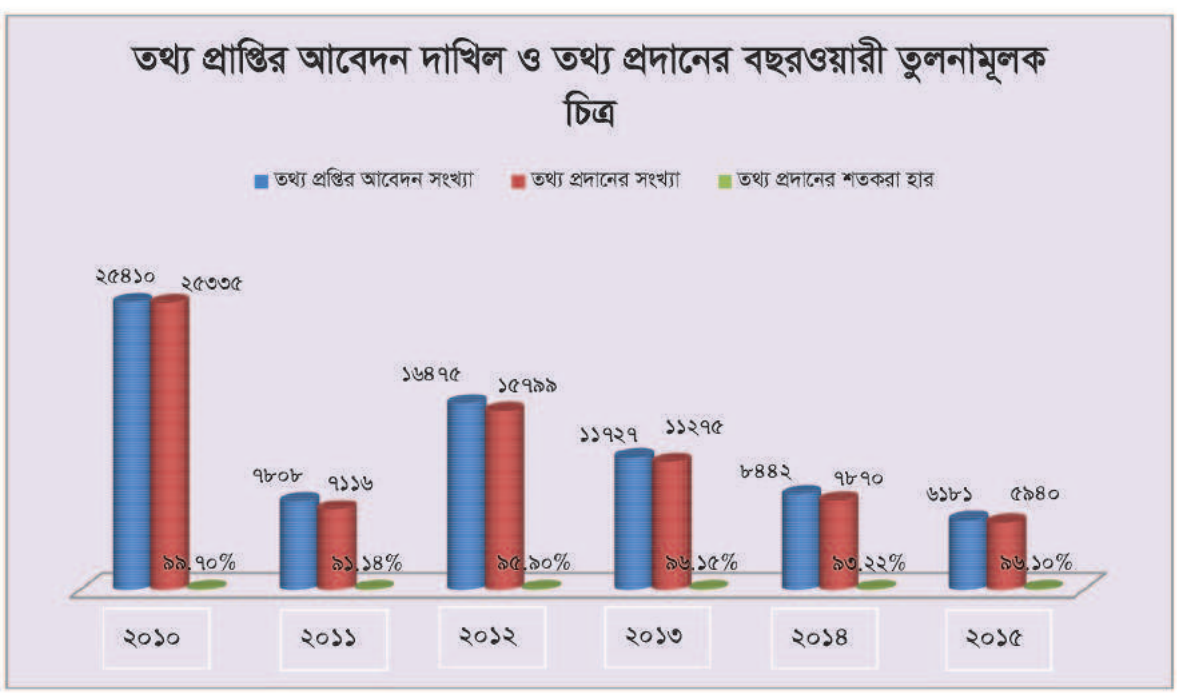

৩.২ সরবরাহকৃত ও না দেয়া তথ্যের সংখ্যা

২০১৫ সনে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৬,১৮১টি। তন্মধ্যে ৫,৯৪০টি (৯৬.১০%) আবেদনের যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা

১৯২টি এবং ৪৯টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াধীন ছিল। প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান না করার বিষয়ে নিম্নরূপ কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:

১) তদন্তাধীন বিষয়ে তথ্য প্রকাশে তদন্ত কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে বিধায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭(ঠ) অনুযায়ী তথ্য প্রদান করা হয়নি।

২) যাচিত তথ্যের বিষয়ে আদালতে রিট মামলা চলমান থাকায় তথ্য অধিকার আইন এর ৭ (ট) ধারায় বিধান এবং বিসিএস পরীক্ষার্থীদের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত তথ্য কমিশনের একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৯৩৮০/২০১৪ নং রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। রিট পিটিশনে মহামান্য হাইকোর্টে তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে রিট মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে। ৯৩৮০/২০১৪ নং রিট মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আবেদনকারীর যাচিত তথ্য প্রদান সম্ভব নয় মর্মে সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত তথ্য কমিশনকে জানানো হয়েছে।

৩) তথ্য সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য মূল্য পরিশোধ না করা।

৪) সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে চাহিত তথ্য না পাওয়া।

৫) দুদকে ও বিভাগীয় মামলা চলমান থাকায় তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।

৬) আবেদন যথাযথ না হওয়া এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন না করা।

৭) যাচিত তথ্য কার্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না হওয়া।

৮) সরকারি স্বত্ব ও স্বার্থ রক্ষার্থে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

৯) তথ্য চাওয়ার প্রক্রিয়া ভুল থাকা।

১০) পর্যাপ্ত তথ্য না থাকা।

১১) আবেদনকারীর আবেদনে উল্লিখিত যাচিত প্রশ্নে বর্ণিত মৌজার সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে বিধায় এ বিষয়ে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এ যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয় এবং অপর প্রশ্নে বর্ণিত আর.এস দাগ সমূহ ব্যক্তি মালিকাধীন সম্পত্তি হওয়ায় সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক শুধুমাত্র সরকারি সম্পত্তি সীমানা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে বিধায় আবেদনকারীকে বেসরকারি সার্ভেয়ার/ আমীন দ্বারা সীমানা নির্ধারণ করে নেওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১২) অনুরোধকৃত তথ্য দপ্তরে সংরক্ষিত না থাকায় তথ্য প্রদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩) আবেদনকারী কর্তৃক চাহিত তথ্য আইনগত মতামত প্রদানের শামিল মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় এবং এ ধরণের মতামত প্রদান মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের জন বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয় বিধায় প্রদান করা হয়নি।

১৪) অর্থ বিভাগ সম্পর্কিত না হওয়ায় এবং গোপনীয় হওয়ার কারণে তথ্য প্রদান করা হয়নি।

১৫) সংস্থার পক্ষে আবেদন করায় অথবা ব্যক্তিগত ঋণ হিসাবের তথ্য চাওয়ায় এবং প্রদানযোগ্য আংশিক তথ্য প্রদান করায় অনুরোধকৃত সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা যায়নি।

১৬) আবেদনকারীর আবেদন সুনির্দিষ্ট না থাকায় এবং ব্যাংকের গোপনীয়তা রক্ষার্থে তথ্য প্রদান করা হয়নি।

১৭) তথ্য সরবরাহের বিষয়ে "ব্যাংকারস বুকস এভিডেন্স এ্যাক্ট ১৮৯১ এর ৫ ও ৬(১) ধারা এবং কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (CrPC, ১৮৯৮ এর ৯৪(১) ধারা অনুযায়ী আদালতের সুনির্দিষ্ট আদেশ ব্যতিত আমানতকারীর/ সহকারীর হিসাব সংক্রান্ত তথ্য অন্য কোন পক্ষকে প্রদানের সুযোগ নেই" মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯/০২/২০১৫ ইং তারিখের পত্র সূত্র নং বিএফআইইউ (এ্যানালাইসিস)-০১৭/২০১৫-১৮৯১ এ সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ২। ঋণগ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত মঞ্জুরীপত্র ব্যাংকের একটি জামানত দলিল এবং ঋণ হিসাবের লেনদেনের বিবরণী উপযুক্ত আদালতের নির্দেশ ব্যতিত প্রদানযোগ্য নয় ("ব্যাংকারস বুকস এভিডেন্স এ্যাক্ট ১৮৯১ এর ধারা ৫ দ্রষ্টব্য")। এবং ৩। ফোরসড লোন নামীয় কোন লোন প্রোডাক্ট বেসিক ব্যাংকে চালু না থাকায় এবং যাচিত তথ্য পরিস্কার নয় বিধায় তথ্য প্রদান করা হয়নি।

১৮) তথ্য চেয়ে পরবর্তীতে আবেদন প্রত্যাহার করায় তথ্য দেয়া হয়নি।

১৯) আবেদন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নয়, তথ্য সংরক্ষণের সুযোগ নেই, আওতা বহির্ভূত এবং আবেদনে চাহিত তথ্য অস্পষ্ট হওয়া।

২০) সিদ্ধান্ত দেয়ার এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট অফিসের ছিল না। আপিলেও একই সিদ্ধান্ত বহাল ছিল।

২১) সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন এর রিট পিটিশন নং ৩৫৫২/২০০৮ এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ ও দেউলিয়া বিষয়ক আদালত, ঢাকা এর দেওয়ানী রিভিউ মিস মকাদ্দমা নং ০৬/২০১৫ এর সঙ্গে মামলার বাদী ও তথ্য আবেদনকারীর সংশ্লিষ্টতা থাকায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধি-০৭(ছ) মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

২২) নথি স্থানচ্যুত থাকায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

২৩) তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারা মতে চাহিত তথ্য প্রকাশ/প্রদান বাধ্যতামূলক না হওয়া।

২৪) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী আবেদন না করা।

২৫) অতিগোপনীয় এবং জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিধায় তথ্য প্রদান করা হয়নি।

এছাড়া, তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদনে কতিপয় কর্তৃপক্ষ তথ্য না দেয়ার কারণ উল্লেখ করেননি মর্মে দেখা যায়।

৩.৩ আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তি ঃ

সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান না করার কারণে বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ১১১টি আপীল আবেদন করা হয়েছে তার মধ্যে ১০৫টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০৬ টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ১৯২টি এবং এর মধ্যে সারাদেশে ১১১টি (৫৮%) আপিল আবেদন করা হয়েছে মর্মে প্রেরিত প্রতিবেদনগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.৪ তথ্য কমিশন এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণঃ

সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সরকারি বা বেসরকারি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তবে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের প্রেক্ষিতে ২০১৫ সালে ০৩ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদান না করার কারণে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ নূরুল আলম-কে ২,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে; দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোশারফ হোসেন, সচিব, দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা-কে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং জনাব মোঃ জাবির ইবনে হাফিজ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিআরডিবি, গফরগাও, ময়মনসিংহ এবং ইউসিসিএ এর সভাপতি ও সহায়ক কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান প্রত্যেককে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত সিদ্ধান্তপত্রের কপি **পরিশিষ্ট 'ঘ'** তে সংযোজিত হয়েছে।

৩.৫ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ সারাদেশে মোট ৩,০০,৭৭২/-টাকা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়। প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, অধিকাংশ কর্তৃপক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করলেও কোন অর্থ আদায় করেনি। এ প্রসংঙ্গে স্মর্তব্য যে, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণীকে তথ্য বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হলে তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে যা না করায় সরকারি রাজস্বের কিছুটা হলেও ক্ষতি হয়েছে।

৩.৬ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদিঃ

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সর্বদা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, জনঅবহিতকরণ সভা, জেলা উপদেষ্টা কমিটির সভা, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়েবসাইট নির্মাণ ও হালনাগাদ তথ্যাদি সন্নিবেশন, তথ্য

অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি **পরিশিষ্ট 'ঙ'** তে সংযোজিত হলো।

৩.৭ তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাদিঃ

তথ্য কমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রদান না করার কারণে, ভুল, বিভ্রান্তিকর ও আংশিক তথ্য প্রদানের কারণে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করার কারণে, তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত প্রদান করার পরও তথ্য সরবরাহ না করার কারণে অথবা সরবরাহকৃত তথ্যে অভিযোগকারী অসন্তুষ্ট হয়ে,কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করার কারণে, তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। এছাড়াও অভিযোগকারী তথ্য কমিশন কর্তৃক তদন্তাধীন বিষয় নিষ্পত্তি হবার পূর্বে, যথাযথ দপ্তরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করে, যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন না করে, নির্ধারিত ফরম ব্যবহার না করে, তথ্য কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত একই বিষয় উল্লেখ করে, তথ্য কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবার পূর্বেই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছে। ০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৩৩৬টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৪০টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণপূর্বক ২০৫টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। কমিশনে দাখিলকৃত কিছু কিছু অভিযোগের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন হতে সমন প্রদান করা হলে প্রতিপক্ষ শুনানীর পূর্বেই আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করেছে এবং কমিশনে হাজির হয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা এবং তথ্য প্রদানে ব্যর্থতার জন্য নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন যথাযথভাবে না পৌঁছানোর জন্যও তথ্য প্রদান কার্যক্রমে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ্য, অন্যান্য ৯৬টি অভিযোগ বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান বা একক শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৩.৮ তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ :

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠারপর থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত সর্বমোট ১০৪ টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দায়ের করা হয়। ৩০-০৮-২০১০, ১৪-১২-২০১০,৩০-১২-২০১০, ২১-০৩-২০১১, ০৪-০৭-২০১১, ১৯-০৯-২০১১, ১৩-১০-২০১১, ২১-১২-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ৪৪টি অভিযোগ যথাযথ প্রক্রিয়ায় দায়ের হওয়ায় শুনানীর জন্যগ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন দিবসে শুনানীর মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ৪১ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যান্য অভিযোগ ক্ষেত্রে পরামর্শ বা তথ্য সরবরাহের নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ২০২টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১২ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে ১১-০৩-২০১২, ০৪-০৪-২০১২, ০৬-০৬-২০১২, ০৫-০৭-২০১২, ২৬-০৭-২০১২, ৩০-০৭-২০১২, ২৬-০৯-২০১২, ০৬-১১-২০১২, ১০-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ৯৪টি অভিযোগ আমলে নেয়া হয়। ৯১টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। ১০৮টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় ১০৪টি অভিযোগের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করে পত্রপ্রেরণ করা হয়েছে। মাত্র ০৪টি অভিযোগ খারিজ করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ২০৭টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।২০১৩ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে ১৪-০১-২০১৩, ১৩-০২-২০১৩, ১৪-০৩-২০১৩, ০৪-০৪-২০১৩, ১৪-০৫-২০১৩, ০৯-০৬-২০১৩, ১৬-০৭-২০১৩, ২৯-০৮-২০১৩, ২৫-০৯-২০১৩ ও ০৫-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ১১৬টি অভিযোগ আমলে নেয়া হয়। ১১০টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। ৯১টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় ৯০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করে পত্রপ্রেরণ করা হয়েছে। ০১ টি অভিযোগ নথিজাত করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ২৯৪ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৪ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে ০৯-০১-২০১৪, ০৯-০২-২০১৪, ০৬-০৩-২০১৪, ১০-০৪-২০১৪, ১৯-০৫-২০১৪, ২৯-০৬-২০১৪, ০৭-০৮-২০১৪, ১৫-০৯-২০১৪, ০২-১০-২০১৪ ও ১৬-১১-২০১৪, ১৪-১২-২০১৪, ৩১-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ১৭০টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। ১৬২টি (২০১৩ সন থেকে আগত ০৬টি সহ) অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। ১২৪টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় বিভিন্ন আইনানুগ/প্রশাসনিক পরামর্শ প্রদান করে বা তথ্য সরবরাহের আদেশ দিয়ে পত্র প্রেরণ করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে ১৪টি অভিযোগ।

০১ জানুয়ারী, ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৩৩৬ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৫ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে ২৯-০১-২০১৫, ২৫-০২-২০১৫, ২৪-০৩-২০১৫, ১৫-০৪-২০১৫, ১৮-০৫-২০১৫, ২৩-০৬-২০১৫, ১৪-০৭-২০১৫, ০৯-০৮-২০১৫, ০৮-০৯-২০১৫, ১৮-১০-২০১৫, ১২-১১-২০১৫ ও ২১-১২-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ২৪০ টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। ২১৪ টি (২০১৪ সন থেকে আগত ০৯ টিসহ) অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। ৭২ টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় বিভিন্ন আইনানুগ/প্রশাসনিক পরামর্শ প্রদান করে বা তথ্য সরবরাহের আদেশ দিয়ে পত্র প্রেরণ করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অভিযোগকারীর একক শুনানীর মাধ্যমে ১৬ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ০৬ টি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে এবং ০২ টি তদান্তধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, এ বছরে কোন অভিযোগ নথিজাত করা হয়নি।

বছর ওয়ারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের চিত্রঃ

ক্রমিক নং	সাল	মোট অভিযোগ	শুনানীর জন্য গৃহীত
১.	২০০৯-২০১১	১০৪	৪৪
২.	২০১২	২০২	৯৪
৩.	২০১৩	২০৭	১১৬
৪.	২০১৪	২৯৪	১৭০
৫.	২০১৫	৩৩৬	২৪০

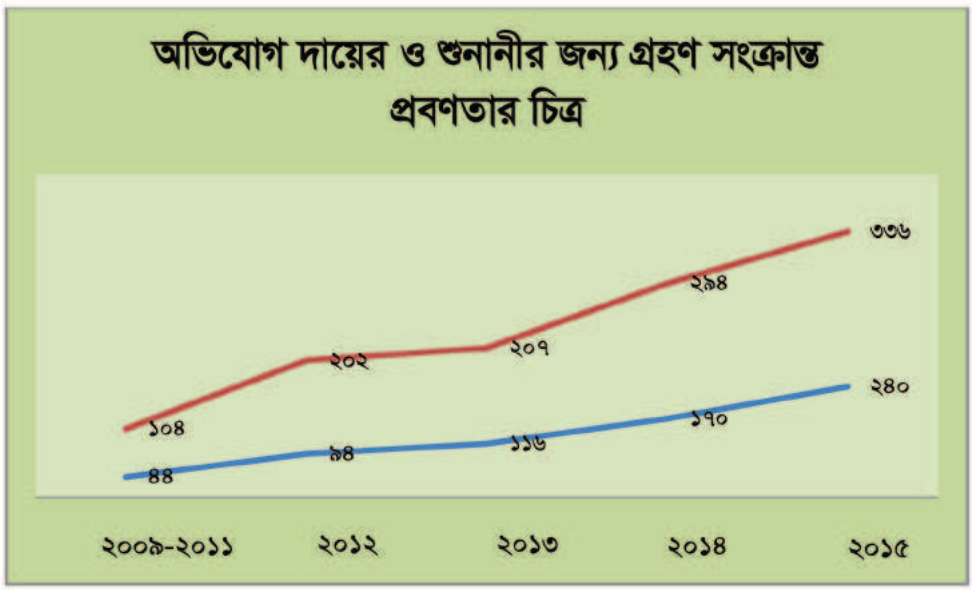

অভিযোগ দায়েরও শুনানীর জন্য গ্রহণ সংক্রান্ত প্রবণতার চিত্র

উপর্যুক্ত অভিযোগ দায়ের ও শুনানীর জন্য গ্রহণ সংক্রান্ত প্রবণতার চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের ও শুনানীর জন্য গ্রহণের সংখ্যা ও হার ক্রমশ: বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯-১১ সনে শুনানীর জন্য গ্রহণের হার ৪২% থেকে ২০১২ সনে ৪৬% হারে, ২০১৩ সনে ৫৬% হারে, ২০১৪ সনে ৫৮% হারে এবং ২০১৫ সনে ৭১% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুণগত মানের উন্নয়ন হচ্ছে।

৩.৯ ২০১৫ সালে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ:

ক (১). অভিযোগকারীর (শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) পেশা/অবস্থান ঃ

অভিযোগকারীর পেশা	সংখ্যা
সাধারণ (পেশা উল্লেখ নেই)	১৬১
চাকুরীজীবী	২৪
সাংবাদিক	৪২
আইনজীবী	০৫
মুক্তিযোদ্ধা	০২
শিক্ষক	০৬
সর্বমোট	**২৪০**

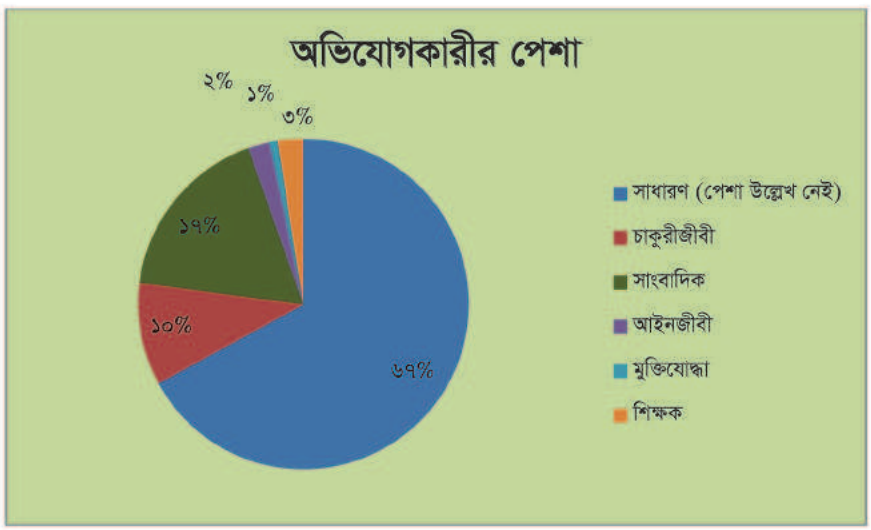

অভিযোগকারীর (শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) পেশা/অবস্থান

অভিযোগকারীর নারী-পুরুষ শ্রেণিভেদ :

পুরুষ	২১১ জন
নারী	২৯ জন
সর্বমোট	২৪০ জন

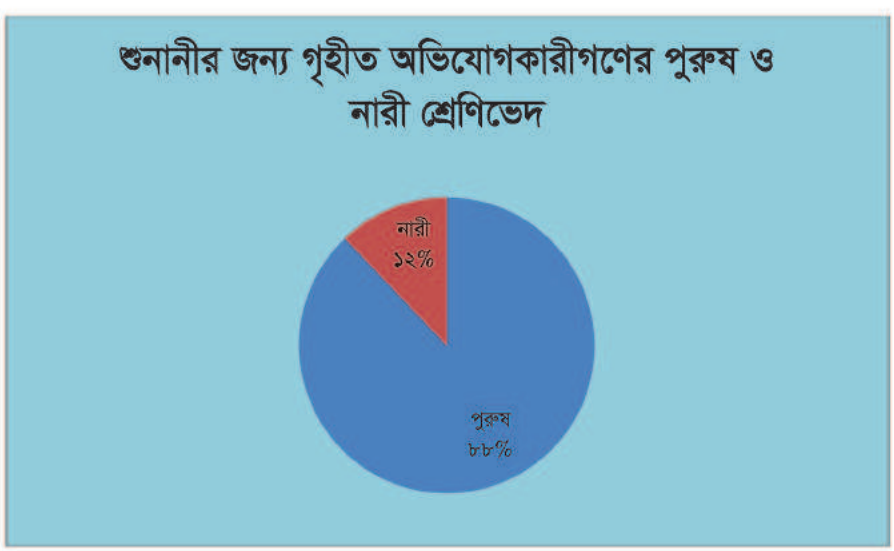

ক (২).অভিযোগকারীর একক শুনানী বা তাকে পরার্মশ প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগসমূহের অভিযোগকারীগণের পেশাঃ

অভিযোগকারীর পেশা	সংখ্যা
সাধারণ	৬৩
চাকুরীজীবী	১৮
সাংবাদিক	০৮
শিক্ষক	০৭
সর্বমোট	৯৬

অভিযোগকারীর একক শুনানী বা পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগসমূহের অভিযোগকারীগণের নারী-পুরুষ শ্রেণিভেদ

পুরুষ	৯১ জন
নারী	০৫ জন
সর্বমোট	৯৬ জন

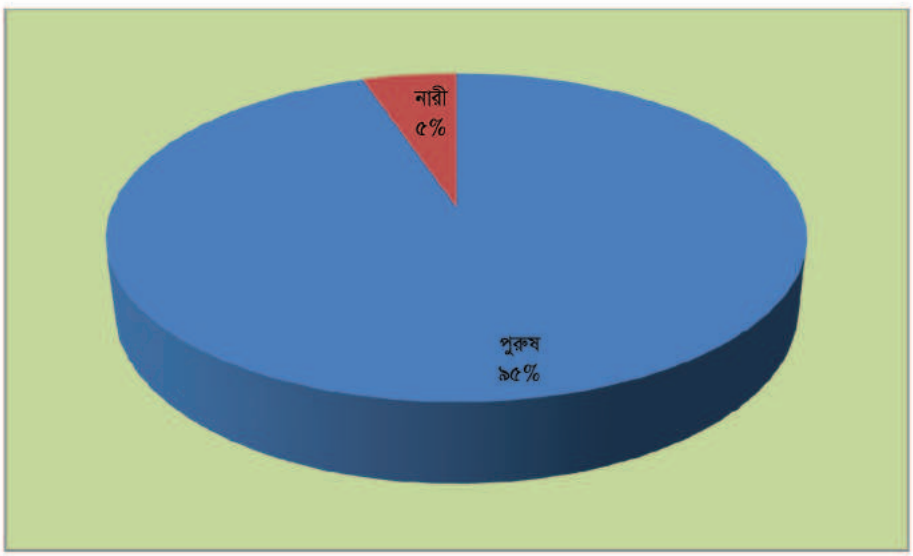

খ. যে সকল দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল হয়েছে

২০১৫ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ৩৩৬টি অভিযোগের মধ্যে ৩০১ টি অভিযোগ সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে এবং ৩৫ টি অভিযোগ বেসরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে দাখিল করা হয়েছে।

- **শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসংশ্লিষ্ট দপ্তর ও কর্মকর্তার প্রকৃতি ও সংখ্যাঃ**

সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	১৭
বিভাগীয়	৬০
জেলা	৭৮
থানা/উপজেলা	৬৬
ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	১৯
সর্বমোট	**২৪০**

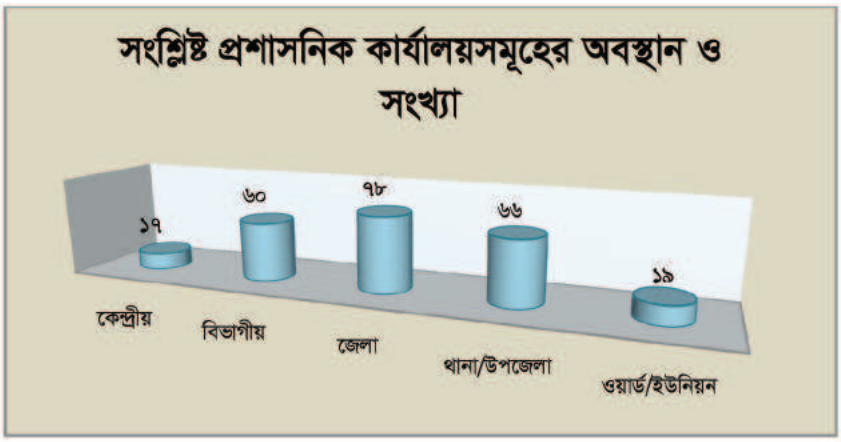

শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ ও অভিযোগের সংখ্যাঃ

অভিযোগসংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ		সংখ্যা
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০২
	মন্ত্রণালয়	১৫
	অধিদপ্তর	২৬
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	১১
	জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়	০৩
	জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়	০৩
	জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড	০১
	জেলা জর্জ কোর্ট	০১
	জেলা পরিষদ কার্যালয়	০৩
	নিকাহ রেজিস্টার অফিস	০১
	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়	০৩
	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	০২
	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	০৫
	উপজেলা ভূমি অফিস	০৩
	উপকূলীয় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়	০১
	উপজেলা পরিষদ	০১

সরকারি ও জনপ্রশাসনিক	উপজেলা একটি বাড়ী একটি খামারপ্রকল্প, বিআরডিবি	০১
	উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর	০২
	উপজেলা সাব-রেজিস্টার অফিস	০৩
	উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৪
	উপজেলা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০৩
	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	০১
	উপজেলা কৃষি অফিস	০৪
	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	০৪
	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০৪
	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	০১
	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	০১
	দুর্নীতি দমন কমিশন	০২
	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা	০১
	থানা	০৩
	পৌরসভা অফিস	০২
	ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিস	০১
	ইসলামী ফাউন্ডেশন	০১
	ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়	০১
	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১
	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০৩
	কেন্দ্রীয় ব্যাংক	০১
	বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়	০২
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০১
	কৃষি তথ্য সার্ভিস	০১
	বাপেক্স	০২
	সিলেট সিটি কর্পোরেশন	০১
	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	০২
	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	০১
	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	০১
	পিটিআই	০১
	যৌথ মূলধন কোম্পানিজ ফার্মস	০১
	কর্পোরেশন	০২
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৫
	সরকারি ব্যাংক	১৬
	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	০১
	সৈয়দপুর বিমান বন্দর	০১
	ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়	১৯
	সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড	০৩
	পদাতিক ব্রিগেড সেনানিবাস	০১
	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডি. কো. লিঃ	০১
	সাভার পৌরসভা	০১
	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	০২
	পরমানু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান	০১
	বাখরাবাদ গ্যাস কোম্পানি	০২
	বাংলাদেশ ফরম প্রকাশনা অফিস	০২
	বাংলাদেশ পুলিশ মহা-পরিদর্শকের কার্যালয়	০১
	সরকারি হাসপাতাল	০৩
	মোট	২০৯

বেসরকারি	সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স	১৪
	শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন	০১
	আরডিআরএস	০১
	এন জি ও	০৪
	ব্লু-গোল্ড কর্মসূচি	০৩
	বেসরকারি ব্যাংক	০৪
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০৪
	মোট	৩১
সর্বমোট		২৪০

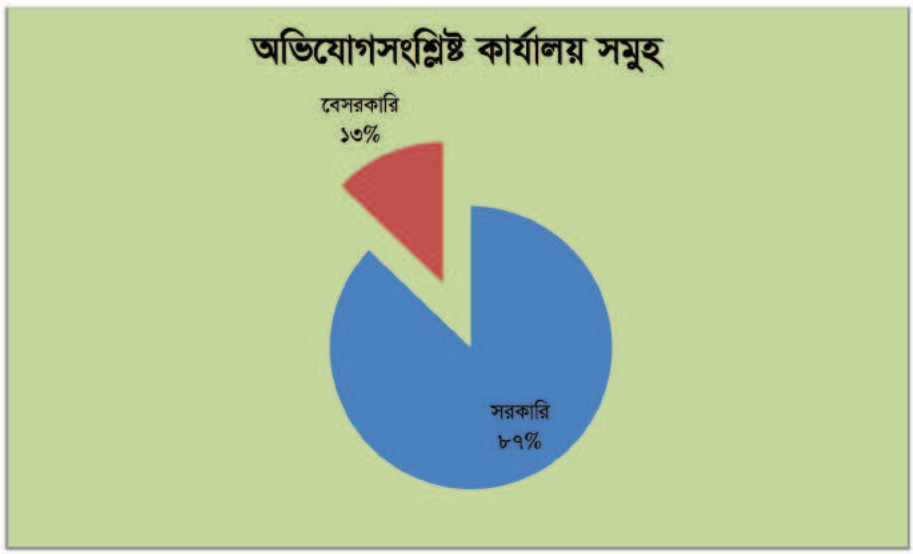

জেলা ভিত্তিক অভিযোগের সংখ্যা :

জেলার নাম	আবেদনের সংখ্যা
ঢাকা	৮৭ টি
টাংগাইল	০৩টি
ময়মনসিংহ	০৬ টি
কিশোরগঞ্জ	১২ টি
চট্টগ্রাম	০৭ টি
খাগড়াছড়ি	০৪ টি
কক্সবাজার	০১ টি
রাঙ্গামাটি	০২ টি
কুমিল্লা	১৫ টি
লক্ষ্মীপুর	০২ টি
পঞ্চগড়	০২ টি
বগুড়া	০১ টি
নওগাঁ	০১ টি
নীলফামারী	১৮ টি
খুলনা	০৪ টি
সাতক্ষীরা	১৬ টি
বাগেরহাট	০১ টি
কুষ্টিয়া	১৮ টি

সিলেট	০৩ টি
সুনামগঞ্জ	০১ টি
বরিশাল	০৮ টি
সিরাজগঞ্জ	০৪ টি
রংপুর	০১ টি
ফরিদপুর	০১ টি
লালমনিরহাট	০১ টি
দিনাজপুর	০২ টি
যশোর	০৮ টি
চূড়াডাঙ্গা	০১ টি
গাইবান্ধা	০৪ টি
ভোলা	০১টি
গাজীপুর	০১ টি
নোয়াখালী	০১ টি
নেত্রকোনা	০১ টি
জামালপুর	০২ টি
সর্বমোট	**২৪০ টি**

- **পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণ ও অভিযোগকারীর একক শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগসমূহের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমুহের অবস্থানঃ**

অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	০৩
বিভাগীয়	২০
জেলা	৩৪
থানা/উপজেলা	২৭
ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	১২
সর্বমোট	**৯৬**

পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণ ও অভিযোগকারীর একক শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগসমূহের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রকৃতির চিত্রঃ

অভিযোগ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/কার্যালয়সমূহ		সংখ্যা
সরকারি	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০১
	মন্ত্রণালয়	০৩
	অধিদপ্তর	১২
	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়	০১
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	০৮
	জেলা পরিষদ কার্যালয়	০১
	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	০১
	জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়	০২
	জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১
	উপজেলা ভূমি অফিস	০১
	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০২
	এলজিইডি	০১
	উপজেলা সাব-রেজিস্টার অফিস	০১
	বাংলাদেশ পুলিশ মহা-পরিদর্শকের কার্যালয়	০১
	বাংলাদেশ টেলিভিশন	০১
	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড	০৬
	ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়	০১
	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড	০১
	সিভিল সার্জনের কার্যালয়	০১
	জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র	০২
	পোস্ট অফিস	০১
	থানা	০৪
	এন এস আই	০১
	পরমানু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান	০১
	যৌথ মূলধন কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস	০১
	উপজেলা ভূমি কার্যালয়	০১
	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	০৩
	উপজেলা নির্বাহী অফিস	০২
	সাব-রেজিস্টার অফিস	০৩
	সিটি কর্পোরেশন	০২
	কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার	০১
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০২
	কর্পোরেশন	০১
	পৌরসভা	০২
	ইউনিয়ন পরিষদ	০৯
	সরকারি ব্যাংক	০১
	অন্যান্য	০৯
মোট		৯২
বেসরকারি	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০১
	বেসরকারি ব্যাংক	০১
	এন জি ও	০২
	মোট	০৪
	৯৬	

জেলা ভিত্তিক অভিযোগের সংখ্যা :

জেলার নাম	আবেদনের সংখ্যা
ঢাকা	৩২
ময়মনসিংহ	০২
কিশোরগঞ্জ	১৭
চট্টগ্রাম	০১
কক্সবাজার	০১
পাবনা	০১
কুমিল্লা	০৫
নওগাঁ	০১
নীলফামারী	০৮
কুষ্টিয়া	০২
সিলেট	০২
সুনামগঞ্জ	০১
বরিশাল	০৩
সিরাজগঞ্জ	০৬
লালমনিরহাট	০৪
গাইবান্ধা	০১
গাজীপুর	০১
লক্ষ্মীপুর	০১
ফেনী	০৬
জামালপুর	০১
সর্বমোট	**৯৬**

উপর্যুক্ত ছকসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সারা দেশে শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অবস্থিত দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে ০৭.০৮%, বিভাগীয় পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে ২৫.০০%, জেলা পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে ৩২.৫০%, উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে ২৭.৫০% এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে ৭.৯২% অভিযোগ দাখিল হয়েছে। এ সকল দপ্তর থেকে মূলত: তথ্য না পাবার কারণেই অভিযোগগুলো কমিশনে দাখিল হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত দপ্তরগুলো তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী দপ্তরগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত উদারভাবে এগিয়ে এসেছে।

গ. অভিযোগ শুনানী ও নিষ্পত্তি

২০১৫ সালে তথ্য কমিশনের বিভিন্ন সভায় ৩৩৬ টি অভিযোগের মধ্যে ২৪০ টি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয় যার শতকরা হার ৭১.৪৩%। শুনানীর জন্য গ্রহণকৃত ২৪০টি অভিযোগের মধ্যে ২০৫টি শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে। বিভিন্ন পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ৭২টি অভিযোগ, অভিযোগকারীর একক শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে ১৬ টি,অভিযোগকারীর একক শুনানীর জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ০৬ টি অভিযোগ ও তদান্তাধীন রয়েছে ০২ টি অভিযোগ। অর্থাৎ মোট দায়েরকৃত ৩৩৬ টি অভিযোগের মধ্যে ২৯৩ টি (৮৭.২০%) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৪৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

ঘ. পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের ওপর তথ্য কমিশনের কার্যক্রম

শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়নি এমন ৯৬টি অভিযোগের মধ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক মোট ৬৭টির ক্ষেত্রেই অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করায় সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে পত্র দেওয়া হয়েছে। ১৬টি অভিযোগ অভিযোগকারীর একক শুনানীর মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় তা পত্র মারফত অবগত করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ০৬টি অভিযোগ গ্রহণ করা হবে কিনা সে বিষয়ে অভিযোগকারীর একক শুনানীর জন্য ধার্য রয়েছে। ০৫টি অভিযোগ খারিজ করা হয়েছে এবং ০২টি অভিযোগ তদান্তাধীন রয়েছে।

নিম্নলিখিত কারণে ৯৬টি অভিযোগের ক্ষেত্রে পরামর্শমূলক পত্রপ্রেরণ ও অভিযোগকারীর একক শুনানী গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তি করা হয়

আমলে না নেয়ার কারণ	সংখ্যা
সঠিক ফরমে যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন এবং অভিযোগ দায়ের না করায়	০৩
যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে দাখিলকৃত আবেদনের কপি সংযুক্ত না করায়	০১
অভিযোগকারী একাধিকবার গর হাজির থাকায়	০১
অভিযোগের সাথে সংযুক্ত কাগজাদি সংগতিপূর্ণ না হওয়ায়	০৪
সুস্পষ্ট তথ্য না চাওয়ায়	০১
অভিযোগের সুস্পষ্ট বর্ণনা না থাকায় এবং অভিযোগ ফরমে স্বাক্ষর না করায়	০১
যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায়	০৭
যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায়	২০
যথাযথ দপ্তরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায়	০১
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ যথাযথ না হওয়ায়	০১
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত না থাকায়	০১
নির্ধারিত ফরম ব্যবহার না করায়	০২
আপীল না করেই অভিযোগ দায়ের করায়	০২
আদালতে বিচারাধীন থাকায়	০১
সরবরাহকৃত তথ্যে অসন্তুষ্টির কারণ না থাকায়	০৩
একই বিষয়ে দায়ের করা অভিযোগ পূর্বেই নিষ্পত্তি হওয়ায়	০৯
আরটিআই ভূক্ত না হওয়ায়	০৯
পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পূর্বেই পুনঃ অভিযোগ করায়	০৫
ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে আমলে নেয়ার উপযুক্ত কারণ না থাকায় নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অভিযোগকারীকে অবগত করা হয়েছে	১৬
আমলে নেয়া হবে কিনা সে বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য ধার্য রয়েছে	০৬
তদান্তাধীন রয়েছে	০২
সর্বমোট	৯৬

*** উল্লেখ্য, অভিযোগ আমলে না নেয়ার কারণ জানিয়ে যে পরামর্শমূলক পত্র প্রেরিত হয় এরূপ অভিযোগকারীদের সাথে পরবর্তীতে টেলিফোনিক আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ**

২০১৫ সালে আমলে না নিয়ে কমিশন কতৃক পরামর্শ প্রদানকৃত অভিযোগসমূহের সর্বশেষ তথ্যঃ

অভিযোগকারীর নাম	পুনরায় আবেদন করেছেন	পুনরায় আবেদন করেননি	পুনরায়আপীল করেছেন	পুনরায় আপীল করেননি	পুনরায় অভিযোগ করেছেন	পুনরায় অভিযোগ করেননি	মন্তব্য
জনাব এস. এম. সাইফ আলী খান ০১৮১৪-২৬০৩০৩			√				আংশিক তথ্য পেয়েছেন

অভিযোগকারীর নাম	পুনরায় আবেদন করেছেন	পুনরায় আবেদন করেননি	পুনরায়আপীল করেছেন	পুনরায় আপীল করেননি	পুনরায় অভিযোগ করেছেন	পুনরায় অভিযোগ করেননি	মন্তব্য
জনাব ডি এম সাজ্জাদুর রহমান ০১৭১৬-৫৪২২৫৭	√						তথ্য পেয়েছেন
জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ খান ০১৭৬১-২৬১৭৪০					√		তথ্য পেয়েছেন
জনাব বিপ্লব কর্মকার ০১৯২০-২২৪১৬১			√				তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব রহমান শফিক ০১৯২৯-০১৬৩৪২							ফোন রিসিভ করেনি
জনাব আবুল হাসানাত খাঁন ০১৭১০-৪৪৬৫৬৫	√						তথ্য পেয়েছেন
জনাব মোঃ আবদুর রহিম ০১৭১০-৩৩২৫৪৩		√					তথ্য পায়নি
জনাব ছাদেক উল্লাহ ছিদ্দিকী ০১৮১৬-৮৬৩৭৭৬	√						তথ্য পেয়েছেন
জনাব মাহবুব আলী							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান ০১৯১২-৮৮২২৭২					√		তথ্য পেয়েছেন
জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন সরদান ০১৫৫৬-৯৮২১৪৪	√						আংশিক তথ্য পেয়েছেন
জনাব সন্তোষ কর্মকার ০১৯১০-৮১২০১৫							ফোন বন্ধ
জনাব আবু ইউনুছ মাসুদ আহাম্মদ ০১৯১১-৯৬৩৯৩৯							ফোন রিসিভ করেনি
বেগম মোছাঃ নাজমা খাতুন (পুস্পিতা) ০১৬৭৬-৮২৯২৯৪			√				তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব মোঃ আঃ আউয়াল ০১৯৫৫-৬৭২৮৩৩				√			তথ্য পাননি
জনাব আলী মোহাম্মদ ০১৭১৯-৬০২৯৮৪					√		তথ্য পাননি
জনাব মোঃ হারুনার রশীদ							subjudice
জনাব মোঃ হারুনার রশীদ							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মোঃ মতিউর রহমান ০১৬৮৩-৩৭০১৬২				√			তথ্য পাননি
জনাব চন্দন কুমার রায় ০১৭৩১-৪৮১৮৬৮			√				তথ্য পেয়েছেন
জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ খান ০১৭৬১-২৬১৭৪০	√						তথ্য পাননি

অভিযোগকারীর নাম	পুনরায় আবেদন করেছেন	পুনরায় আবেদন করেননি	পুনরায়আপীল করেছেন	পুনরায় আপীল করেননি	পুনরায় অভিযোগ করেছেন	পুনরায় অভিযোগ করেননি	মন্তব্য
জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ০১৭৪০-৯৫৪৪৬৪	√						তথ্য পেয়েছেন
জনাব মো: আব্দুল হাকিম							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মোঃ আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯	√						পতিবন্ধি স্কুলে ভর্তি করার পরামর্শ পেয়েছেন
জনাব মোঃ আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯		√					ব্যস্ততায় আবেদন করেননি
জনাব মো: আসাদুল ইসলাম							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম ০১৮১১৬৫০০৫৫					√		তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম ০১৮১১৬৫০০৫৫					√		তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব মোঃ আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯				√			তথ্য পাননি
জনাব মোঃ আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯				√			তথ্য পাননি
জনাব মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন ০১৭৭২৭৫৬৯৩৭				√			তথ্য পাননি
জনাব মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন ০১৭৭২৭৫৬৯৩৭					√		তথ্য পাননি
জনাব মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন ০১৭৭২৭৫৬৯৩৭					√		তথ্য পেয়েছেন
জনাব মোঃ মতিউর রহমান ০১৬৮৩-৩৭০১৬২				√			তথ্য পাননি
জনাব মো: মজিবুর রহমান							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মোঃ মতিউর রহমান ০১৬৮৩-৩৭০১৬২			√				তথ্য পেয়েছেন
জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ খান ০১৭৬১-২৬১৭৪০	√						তথ্য পাননি
জনাব মো: নাসির উদ্দিন ০১৬৮৩৭৯৭৯৮৭					√		তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব মোঃ হারুনার রশীদ জমাদ্দার							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব আবুল কাশেম আল আসাদ							মোবাইল নম্বর নাই
মোসাঃ সুফিয়া খাতুন							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মোঃ রহমত আলী ০১৭২৭-৯৯১৪৭৭		√					তথ্য পাননি
জনাব মোঃ রহমত আলী ০১৭২৭-৯৯১৪৭৭		√					তথ্য পাননি
জনাব আলহাজ্ব মোঃ মোবারক উল্যা ০১৯৭১-১৫৪১২৫			√				আংশিক তথ্য পেয়েছেন
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম সরকার ০১৭১৮১৪৩৫০৫		√					ব্যস্ততায় পুনরায় আবেদন করেনি

অভিযোগকারীর নাম	পুনরায় আবেদন করেছেন	পুনরায় আবেদন করেননি	পুনরায়আপীল করেছেন	পুনরায় আপীল করেননি	পুনরায় অভিযোগ করেছেন	পুনরায় অভিযোগ করেননি	মন্তব্য
জনাব শ্যামল সিংহ রায় ০১৭১৯৫৬২২৯৬					√		আংশিক তথ্য পেয়েছেন
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম সরকার ০১৭১৮১৪৩৫০৫		√					ব্যস্ততায় পুনরায় আবেদন করেনি
জনাব মোঃ মতিউর রহমান ০১৬৮৩-৩৭০১৬২						√	তথ্য পাননি
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম সরকার ০১৭১৮১৪৩৫০৫		√					ব্যস্ততায় পুনরায় আবেদন করেনি
জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান ০১৭৬১-৩৬৩০৪২			√				আংশিক তথ্য পেয়েছেন
জনাব এস এম সাইফ আলী ০১৮১৪-২৬০৩০৩			√				তথ্য পেয়েছেন
জনাব মোঃ আঃ হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯							subjudice
জনাব রিয়াজ মোর্শেদ মাসুদ ০১৮১৮-২১৭৫৬৩				√			তথ্য পাননি
জনাব রিয়াজ মোর্শেদ মাসুদ ০১৮১৮-২১৭৫৬৩				√			তথ্য পাননি
জনাব মোঃ মতিউর রহমান ০১৬৮৩-৩৭০১৬২					√		তথ্য পাননি
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম ০১৭৫১-০২৪৩৮৯							subjudice
জনাব নিয়াজ মোর্শেদ ০১৭৩০৭৮৩৬৫৯				√			তথ্য পাননি
জনাব মোঃ সিফাতুল্লাহ সাঈদী ০১৭১১-০৬২৭৪০				√			তথ্য পাননি
জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ০১৭১১-৩৬৩৮৭১							প্রাপ্ত মোবাইর নম্বরটি সঠিক নয়
জনাব মোঃ মতিউর রহমান ০১৬৮৩-৩৭০১৬২					√		তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব শঙ্কর রানী দে তরফদার							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মোঃ আবুল হোসেন আকন ০১৭৯১-৪৭৪৩১৯		√					হাসপাতালে ভর্তি থাকায় পুনরায় আবেদন করেনি
জনাব মোঃ মতিউর রহমান ০১৬৮৩-৩৭০১৬২			√				তথ্য পেয়েছেন
জনাব এমেল হোসেন ০১৭১৭-৪৯৭০৫৬			√				তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব শ্যামলী চাকমা ০১৯১৩-১২৩৬২৯					√		তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন ০১৬৮৩৭৯৭৯৮৭					√		তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান

তথ্য কমিশন কর্তৃক পরামর্শ প্রদানের পর অভিযোগকারীঃ

- ❖ পুনরায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছেন ০৮ জন যার মধ্যে
  - ○ তথ্য পেয়েছেন ০৫ জন
  - ○ তথ্য পাননি ০২ জন
  - ○ আংশিক তথ্য পেয়েছেন ০১ জন
- ❖ পুনরায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেননি ০৮ জন
- ❖ আপীল আবেদন করেছেন ১০ জন যার মধ্যে
  - ○ তথ্য পেয়েছেন ০৪ জন
  - ○ আংশিক তথ্য পেয়েছেন ০২ জন
  - ○ প্রক্রিয়াধীন ০৪
- ❖ আপীল আবেদন করেননি ১০ জন
- ❖ অভিযোগ দায়ের করেননি ০১ জন
- ❖ অভিযোগ দায়ের করেছেন ১৩ জন যার মধ্যে
  - ○ তথ্য পেয়েছেন ০৩ জন
  - ○ তথ্য পাননি ০৩ জন
  - ○ আংশিক তথ্য পেয়েছেন ০১ জন
  - ○ প্রক্রিয়াধীন ০৬জন
- ❖ অভিযোগ সাব-জুডিস ছিল ০৩ টি
- ❖ ১৪ জন অভিযোগকারীর সাথে পদত্ত মোবাইল ফোনে যোগযোগ করা সম্ভব হয়নি

ঙ. বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল

তথ্য কমিশনে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার জনগণ কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যাচিত তথ্যের মধ্যে বেশিরভাগ তথ্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট; তবে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য আবেদনও রয়েছে। দাখিলকৃত অভিযোগের অধিকাংশই সরকারি দপ্তরের তথ্যের জন্য। সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সকল ধরণের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পর্যালোচনায় আরো প্রতীয়মান হয় যে, জনসাধারণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ থাকলেও আইনটি ব্যবহারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষের মাঝেও আইনের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তথ্য প্রদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন কর্তৃক সমন বা পত্রপ্রদান করা হলে দ্রুততার সাথে আবেদনকারীর নিকট তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

৩.১০ একই আবেদনকারী কর্তৃক একাধিক অভিযোগ দায়েরের বিবরণঃ

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ পিতা-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন ৩৯/১ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ৪র্থ তলা, রুম নং-২০৬ ঢাকা-১০০০।	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম উপ মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ৩৭ দিলকুশা, ঢাকা।	২৩-১১-২০১৪ (তদন্তের পর সভায় উপস্থাপনের তারিখ ১৮-০১-২০১৫)	১ টি	১৭-০২-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ আমিরুল হাসান উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনতা ব্যাংক লিঃ এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	২১-০১-২০১৫	১ টি	২২-০২-২০১৫

ঐ	জনাব মোঃ মনজেরুল ইসলাম মহা-ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনতা ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস, ১ নং দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ ।	২১-০১-২০১৫	১ টি	২২-০২-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ এমদাদুল হক উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয় সেনাকল্যাণ ভবন, ৫ম তলা মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ ।	০৯-০২-২০১৫	১ টি	২২-০৩-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ আমিরুল হাসান উপমহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিই) জনতা ব্যাংক লিঃ, এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	০৪-০৫-২০১৫	১ টি	১১-০৬-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ আমিরুল হাসান উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনতা ব্যাংক লিঃ, এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	০৪-০৫-২০১৫	১ টি	১১-০৬-২০১৫
ঐ	জনাব মনজেরুল ইসলাম মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনতা ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস ১ নং দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ ।	১৮-০৬-২০১৫	১ টি	০৯-০৭-২০১৫
ঐ	জনাব মনজেরুল ইসলাম মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনতা ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস ১ নং দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ ।	১৮-০৬-২০১৫	১ টি	০৫-০৮-২০১৫
ঐ	জনাব মুহম্মদ এনায়েতুর রহমান সিস্টেম ম্যানেজার (ডিজিএম) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ইনভেষ্টমেন্ট কর্পো: অব বাংলাদেশ প্রধান কার্যালয় ৮ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০ ।	১৮-০৬-২০১৫	১ টি	০৫-০৮-২০১৫
ঐ	জনাব আব্দুর রহিম উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বিএসইউসিডি, প্রধান কার্যালয়, সানমুন স্টার টাওয়ার (১৩ তলা) ৩৭ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ ।	১৮-০৬-২০১৫	১ টি	০৯-০৭-২০১৫
ঐ	জনাব আব্দুর রহিম উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বিএসইউসিডি, প্রধান কার্যালয়, সানমুন স্টার টাওয়ার (১৩ তলা) ৩৭ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ ।	১৮-০৬-২০১৫	১ টি	০৯-০৭-২০১৫

ঐ	জনাব মোঃ আমিরুল হাসান উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনতা ব্যাংক লিঃ এম আই এস ডিপার্টমেন্ট কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	০৯-০৭-২০১৫	১ টি	০৬-০৮-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ আমিরুল হাসান উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনতা ব্যাংক লিঃ এম আই এস ডিপার্টমেন্ট প্রধান কার্যালয় ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	০৬-০৮-২০১৫	১ টি	২৬-০৮-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ আমিরুল হাসান উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনতা ব্যাংক লিঃ এম আই এস ডিপার্টমেন্ট প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০।	০৬-০৮-২০১৫	১ টি	২৬-০৮-২০১৫
ঐ	১। জনাব মোঃ আমিরুল হাসান উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনতা ব্যাংক লিঃ এম আই এস ডিপার্টমেন্ট প্রধান কার্যালয় ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ২। জনাব এ.কে.এম নূরুল আলম উপ-মহাব্যবস্থাপক বিজনেজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয় ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০		১ টি	১০-১১-২০১৫
মোট			১৫ টি	
জনাব মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী) সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল সৈয়দপুর সেনানিবাস নীলফামারী।	জনাব মুহাম্মদ মকবুল হোসেন, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সৈয়দপুর সেনানিবাস, নীলফামারী।	১২-০২-২০১৫	১ টি	২৩-০৩-২০১৫
ঐ	জনাব মুহাম্মদ মকবুল হোসেন ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট, বোর্ড সৈয়দপুর সেনানিবাস, নীলফামারী	১৮-০৫-২০১৫	১ টি	০৭-০৭-২০১৫
ঐ	জনাব মুহাম্মদ মকবুল হোসেন ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সৈয়দপুর সেনানিবাস নীলফামারী।	০৮-০৬-২০১৫	১ টি	০৮-০৭-২০১৫

ঐ	জনাব মুহাম্মদ মকবুল হোসেন ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসারওদায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সৈয়দপুর সেনানিবাস, নীলফামারী।	০৮-০৬-২০১৫	১ টি	০৮-০৭-২০১৫
ঐ	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।	০৫-১০-২০১৫	১ টি	১১-১১-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ নাজমুল হুদা ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সৈয়দপুর সেনানিবাস, নীলফামারী।	০৫-১০-২০১৫	১ টি	১১-১১-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ নাজুমল হুদা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড একজিকিউটিভ অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রংপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, রংপুর সেনানিবাস, রংপুর।	০৫-১০-২০১৫	১ টি	১১-১১-২০১৫
ঐ	সৈয়দ মোঃ নজমুল হক প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল সৈয়দপুর সেনানিবাস, নীলফামারী।	০৫-১০-২০১৫	১ টি	১১-১১-২০১৫
ঐ	জনাব শফিকুল ইসলাম জেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নীলফামারী।	০৮-১২-২০১৫	১ টি	০৬-০১-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ আহসান হাবিব উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সৈয়দপুর, নীলফামারী।	০৮-১২-২০১৫	১ টি	০৬-০১-২০১৬
ঐ	দিলীপ কুমার বণিক জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, নীলফামারী।	০৮-১২-২০১৫	১ টি	০৬-০১-২০১৬
মোট			১১ টি	
জনাব পান্নালাল বাশফোর পিতা-গনেশ চন্দ্র বাশফোর ফেয়ার, ৪৫/১ আর এ খাঁন চৌধুরী সড়ক, (ছয়রাস্তার মোড়) থানাপাড়া, কুষ্টিয়া।	ড. নূর-ই-ইসলাম পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনসংযোগ দফতর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা।	০৯-০২-২০১৫	১ টি	১৯-০৩-২০১৫
ঐ	জনাব এস.এম. আবুল হাসান গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সমাজসেবা অধিদপ্তর আগারগাঁও, ঢাকা।	০৯-০২-২০১৫	১ টি	১৯-০৩-২০১৫
ঐ	জনাব আইয়ূব খান উপ-পরিচালক (অঃদাঃ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০৯-০২-২০১৫	১ টি	১৯-০৩-২০১৫
ঐ	উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ভোলা।	০৯-০২-২০১৫	১ টি	১৯-০৩-২০১৫

ঐ	জনাব মোঃ সামছুল আলম সমাজসেবা অফিসার (রেজিঃ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সমাজসেবা অধিদপ্তর, পাবনা।	০৯-০২-২০১৫	১ টি	১৯-০৩-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক উপ-পরিচালক (অঃদাঃ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নীলফামারী।	০৯-০২-২০১৫	১ টি	১৯-০৩-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।	০৯-০২-২০১৫	১ টি	১৯-০৩-২০১৫
ঐ	জনাব মনোজ কুমার ঘরামী উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, বরিশাল।	০৯-০২-২০১৫	১ টি	১৯-০৩-২০১৫
ঐ	উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নওগাঁ।	০৯-০২-২০১৫	১ টি	১৯-০৩-২০১৫
ঐ	উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নোয়াখালী।	০৯-০২-২০১৫	১ টি	১৯-০৩-২০১৫
		মোট	১০ টি	
জনাব মোঃ মতিউর রহমান প্রিতা-মোঃ নুরুল ইসলাম গ্রাম-১ নং কলমা, পোষ্ট-ডেইরী ফার্ম থানা-সাভার, জেলা-ঢাকা।	জনাব মোঃ এসকেন্দার আলী সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সাব রেজিস্ট্রার অফিস, সাভার, ঢাকা।	১৫-১২-২০১৫	১ টি	১০-০২-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ যুবায়ের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সাভার উপজেলা ভূমি অফিস সাভার, ঢাকা।	২০-০১-২০১৫	১ টি	১৭-০২-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ আনিছুর রহমান উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সাভার, ঢাকা।	২০-০১-২০১৫	১ টি	২২-০২-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ ছামছুদ্দিন সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সাভার পৌরসভা, সাভার, ঢাকা	১৮-০২-২০১৫	১ টি	২৩-০৩-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ এসকেন্দার আলী সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সাব রেজিস্ট্রার অফিস, সাভার, ঢাকা।	০১-০৬-২০১৫	১ টি	০৮-০৭-২০১৫
	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ইউপি সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ইয়ারপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।	২১-০৬-২০১৫	১ টি	২৬-০৮-২০১৫

ঐ	জনাব আফজাল হোসেন ইউপি সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) আশুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।	২৫-০৬-২০১৫	১ টি	০৬-০৮-২০১৫
ঐ	ড. স্বপন কুমার চক্রবর্তী প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্ত ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গণকবাড়ি, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯।	১৯-১১-২০১৫	১ টি	০৬-০১-২০১৬
মোট			০৮ টি	
জনাব অরূপ রায় পিতা-উৎপল রায় প্রথম আলো সাভার কার্যালয় ৫১/এ সাভার বাজার রোড উপজেলা-সাভার জেলা-ঢাকা।	জনাব মোঃ আব্দুল মতিন সরকার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপজেলা বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, সাভার, ঢাকা।	০৯-০৩-২০১৫	১ টি	০৯-০৪-২০১৫
ঐ	জনাব ফারুক আহাম্মেদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ঢাকা জেলা পরিষদ, আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা।	১১-০৬-২০১৫	১ টি	০৮-০৭-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ ফিরোজ তালুকদার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ধামরাই থানা, ধামরাই, ঢাকা	০১-০৪-২০১৫	১ টি	১০-০৫-২০১৫
ঐ	জনাব ফারুক আহাম্মেদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ঢাকা জেলা পরিষদ, আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা।	১১-০৬-২০১৫	১ টি	০৮-০৭-২০১৫
ঐ	জনাব সিফাত-ই-জাহান সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।	২১-০৬-২০১৫	১ টি	০৯-০৭-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ মমিনুর রহমান এজিএম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩ গেন্ডা, সাভার, ঢাকা	১৩-০৮-২০১৫	১ টি	০৬-১০-২০১৫
মোট			০৬ টি	
জনাব শ্রীধাম কর্মকার, পিতা-সঞ্জু কর্মকার, গ্রাম-বিপুলাসার পোষ্ট-বিপুলাসার থানা-মনোহরগঞ্জ জেলা-কুমিল্লা	জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাই সরকার, অফিসার ইন চার্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।	২২-০১-২০১৫	১ টি	১৯-০২-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ সেলিম সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ১১ নং হাজীরপাড়া ইউনিয়ন সদর, লক্ষীপুর।	১৪-০৫-২০১৫	১ টি	০৭-০৭-২০১৫
ঐ	অফিসার ইনচার্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) মনোহরগঞ্জ থানা মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।	১৪-০৯-২০১৫	১ টি	১০-১১-২০১৫

	১। জনাব আনন্দ কুমার রায় সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সাব-রেজিস্ট্রার অফিস মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা। ২। জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন তালুকদার জেলা রেজিষ্ট্রার, কুমিল্লা।	১১-১১-২০১৫	১ টি	১০-১২-২০১৫
	১। জনাব মোঃ আবু তালেব মিয়া সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সাব-রেজিস্ট্রার অফিস লাকসাম, কুমিল্লা। ২। জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন তালুকদার জেলা রেজিষ্ট্রার,কুমিল্লা।	১১-১১-২০১৫	১ টি	১০-১২-২০১৫
ঐ	শ্রী বিপুল চন্দ্র ভট্ট অফিসার ইনচার্জ (ও সি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) মনোহরগঞ্জ থানা, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।	১২-১১-২০১৫	১ টি	০৭-০১-২০১৬
	মোট		০৬ টি	
(১) জনাব বিপ্লব কর্মকার, পিতা-সুভাষ কর্মকার, (২) জনাব শ্রীধাম কর্মকার, পিতা-সঞ্জু কর্মকার, সর্বসাং-গ্রাম+পোষ্ট-বিপুলাসার মনোহরগঞ্জ	১। জনাব সোলেমান ভূঁইয়া সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা। ২। মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।	১৪-০৫-২০১৫	১ টি	১১-০৬-২০১৫
	১। জনাব মুহাম্মদ নূর আলম উপ-সচিব (বাজেট) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিবহন পুল ভবন সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা। ২। জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন যুগ্ম-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রশাসন-১ অধিশাখা বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ৩। জনাব মোঃ আহসানুর রহমান হাসিব উপ-সচিব (ডি-১১) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন কমপ্লেক্স শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। ৪। জনাব মিজানুর রহমান পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর ১২১ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ শাহবাগ, ঢাকা। ৫। জনাব এ, বি, এম বদিউজ জামান উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এস কে টাওয়ার, ৭০১ টঙ্গী ডাইভারশন রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।	২২-০৬-২০১৫	১ টি	০৯-০৭-২০১৫

ঐ	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান সিনিয়র সহকারী সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।	১৬-০৮-২০১৫	১ টি	০৬-১০-২০১৫
ঐ	জনাব নেয়ামত উল্লাহ পরিচালক (বিসিএস পরীক্ষা শাখা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয় আগারগাঁও, ঢাকা ।	১৬-০৮-২০১৫	১ টি	০৬-১০-২০১৫
ঐ	অধ্যক্ষ মোঃ শাহ্জাহান আলম সাজু সদস্য সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট, ১ সোনারগাঁও রোড (পলাশী- নীলক্ষেত) ব্যানবেইস ভবন, ঢাকা-১২০৫।	১৪-০৯-২০১৫	১ টি	০৯-১১-২০১৫
	জনাব মোঃ আখতার উজ-জামান সিনিয়র সহকারী সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	১১-১১-২০১৫	১ টি	১০-১২-২০১৫
ঐ	জনাব আশরাফুজ্জামান উপ-সচিব (অডিট) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রেল মন্ত্রণালয়, রেলভবন আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।	১৭-১১-২০১৫	১ টি	০৫-০১-২০১৬
ঐ	জনাব মুহাম্মদ নূর আলম উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	২২-০১-২০১৫	১ টি	১৯-০২-২০১৫
	মোট		০৮ টি	
আলহাজ্ব মোঃ মোবারক উল্যা পিতা-মৃত লকিয়ত উল্যা পাটোয়ারী ফ্ল্যাট নং-৩/সি, ভবন নং-০৬, রোড নং-০২, চেয়ারম্যানবাড়ী বনানী, ঢাকা	এ কে এম আলী আহাদ খান, উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	০১-০২-২০১৫	১ টি	২২-০৩-২০১৫
ঐ	জনাব খন্দকার মনোয়ার মোর্শেদ, সিনিয়র সহকারী সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	০১-০২-২০১৫	১ টি	২২-০৩-২০১
ঐ	জনাব মোঃ শাহ আলম চৌধুরী পরিচালক (জোন-৫) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা	০১-০২-২০১৫	১ টি	২২-০৩-২০১৫
ঐ	জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সহকারী নিবন্ধক (চ:দা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যৌথমূলধন কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস ১ কাওরান বাজার টিসিবি ভবন (৭ম তলা), ঢাকা।	২৫-১০-২০১৫	১ টি	০৯-১২-২০১৫

ঐ	জনাব খন্দকার মনোয়ার মোর্শেদ সিনিয়র সহকারী সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।		১ টি	০৭-০১-২০১৬
	মোট		০৫ টি	
জনাব ফরহাদ চৌধুরী পিতা-আহমদ নূর চৌধুরী ফ্যান্টাসি বিল্ডিং, ২৭৬/এ, কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম।	জনাব আবদুর রহিম জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিঃ দায়িত্ব) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।	০২-০২-২০১৫	১ টি	২২-০৩-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ভূইয়া যুগ্ম নিবন্ধক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিভাগীয় সমবায় দপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।	০৯-০৮-২০১৫	১ টি	২৬-০৮-২০১৫
		মোট	০২ টি	
জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান পিতা-মোঃ আব্দুল হাকিম খান পশ্চিম বক্স নগর (পুষ্প লেন) পোষ্ট-সারুলিয়া, ডেমরা ঢাকা।	১। জনাব মোশারফ হোসেন সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ দাউদকান্দি, কুমিল্লা। ২। আবদুস সালাম চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	২০-০১-২০১৫	১ টি	২২-০২-২০১৫
ঐ	(১) জনাব মোশারফ হোসেন সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ দাউদকান্দি, কুমিল্লা (২) আবদুস সালাম চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) দাউদকান্দি, ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	০৪-০৫-২০১৫	১ টি	১১-০৬-২০১৫
		মোট	০২ টি	
জনাব আব্দুল হাই মিয়া পিতা-মৃত নূরুল ইসলাম গ্রাম+পোষ্ট-মামুদনগর উপজেলা-নাগরপুর জেলা-টাঙ্গাইল।	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	২২-০২-২০১৫	১ টি	২৩-০৩-২০১৫
ঐ	মেহের নিগার পরিচালক (মনিটরিং-১) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইফনিট, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।	২৫-০২-২০১৫	১ টি	২৩-০৩-২০১৫
	মোট		০২ টি	
জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান পিতা-মোঃ সিরাজুল ইসলাম দৈনিক সরেজমিন বার্তা ৭৫ সিদ্ধেশরী সার্কুলার রোড মালিবাগ, ঢাকা।	জনাব মোঃ আবু সাইদ শেখ সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।	২৫-০২-২০১৫	১ টি	২৩-০৩-২০১৫

ঐ	শাহনাজ আক্তার প্রধান শিক্ষিকা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) শহীদ তোজো সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।	২৫-০২-২০১৫	১ টি	২৩-০৩-২০১৫
	মোট		০২ টি	
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান প্রধান নির্বাহী বেলাবাড়ি-১৫/এ,, রোড-৩, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা ঢাকা-১২০৫।	জনাব মুহম্মদ জহিরুল ইসলাম ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বাপেক্স ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।	১৫-০৩-২০১৫	১ টি	০৯-০৪-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভিজিলেন্স) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) পেট্রোবাংলা, পেট্রোসেন্টার, ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।	১৫-০৩-২০১৫	১ টি	০৯-০৪-২০১৫
	মোট		০২ টি	
জনাব আবুল কাশেম আল আসাদ (ফয়সাল) পিতা-মৃত আব্দুস সোহান ৩৯৩, জল্লারপাড় (প্রধান সড়ক) পোষ্ট ও থানা- সদর সিলেট জেলা-সিলেট।	জনাব মোঃ নূরুল আলম সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।		১ টি	০৯-০৪-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ নূরুল আলম সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।	২৩-০৩-২০১৫	১ টি	০৯-০৪-২০১৫
	মোট		০২ টি	
জনাব মোঃ আব্দুল হক পিতা-হাজী মোঃ আব্দুল হাকিম সাং-হারুয়া পূর্ব ফিসারী রোড কিশোরগঞ্জ	জনাব রোকেয়া পারভীন, প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট ও প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) পিটিআই, কিশোরগঞ্জ।	১৮-০৫-২০১৫	১ টি	০৭-০৭-২০১৫
ঐ	জনাব মোমেনা আক্তার সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ।	১৯-০৫-২০১৫	১ টি	০৭-০৭-২০১৫
ঐ	জনাব মোমেনা আক্তার সহকারী কমিশনর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ।	২৫-০৫-২০১৫	১ টি	০৭-০৭-২০১৫
	মোট		০৩ টি	
জনাব নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস পিতা-গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস, ফেয়ার ৪৫/১ আর এ খাঁন চৌধুরী রোড ছয় রাস্তার মোড়, থানাপাড়া, কুষ্টিয়া।	শেফালী রহমান প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।	২৯-০১-২০১৫	১ টি	১৮-০৩-২০১৫

ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় কুষ্টিয়া সদর উপজেলা, কুষ্টিয়া।	২৯-০১-২০১৫	১ টি	১৮-০৩-২০১৫
মোট			০২ টি	
জনাব ফকির এ মতিন পিতা-মৃত আছমত আলী গ্রাম- কালাইরপাড়, পোষ্ট+উপজেলা-গফরগাঁও জেলা-ময়মনসিংহ।	জনাব মোঃ জাবির ইবনে হাফিজ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বিআরডিবি, গফরগাও, ময়মনসিংহ।	২৫-০১-২০১৫	১ টি	১৯-০২-২০১৫
ঐ	১) জনাব মোঃ জাবির ইবনে হাফিজ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বিআরডিবি, গফরগাও, ময়মনসিংহ। ২) জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান সভাপতি ইউ.সি.সি.এ গফরগাঁও, ময়মনসিংহ ও তথ্য সংরক্ষণকারী।	২৫-০১-২০১৫	১ টি	
মোট			০২টি	
জনাব মোঃ হাফিজুল ইসলাম পিতা-মোঃ আব্দুল খালেক চৌড়হাস মতিমিয়ার রেলগেট বিসিক, কুষ্টিয়া।	জনাব উত্তম কুমার রায় সহকারী কমিশনার (ভূমি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপজেলা ভূমি অফিস কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।	০১-০২-২০১৫	১ টি	২২-০৩-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম সেকশন অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।	২৭-০৮-২০১৫	১ টি	০৭-১০-২০১৫
মোট			০২ টি	
জনাব আবু বক্কর সিদ্দিক পিতা-মোঃ আজিজুর রহমান, বর্তমান ঠিকানা-৭২/৩ শাহী মহল, ব্যাংক কলোনী সাভার, ঢাকা।	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস তেজগাঁও, ঢাকা ।	২৭-০৫-২০১৫	১ টি	০৭-০৭-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস তেজগাঁও, ঢাকা।	২৫-০৮-২০১৫	১ টি	০৬-১০-২০১৫
মোট			০২ টি	
জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন পিতা-মোঃ মকবুল হোসেন মৌলভি, গ্রাম-বামনা-বামনী, ওয়ার্ড-২ পোষ্ট-মেলা কুকাটা জলঢাকা, নীলফামারী।	জনাব হারুনুর রশীদ সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ০৮ নং খুটামারা ইউ.পি. জলঢাকা, নীলফামারী।	০৬-০৪-২০১৪	১ টি	১০-০৫-২০১৫
ঐ	জনাব হারুনুর রশীদ সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ০৮ নং খুটামারা ইউ.পি জলঢাকা, নীলফামারী।	০১-০৬-২০১৫	১ টি	০৮-০৭-২০১৫
মোট			০২ টি	

জনাব মোঃ মাহাবুব আনোয়ার পিতা-মোঃ আনোয়ার হোসেন খান গ্রাম-বাড়ী ঘাগুরী ডাকঘর-পিয়ারপুর বাজার উপজেলা-জামালপুর সদর জেলা-জামালপুর।	জনাব আল-নোমান সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জেলা-ময়মনসিংহ।	০৮-০৬-২০১৫	১ টি	০৮-০৭-২০১৫
ঐ	জনাব আল-নোমান সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জেলা-ময়মনসিংহ।	০৮-০৬-২০১৫	১ টি	০৮-০৭-২০১৫
	মোট		০২ টি	
জনাব মতলু মল্লিক পিতা-মৃত মফিজার মল্লিক সিনিয়র রিপোর্টার ও দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ ১৫১/৭ গ্রীণ রোড (৫ম তলা) ঢাকা-১২০৫	জনাব প্রণব কুমার ভট্টাচার্য উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।	১৮-০৬-২০১৫	১ টি	০৯-০৭-২০১৫
ঐ	জনাব প্রণব কুমার ভট্টাচার্য উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয় ১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।	১৮-০৬-২০১৫	১ টি	০৯-০৭-২০১৫
	মোট		০২ টি	
জনাব জিকরুল হক পিতা-মৃত মনির উদ্দিন কয়ামিস্ত্রিপাড়া, বসুনিয়া সড়ক(পুলপাড়া), পোষ্ট- সৈয়দপুরসৈয়দপুর, নীলফামারী।	জনাব শাহীন আহাম্মেদ এরোড্রাম অফিসার বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সৈয়দপুর বিমানবন্দর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।	০৯-০৯-২০১৫	১ টি	০৯-১১-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সৈয়দপুর উপজেলা, নীলফামারী।	০৯-০৯-২০১৫	১ টি	০৯-১১-২০১৫
	মোট		০২ টি	
জনাব মোঃ হারুনার রশীদ জমাদ্দার (মুক্তিযোদ্ধা) পিতা-মরহুম মোঃ রফিক উদ্দীন জমাদ্দার ফ্লাট নং-৮০২, ইস্টার্ণ এরিনা ৯৮, নিউ ইস্কাটন রোড থানা-রমনা, জেলা-ঢাকা।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম এআইজি (এমএন্ডপিআর) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) পুলিশ সদর দপ্তর ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা।	২৩-০৪-২০১৫	১ টি	০৬-০৮-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ এ কে আজাদ খান উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর 'অডিট কমপ্লেক্স',, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	০৯-০৯-২০১৫	১ টি	১১-১১-২০১৫
	মোট		০২ টি	
জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম পিতা-মরহুম মোঃ ইয়াকুব আলী ৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর থানা-কাফরুল, ঢাকা।	দীপ্তিময়ী জামান সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।	২৯-০৯-২০১৫	১ টি	১০-১১-২০১৫

ঐ	জনাব মোঃ নূরুল মোত্তাকিন অফিসার ইন-চার্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ভাটারা থানা, ডিএমপি, ঢাকা।	২৯-০৯-২০১৫	১ টি	০৭-১২-২০১৫
			০২ টি	
শংকরী রানী দে তরফদার পিতা-সুনীল চন্দ্র দে তরফদার গ্রাম-কাউনিয়া ডাকঘর-মশিউর নগর জেলা-ময়মনসিংহ।	জনাব কামরুন নাহার সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১৬, আব্দুল গণি রোড, শিক্ষা ভবন ঢাকা।	০৯-০৭-২০১৫	১ টি	০৬-০৮-২০১৫
ঐ	জনাব কামরুন নাহার সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১৬, আব্দুল গণি রোড, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।	১৫-১০-২০১৫	১ টি	০৮-১২-২০১৫
	মোট		০২ টি	
জনাব মোঃ আবদুল আলীম চীফ রিপোর্টার অপরাধ বিচিত্রা মডার্ন ম্যানশন, ৫৩ মতিঝিল বা/এ ঢাকা।	ফেরদৌস সুলতানা ইভিপি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জন সংযোগ বিভাগ, প্রাইম ব্যাংক লিঃ হেড অফিস, ১১৯/১২০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	১৩-১০-২০১৫	১ টি	০৮-১২-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ লুৎফুল হায়দার এভিপি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনসংযোগ বিভাগ, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ ইউনুস ট্রেড সেন্টার লেভেল-১০ ৫২-৫৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।	১৩-১০-২০১৫	১ টি	০৮-১২-২০১৫
	মোট		০২টি	
জনাব মিলন খন্দকার পিতা-আব্দুল জোব্বার খন্দকার জলসিঁড়ি, আসাদুজ্জামান মার্কেট ডিবি রোড, গাইবান্ধা।	জনাব মোঃ তাহাজুল ইসলাম উপজেলা কৃষি অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপজেলা কৃষি অফিস, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।	১৮-১০-২০১৫	১ টি	১৮-১০-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জেলা পরিষদ কার্যালয়, গাইবান্ধা।	১১-১১-২০১৫	১ টি	১০-১২-২০১৫
ঐ	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস, গাইবান্ধা।	২১-১২-২০১৫	১ টি	০৭-০১-২০১৫
			মোট	০৩ টি
জনাব রাশেদ আহমেদ পিতা-মোঃ আব্দুল মজিদ তালবাগ, সাভার, ঢাকা।	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিঃ অপাঃ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ধামরাই উপজেলা পরিষদ ধামরাই, ঢাকা।	১৯-১০-২০১৫	১ টি	০৯-১২-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ রুহুল আমিন পাটওয়ারী সহকারী সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।	১৯-১০-২০১৫	১ টি	০৯-১২-২০১৫

ঐ	জনাব মোঃ মশিউর রহমান তালুকদার সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সাভার, ঢাকা।	১০-১২-২০১৫	১ টি	০৭-০১-২০১৬
	মোট		০৩ টি	
জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন পিতা-মোঃ তমিজ উদ্দিন ৩৯-৪০ হাটখোলা রোড টিকাটুলি, ঢাকা।	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী মোল্লা সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডেমরা, ঢাকা।	১৮-০৬-২০১৫	১ টি	০৯-০৭-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী মোল্লা সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডেমরা, ঢাকা।	১০-১১-২০১৫	১ টি	০৯-১২-২০১৫
			০২ টি	
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া পিতা-মোঃ আব্বাস আলী ভূঁইয়া ৮২ শাহাজানপুর, ঢাকা।	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী মোল্যা ইউপি সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডেমরা, ঢাকা।	২৯-০৯-২০১৫	১ টি	১০-১১-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী মোল্যা ইউপি সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডেমরা, ঢাকা।	২৯-০৯-২০১৫	১ টি	১০-১১-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী মোল্যা ইউপি সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সারুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডেমরা, ঢাকা।	২৯-০৯-২০১৫	১ টি	১০-১১-২০১৫
ঐ	জনাব কমল কুমার ঘোষ উপ-ব্যাবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাখারাবাদ গ্যাস ডিঃ কোঃ লিঃ পোষ্ট-গৌরীপুর, কুমিল্লা।	১০-১১-২০১৫	১ টি	০৯-১২-২০১৫
ঐ	১। জনাব মোঃ আনোয়র হোসেন ইউপি সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ২। জনাব জসিম উদ্দিন, চেয়ারম্যান মজিদপুর ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা-তিতাস, কুমিল্লা।	১০-১১-২০১৫	১ টি	১০-১২-২০১৫
		মোট	০৫ টি	
জনাব শাদীন মোহাম্মদ তারেক, পিতা-মোহাম্মদ মজিবর রহমান, এসএসএই/মেক, কেলোকা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।	জনাব অমল কৃষ্ণ মন্ডল উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর, ঢাকা	১৭-০৫-২০১৫	১ টি	০৭-০৭-২০১৫
ঐ	জনাব রাশেদুল ইসলাম উপ-সচিব (সায়রত-১ অধিশাখা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান উপ-সচিব (সাধারণ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	১৯-১১-২০১৫	১ টি	০৬-০১-২০১৬

মোট			০২ টি	
জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন পিতা-মোঃ আঃ খালেক জামালতা, পোষ্ট-সিংহঝুলী থানা-চৌগাছা, জেলা-যশোর।	ডাঃ এ, এস, এম, আব্দুর রাজ্জাক উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চৌগাছা, যশোর।	১১-১১-২০১৫	১ টি	১০-১২-২০১৫
ঐ	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন সিনিয়র শাখা ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন চৌগাছা, এরিয়া অফিস, যশোর।	২১-১২-২০১৫	১ টি	০৭-০১-২০১৬
		মোট	০২ টি	

উপর্যুক্ত ছক ও তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৩৩জন অভিযোগকারী ১২৫ টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন। একজন অভিযোগকারী সর্বোচ্চ ১৫ টি অভিযোগ দাখিল করেছেন, অপর একজন অভিযোগকারী ২য় সর্বোচ্চ ১১ টি অভিযোগ, একজন অভিযোগকারী ১০ টি, ২ জন অভিযোগকারী ৮ টি, ২ জন অভিযোগকারী ০৬ টি করে, ২ জন অভিযোগকারী ৫ টি, ৩জন অভিযোগকারী ৩ টি করে মোট ৯ টি, ২১ জন অভিযোগকারী ২ টি করে মোট ৪২ টি অভিযোগ দাখিল করেছেন। এছাড়াও অন্যান্য ২১১ জন অভিযোগকারীর প্রত্যেকে ১ টি করে অভিযোগ দাখিল করেছেন।

৩.১১ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	৫৬১	৫৫৯	০২	০	০	৮৪৫
২.	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৭২	১৭২	০	০৬	০৬	২৪২৬
৩.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	১৫২	১৫০	০২	৬	৬	২৭৫২
৪.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৮৭	৭৫	১২	২	২	০
৫.	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৭২	৭২	০	০	০	০
৬.	অর্থ মন্ত্রণালয়	৬৮	৪৬	২২	১	১	৯০৪
৭.	প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৬৩	৫৭	০৬	৩	৩	২৭৪৮৪১
৮.	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৪০	২৭	১৩	৫	৫	১০৮
৯.	শিল্প মন্ত্রণালয়	৩৫	৩১	০৪	০	০	১৫০
১০.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩১	৭	২৪	১	১	০
	মোট	১২৮১	১১৯৬	৮৫	২৪	২৪	২,৮২,০২৬/-

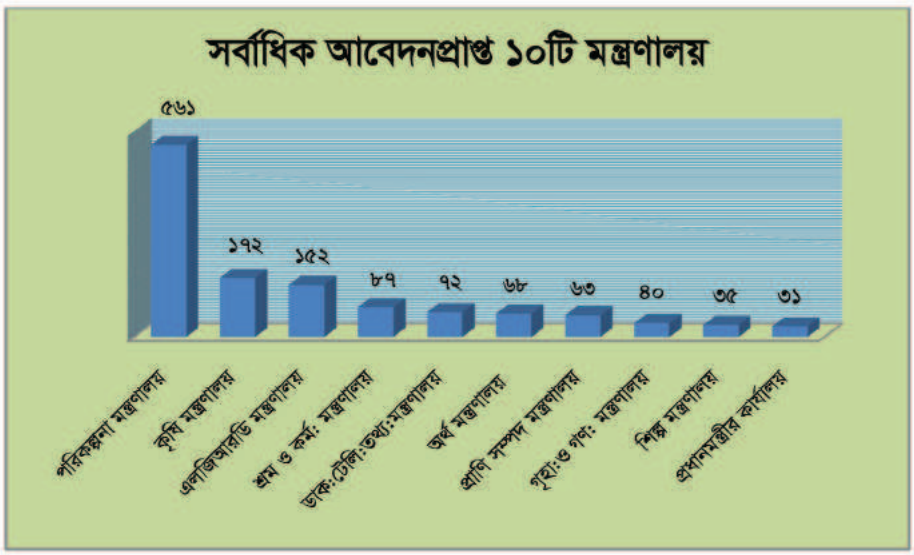

৩.১২ দেশের সকল জেলায় প্রাপ্ত আবেদনগুলোর বিভাগওয়ারী তথ্যাদি:

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	তথ্য না পাওয়ায় আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
১.	খুলনা	১৫৪২	১৫৩৬	০৬	০৫	০৫	১১৭৬/-
২.	ঢাকা	১৩৫৪	১৩৪৯	৫	৫	৫	২৯৬/-
৩.	ময়মনসিংহ	৪৪৪	৪১০	৩৪(৪টি প্রক্রিয়াধীন)	১৯	১৭	১১৭৬/-
৪.	রাজশাহী	৩৫৯	৩৪৯	১০(২টি প্রক্রিয়াধীন)	০৪	০৪	৭০৩/-
৫.	চট্টগ্রাম	২৮৭	২৭৯	৮	১	১	১৬৩১/-
৬.	রংপুর	১৯৪	১৮০	১৪(২টি প্রক্রিয়াধীন)	০২	০২	৮২/-
৭.	সিলেট	১১১	৯২	১৯(১৬ টি প্রক্রিয়াধীন)	১	১	১৫৫/-
৮.	বরিশাল	৫৬	৫৬	০	০২	০২	৯৮৯/-
	বিভাগসমূহের সর্বমোট	৪৩৪৭	৪২৫১	৯৬(২৪টি প্রক্রিয়াধীন)	৩৯	৩৭	৬২০৮/-

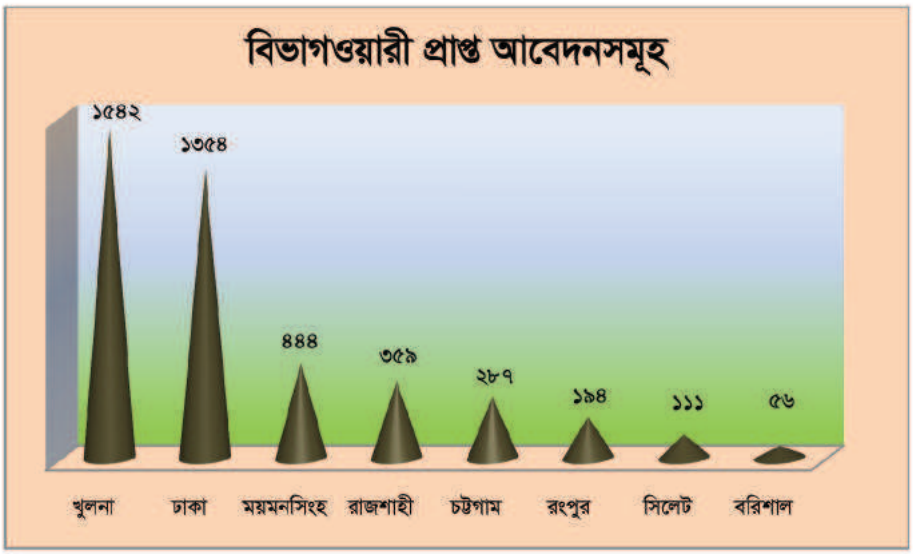

৩.১৩ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০ টি জেলা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	তথ্য না পাওয়ায় আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
১.	যশোর	১৪০৩	১৪০৩	-	০২	০২	৩৭৬/-
২.	নারায়ণগঞ্জ	১১৬৬	১১৬৬	-	-	-	৪২/-
৩.	ময়মনসিংহ	৩৩১	৩২৭	০৪	০৩	০৩	
৪.	কুমিল্লা	২১৮	২১৮	-	-	-	৯১৯/-
৫.	রাজশাহী	৯৫	৯৫	-	০১	০১	২০/-
৬.	সিরাজগঞ্জ	৮২	৭৮	০৪	০২	০২	৬১৪/-
৭.	নাটোর	৮১	৮০	০১	-	-	
৮.	সুনামগঞ্জ	৭৩	৫৭	১৬	১	১	২০/-
৯.	ঢাকা	৬৮	৬৮	-	৪	৪	১৭২/-
১০.	বগুড়া	৬৮	৬৮	-	-	-	-

৩.১৪ এনজিও সমূহে প্রাপ্ত আবেদন

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা
১.	আশা	১১১	১১১			
২.	টিএমএসএস	৩৭	৩৭	-	-	-
৩.	টিআইবি	২৫	২৫	-	-	-
৪.	ডেমক্রেসিওয়াচ	২০	২০	-	২০	২০
৫.	পার্টনার	১৬	১৬	-	-	-
৬.	ব্র্যাক	১১	১১	-	০২	০২
৭.	কারিতাস	০৬	০৬			
৮.	আরডিআরএস বাংলাদেশ	১	১	-	১	১
	মোট	২২৭	২২৭	-	২৩	২৩

উল্লিখিত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন এনজিও এর নিকট মোট ২২৭ টি তথ্যের আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

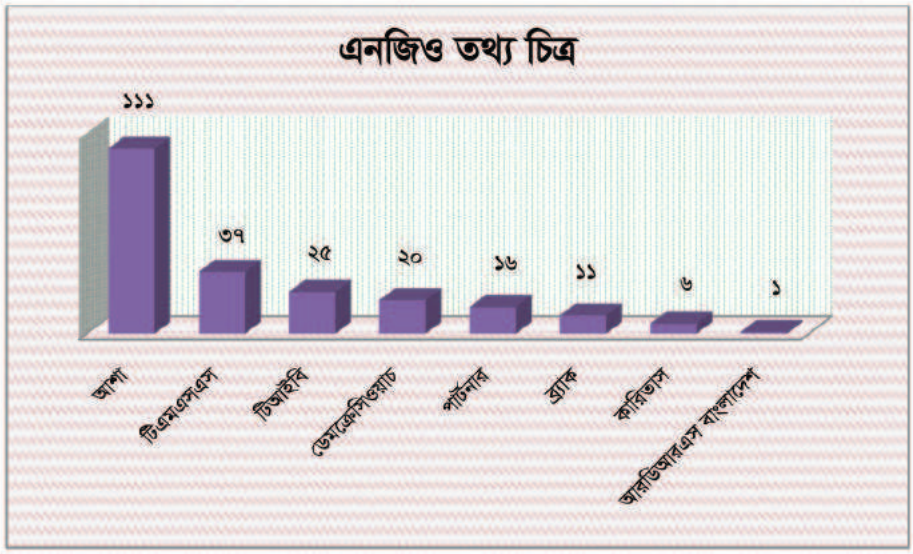

৩.১৫ তথ্য কমিশন ঃ কেস স্টাডি

কেস স্টাডি-০১ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-এর তথ্য পেলেন ড. শাহদীন মালিক (এ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট)।

অভিযোগকারী ড. শাহদীন মালিক (এ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট), পিতা-জনাব আব্দুল মালিক চৌধুরী, বসা-২৭, সড়ক-১৩/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর ১২-০২-২০১৫ তারিখে অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১৪ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর নিকট ১৫-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

২৪ শে এপ্রিল, ২০১৩, সাভারের রানা প্লাজা ধ্বসের মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনার পর থেকে ক্ষতিগ্রস্থ, আহত ও নিহত পোষাক শ্রমিকদের পরিবারকে পূর্নবাসন ও সহায়তা এবং আহতদের সুচিকিৎসার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন অংকের অনুদান গ্রহণ করা হয়।
গত ১৫ ই জুলাই, ২০১৩, দেনিক ইত্তেফাকের ৩য় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে, গত ২৪ মে এপ্রিল, ২০১৩ সাভারের রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনায় "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় ১২৮ কোটি টাকা জমা পড়েছে।"একই তথ্য মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জাতীয় সংসদকে জানান।
এমতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এর উপধারা (১) মোতাবেক আবেদনকৃত তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করার জন্য আবেদন করছি-

- **এই অর্থ কোন কোন একাউন্টে গচ্ছিত আছে?**
- **এই ব্যাংক একাউন্ট কে বা কারা পরিচালনা করছে?**
- **ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে কোন বিবেচনায় কত টাকা প্রদান করা হয়েছে? উক্ত অর্থের মধ্যে কাকে, কিভাবে (নগদ, চেক অথবা সামগ্রী) কে বিতরণ করেছে তার তালিকাকরণ করা।**
- **উপরোক্ত হিসাবগুলি কি পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালিত হচ্ছে?**
- **অনুদানপ্রাপ্ত ১২৮ কোটি টাকার মধ্যে এ যাবৎ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সর্বমোট কত টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং কত টাকা জমা আছে?**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-১১-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান সিকদার, মূখ্যসচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার পাননি।

অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৪৬/২০১৫ নং অভিযোগ হিসেবে ১৮-০৩-২০১৫তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন ইস্যু করা হয়। ধার্য তারিখে অভিযোগকারীর ড. শাহদীন মালিক (এ্যাডভোকেট) এর পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী শেগুফ্তা তাবাসসুম আহমেদ এবং প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ সহিদউল্যাহ, পরিচালক-১৪ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা শুনানীতে উপস্থিত ছিলেন। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ইতোমধ্যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তবে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি বিধায় তথ্য পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য তিনি সময়ের আবেদন করেন। প্রতিপক্ষ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা এর পরিচালক-১৪ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ সহিদউল্যাহ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় কমিশন অভিযোগকারীর সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে এবং ০৮-০৪-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

ধার্য তারিখের পূর্বেই অভিযোগকারী ড. শাহদীন মালিক (এ্যাডভোকেট) এর পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবী পত্র মারফত কমিশনকে অবহিত করেন যে, তিনি তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণপূর্বক প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট। একই পত্রে তিনি দায়েরকৃত অভিযোগটি খারিজের জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে শুনানীর ধার্য তারিখে তথ্য কমিশন ট্রাব্যুনালে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হয়।

কেস স্টাডি-০২ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য পেলেন জনাব এস.এম সাইফ আলী।

অভিযোগকারী জনাব এস.এম সাইফ আলী, পিতা-এস.এম.মুজিবুর রহমান, দৈনিক সরেজমিন বার্তা, ৭৫, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭, ১৯-০৩-২০১৫ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালি, ঢাকা এর পরিচালক (এমআইএস) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ এর নিকট ০৯-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে-

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও বিজ্ঞাপন বিষয়ক তথ্যঃ

ডিরেক্টর (স্টোর এন্ড সাপ্লাইজ) এবং লাইন ডিরেক্টর, প্রক্রিউরমেন্ট লজিস্টিকস এন্ড সাপ্লাইজ ম্যানেজমেন্ট, সিএমএসডি, তেজগাঁও, ঢাকা এর পক্ষ থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ ইফতেখার উদ্দিন ২টি দরপত্র আহবান করেছিলেন যার নম্বরঃ

ক) Invitation for bids (IFB)
For procurement of "Antiretroviral Drugs" Health, Populatiobn & Nutrition Sector Development Program (HPNSDP).credit No: 4954-BD IFB No. CMSD/G-1338(ICB)/2013-2014/D-3/24.Dated: 24-11-2013.

খ) Invitation for bids (IFB)
For procurement of "Immunological Products & Vaccine (lot-1,2& 3)" Health, Populatiobn & Nutrition Sector Development Program (HPNSDP). credit No: 4954-BD IFB No. CMSD/G-1320(ICB)/2013-2014/D-5/24.Dated: 24-11-2013.

উপরোল্লেখিত (ক) ও (খ) Invitation for bids (IFB) নম্বরের ২টি দরপত্র বিজ্ঞপ্তি যেসব জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেসব পত্রিকার নাম, বিজ্ঞপ্তি ২টি যে তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল সেই তারিখ এবং যে প্রতিষ্ঠানটি কার্যাদেশ পেয়েছে তার নাম ও ব্যবসায়িক ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-০২-২০১৫ তারিখে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। পরবর্তীতে ২৬-০২-২০১৫ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাকে ০৪ পৃষ্ঠা তথ্য প্রদান করেন। সরবরাহকৃত তথ্য সঠিক না হওয়ায় তিনি ১৯-০৩-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

কমিশনের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৬৯/২০১৫ নং অভিযোগ হিসেবে ০৯-০৪-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়। ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ০৭-০৫-২০১৫ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়। ধার্য তারিখে প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাকে তার যাচিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তবে একটি তথ্যে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ থাকলেও সে পত্রিকায় এ সংক্রান্ত কোন বিজ্ঞাপন দেখতে পাননি। এই তথ্যটিই তিনি জানতে চান। প্রতিপক্ষ উপ-পরিচালক (এম.আই.এস) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, প্রদত্ত তথ্যের কোন অংশ সঠিক নয় তা সুনির্দিষ্ট করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রেরণ করা হলে তিনি ২৬-১১-২০১৩ ইং তারিখে যে দুইটি টেন্ডার যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বলে উল্লেখ ছিল তা সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন। অভিযোগকারীর বক্তব্য প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট সি.এম.এস.ডি শাখা হতে (১) দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিটি ছাপানোর জন্য সি.এম.এস.ডি থেকে পত্র প্রদান করা হয়েছিল তার ফটোকপি, (২) বিজ্ঞাপন ছাপানোর কারণে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা যে বিল দাবী করেছে তার কপি ও (৩) দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা কর্তৃক দাবীকৃত বিল পরিশোধের সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র চেয়ে পত্র প্রেরণ করেন। উত্তর না পাওয়ায় অভিযোগকারীকে তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। শুনানী শেষে তথ্য কমিশন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তীতে অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হন।

কেস স্টাডি-০৩ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য পেলেন জনাব পান্নালাল বাশফোর।

অভিযোগকারী জনাব পান্নালাল বাশফোর, পিতা-গনেশ চন্দ্র বাশফোর, ফেয়ার, ৪৫/১ আর এ খাঁন চৌধুরী, সড়ক, (ছয়রাস্তার মোড়), থানাপাড়া, কুষ্টিয়া ০৯-০২-২০১৫ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০৩-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে **"১২-১৩ ও ১৩-১৪ সেশনে যে সকল দলিত ও হরিজন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে তাদের প্রাপ্ত নম্বর, পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ নামের তালিকা এবং যে নীতিমালার আওতায় দলিত ও হরিজন ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি নেওয়া হয়েছে তার ফটোকপি"**চেয়ে আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৫-১২-২০১৪ তারিখে আপীল কর্মকর্তা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৯-০২-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৩৩/২০১৫ নং অভিযোগ হিসেবে ১৯-০৩-২০১৫তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন ইস্যু করা হয়। ধার্য তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কোন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হননি। কমিশনের সমন পাবার পর বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং তথ্য প্রস্তুত করেছেন এবং অভিযোগকারীকে ৫৮/- টাকা তথ্য মূল্য জমা প্রদানপূর্বক তথ্য সংগ্রহের জন্য বলা হয়েছে মর্মে তিনি জানান। উভয়পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনান্তে তথ্যমূল্য গ্রহণান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশন কর্তৃক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

কেস স্টাডি-০৪ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ এর তথ্য পেলেন সাতক্ষীরা জেলার সাতক্ষীরা উপজেলার ১২ জন বীমা-গ্রাহক।

সাতক্ষীরা জেলার সাতক্ষীরা উপজেলার ১২ জন বীমা-গ্রাহক সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ, পলাশ পোল, সাতক্ষীরা এর ইনচার্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব ফেরদৌস আলম এর বিরুদ্ধে ০৩-০৮-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে বীমা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য চেয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ

(আরটিআই), গৃহসঞ্চয় বীমা প্রকল্প, সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ, ঢাকা বরাবরে আবেদনকারীগণ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তারা ০৩-০৮-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ, পলাশ পোল, সাতক্ষীরা এর ইনচার্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব ফেরদৌস আলম এর বিরুদ্ধে **# লক্ষ্মী রানী মন্ডল**, পিতা-মৃত পাগল মন্ডল, গ্রাম+পোষ্ট-ফিংড়ি, থানা+জেলা-সাতক্ষীরা, **# পাতাশী মন্ডল**, স্বামী-মজাল মন্ডল, গ্রাম-তেতুল ভাঙ্গা, পোষ্ট-ধুলিহর, থানা+জেলা-সাতক্ষীরা, **# ললিতা রানী মন্ডল**, স্বামী-বাবু মন্ডল, গ্রাম-ফয়জুল্যাহপুর, পোষ্ট-ব্রক্ষরাজপুর, থানা+জেলা-সাতক্ষীরা, **# ঝর্ণা রানী রায়**, স্বামী-দিলিপ কুমার রায়, গ্রাম-ফয়জুল্যাহপুর, পোষ্ট-ব্রক্ষরাজপুর, থানা+জেলা-সাতক্ষীরা, **# মালঞ্চ মন্ডল**, স্বামী-মধু মন্ডল, গ্রাম-কোমরপুর, পোষ্ট-ভালুকাচাঁদপুর, থানা+জেলা-সাতক্ষীরা, **# সুপর্ণা রানী মন্ডল**, স্বামী-সন্য মিত্র, গ্রাম+পোষ্ট-ফিংড়ি, থানা+জেলা-সাতক্ষীরা, **# জয়ন্তী রানী**, পিতা-মৃত সন্তোষ গাইন, গ্রাম-কোমরপুর, পোষ্ট-ভালুকাচাঁদপুর, থানা+জেলা-সাতক্ষীরা, **# ধীরেন সেন**, পিতা-সুবোল সেন, গ্রাম-ফয়জুল্যাহপুর, পোষ্ট-ব্রক্ষরাজপুর, থানা+জেলা-সাতক্ষীরা, **# সুভাষ মন্ডল**, পিতা-মৃত যোগীন্দ্র মন্ডল, গ্রাম-কোমরপুর, পোষ্ট-ভালুকাচাঁদপুর, থানা+জেলা-সাতক্ষীরা, **# পূর্ণিমা রায়**, স্বামী-মাখম রায়, গ্রাম-ফয়জুল্যাহপুর, পোষ্ট-ব্রক্ষরাজপুর, থানা+জেলা-সাতক্ষীরা, **# আরুতী মন্ডল**, স্বামী-নিবাস মন্ডল, গ্রাম-তেতুল ভাঙ্গা, পোষ্ট-ধুলিহর, থানা+জেলা-সাতক্ষীরা এবং **# সবিতা রানী ঢালী**, স্বামী-নিতাই চন্দ্র ঢালী, গ্রাম-ফয়জুল্যাহপুর, পোষ্ট-ব্রক্ষরাজপুর, থানা+জেলা-সাতক্ষীরা তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। কমিশনের সভায় অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে যথাক্রমে ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪ এবং ১৪৬/২০১৫ নং অভিযোগ হিসেবে ২৭-০৮-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়। ধার্য তারিখে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। অভিযোগকরীর প্রার্থীত তথ্য পূর্বে সরবরাহ না করার বিষয়ে কমিশন জিজ্ঞাসা করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উত্তরে বলেন যে, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা না থাকায় তা মৌখিকভাবে জানানো হয়েছিল। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অতি দরিদ্র শ্রেণীর অভিযোগকারী **পাতাশী মন্ডল, সুপর্ণা রানী মন্ডল, ধীরেন সেন, সবিতা রানী ঢালী ও আরুতী মন্ডল** হয়রাণীর শিকার হয়েছেন এবং তাদের তথ্য কমিশনে হাজির হবার কারণে যাতায়াত ও থাকা খাওয়া বাবদ প্রত্যেকের প্রায় ১,৪০০/-(একহাজার চারশত) টাকা খরচ হয়েছে তথ্য কমিশনকে অবহিত করে ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করেন। উল্লিখিত ০৫ (পাঁচ) জন অভিযোগকারীর প্রত্যেকে যাতায়াত ও থাকা খাওয়া খরচের ৫০% অর্থাৎ ৭০০/-(সাতশত) টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কমিশন নির্দেশনা প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তা প্রদানে সম্মতিজ্ঞাপন করেন। শুনানীশেষে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তীতে অভিযোগকারীগণ তাদের প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হন এবং ক্ষতিপূরণের অর্থও প্রাপ্ত হয়েছেন।

কেস স্টাডি-০৫ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় টাঙ্গাইল জেলাধীন নাগরপুর উপজেলায় প্রায় ১ কোটি টাকার সম্পদ উদ্ধারে সফলতার দাবী করলেন জনাব আব্দুল হাই মিয়া।

অভিযোগকারী জনাব আব্দুল হাই মিয়া, পিতা-মৃত নূরুল ইসলাম, গ্রাম+পোষ্ট-মামুদনগর, উপজেলা-নাগরপুর, জেলা-টাঙ্গাইল প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর ২২-০২-২০১৫ তারিখে অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে ১৭-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে নিম্ন লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন কারেন-

টাঙ্গাইল জেলাধীন নাগরপুর উপজেলায় প্রায় ১ কোটি টাকার সম্পদ রাষ্ট্রের কাজে লাগানোর নিমিত্তে সংসদ সদস্যের ডিওসহ একাধিক আবেদনের প্রেক্ষিতে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় স্থানীয় উন্নয়ন ও সরকারী সম্পদ রক্ষার্থে ৩১-১২-২০১৩ তারিখে ৮.০১২.০১৪.০৫.০৫২.২০১২ (অংশ-৩)-৬৩৬ স্মারকে টাঙ্গাইল জেলাধীন নাগরপুর উপজেলার মামুদনগর ইউনিয়নে ৮ বছর যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় বন্ধ থাকা, মামুদনগর পূর্বপাড়া কমিউনিটি প্রাঃ বিদ্যালয়কে ১৫০০ বিঃ স্থাপন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রকল্পের নিয়মে প্রায় ৫৮,০০,০০০ (আটান্ন লক্ষ) টাকা ব্যয়ে ভবন নির্মিত হবে। কিন্তু বিদ্যালয়ের নামে দলিল থাকলেও হাল জরিপের রেকর্ড জেলা প্রশাসকের নামে থাকায়, মাননীয় সংসদ সদস্যের ডিও পত্রের আলোকে সহকারী কমিশনার (ভূমি), নাগরপুর টাঙ্গাইল জমি বন্দোবস্তের উদ্যোগ নিয়ে ১৭-১১-২০১৪ তারিখে ৯২৩/১(২) স্মারকে পরিত্যাক্ত বিদ্যালয় সম্পর্কে ইউ পি চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত জবাব চেয়েছেন। তাই, টাঙ্গাইল জেলাধীন নাগরপুর উপজেলার যে সমস্ত কমিউনিটি প্রাঃ বিদ্যালয়কে ৩য় ধাপে সরকারীকরণের তালিকায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়েছেন এই তালিকার মধ্যে টাঙ্গাইল জেলাধীন নাগরপুর উপজেলার মামুদনগর পূর্বপাড়া কমিউনিটি প্রাঃ বিদ্যালয় ৩য় ধাপে সরকারী করণের তালিকায় আছে কিনা? মহোদয়ের সুবিধার্থে উল্লেখ করা যায়, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের সরকারীকরণের ৩য় ধাপের তালিকায় মামুদনগর পূর্বপাড়া কমিউনিটি প্রাঃ বিদ্যালয় নেই। উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশে সু-নিশ্চিত হওয়ার জন্য মহোদয়ের নিকট আবেদন পেশ করছি। যেহেতু বিদ্যালয়টি ১৫০০ বিঃ স্থাপন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ ব্যাপারে ইউ পি চেয়ারম্যানও আবেদন করেছেন (কপি সংযুক্ত)। সেহেতু এই তথ্য জনস্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৬-০১-২০১৫ তারিখে সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২২-০২-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৫৩/২০১৫ নং অভিযোগ হিসেবে ২৩-০৩-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন ইস্যু করা হয়। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আব্দুল হাই মিয়া এবং প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা হাজির হন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশন কর্তৃক সমন জারীর পর তিনি তথ্য পেয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করায় শুনানী গ্রহণান্তে তথ্য কমিশন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হয়।

পরবর্তিতে অভিযোগকারী জনাব আব্দুল হাই মিয়া ২০-০৪-২০১৫ তারিখে এক পত্র মারফত কমিশনকে অবহিত করেন যে, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করার ফলে টাঙ্গাইল জেলাধীন নাগরপুর উপজেলার মামুদনগর ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের পরিত্যাক্ত (প্রায়) এক কোটি টাকার সরকারী সম্পদ উদ্ধার নিমিত্তে দুই বছর যাবৎ আটকে পড়া প্রকল্প পুনরায় চালু হয়েছে।

৩.১৬ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হলে অধিকাংশ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়সমূহ নিজস্ব কার্যালয়সহ অধীনস্ত দপ্তরসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করে এবং জেলা প্রশাসকগণ নিজস্ব কার্যালয়সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। বেসরকারি সংস্থাসমূহ অধীনস্ত শাখা অফিসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন এবং পৃথকভাবে নিজস্ব প্রতিবেদন প্রেরণ করে। তবে সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/বেসরকারি সংস্থা থেকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রতিবেদন না পাওয়ায় তাদের তথ্যাদি অত্র বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়নি।

৩.১৬.১ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের সকল মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে একত্রে মোট ১,৬০৭টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ১৪৬২টি (৯০.৯৮%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য না দেয়ার আবেদনের সংখ্যা ১২০টি এবং ২৫টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৫ সালে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে চাহিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মোট ২,৯৪,৫২০/- (দুই লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশত বিশ) টাকা আদায় হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ৪৯টি আপীল আবেদন করা হয়েছে, এর মধ্যে ৪৫টি আবেদন নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ০৪টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর ব্যতীত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে কোন সমন্বিত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি বিধায় তা বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়নি।

৩.১৬.২ জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের সকল জেলা থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একত্রে মোট ৪,৩৪৭টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ৪২৫১টি (৯৭.৭৯%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৭২টি (০১.৬৬%)এবং ২৪টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের সংখ্যা ৩৯টি তন্মধ্যে ৩৭টি আপীল আবেদন নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ০২ টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন। সারা দেশে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে মোট ৬,২০৮ টাকা আদায় হয়েছে।

দেশের ৬৪ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর ও শেরপুর জেলা; চট্টগ্রাম বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা, খুলনা বিভাগের মাগুড়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলা; রাজশাহী

বিভাগের জয়পুরহাট জেলা, রংপুর বিভাগের ঠাকুরগাঁও জেলা; অর্থাৎ মোট ০৯টি জেলায় তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন/অনুরোধ দাখিল করা হয়নি।

প্রতিবেদনসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশের জেলাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে যশোর জেলায় (১৪০৩টি)।

৩.১৬.৩ এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের বিভিন্ন এনজিওসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত এনজিওসমূহে মোট২২৭টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে সকল তথ্য প্রদান করা হয়েছে। প্রেরিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রায় সকল এনজিও চাহিত তথ্য বিনামূল্যে প্রদান করেছে। প্রতীয়মান হয় যে, তথ্যের মূল্য আদায় না করায় সরকার কিছুটা হলেও রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৩.১৭ তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে তথ্য কমিশনের জন্য মোট ৪৭৯.৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের বাজেট নিম্নরূপঃ

কোড-	৩-৩৩০৫-৩১২৪-৫৯০০	অংকসমূহ লক্ষ টাকায়			
কোড নং	খাতের নাম	২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংশোধিত মোট বরাদ্দ	২০১৫-১৬অর্থবছরে ডিসেম্বর/১৫পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থ	ডিসেম্বর/১৫ পর্যন্ত পকৃত ব্যয়
ক) ৪৫০০	মূল বেতন বাবদ সহায়তা	৬৯.৫৩	১২২.৫৩	৩৪.৭৮	৪৪.২২
খ) ৪৭০০	ভাতাদি ও অন্যান্য ব্যয়	৬৯.০৪	৭৩.২২	৩৯.৯১	৩৪.১৯
গ) ৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	২৬৬.৮	২৭১.৭৭	১৩৩.৪৪	৭৮.০০
ঘ) ৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	২৩.১৬	১১.১৬	১১.৫৮	৫.৩৪
(ঙ) ৬৮০০	মুলধন ব্যয় মঞ্জুরি	৫১.০২	১২৬.৯৭	২৫.৫৪	০.৮৫
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ) =		৪৭৯.৫৫	৬০৫.৬৫	২৪৫.২৫	১৬২.৬০

৩.১৮ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমনঃ

- তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারায় প্রত্যেক তথ্য প্রদানকারী ইউনিট তথা প্রত্যেক অফিসে একজন করে তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। অনেক সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে এখন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি যা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বদলী হলে তদস্থলে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে তথ্য কমিশনকে অবহিত না করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা গিয়েছে।
- স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক বেশ কিছু কাজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতোমধ্যেই সম্পাদিত হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত অধিদপ্তর গুলোতে প্রচুর তথ্যসহ নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইটগুলোতে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৬ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যেমন সংস্থার পটভূমি ও কার্যাবলী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবন্টন, অনুসরিত আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, অধিকাংশ নাগরিক সনদ, অধিকাংশ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি ওয়েবসাইটেআপলোড করা হয়েছে। কিন্তু ওয়েবসাইটগুলো নিয়মিত হালনাগাদকরণে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। সর্বোপরি অধিকাংশ মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করলেও অধীনস্ত অধিকাংশ অধিদপ্তরগুলো তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।

- তথ্য অধিকার আইন জারীর মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার বিধান করা হলেও জনগণ এই আইনটি সম্পর্কে ও আইনের বিধান সম্পর্কে খুব কম ধারণা রাখেন। আইনের চর্চা খুবই কম। ২০১৫ সনে সারা দেশে মাত্র ৬১৮১ টি তথ্যের আবেদন দাখিল হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম। গত ছয় বছরে মোট ৬৯,৮৬২ টি তথ্যের আবেদন দাখিল হয়েছে যা দেশের জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, দেশের জনগণ এই আইনটি সম্পর্কে ও আইনের বিধান সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হতে পারেননি বা যারা জানতে পেরেছেন তাদের অধিকাংশই আইনটি ব্যবহার করছেন না।কাজেই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনগণকে এই আইনটি সম্পর্কে সচেতন করে আইনটি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।
- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর পরিদর্শনে দেখা গিয়েছে যে, খুবই অল্প সংখ্যক নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের নাম, পদবীসহ তথ্যাদি অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করেছেন। অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের অফিসে বা কাছাকাছি কোথাও উক্ত তথ্যাদি প্রদর্শন করেননি। এটি তথ্য আবেদনকারীগণের জন্য কিছুটা হলেও সমস্যা সৃষ্টি করে, কার কাছে তথ্যের আবেদন দাখিল করতে হবে বা কার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এটি বের করতে। এটি তথ্যের আবেদন দাখিল পরিহার করার বা যতটুকু সম্ভব নিম্নতম পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের ও সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষের অনীহার মনোভাব নির্দেশ করে।
- বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে নথি সংরক্ষণের সক্ষমতা ক্রমশঃ উপর থেকে নীচের দিকে কমে এসেছে। অবশ্য, তথ্য/নথি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সকল অফিসে সমান নয়। তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষিত নাহলে তা চাহিদার ভিত্তিতে বা স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তদুপরি ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ ও তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনার্থে কার্যক্রম গ্রহণ জরুরী।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইনের বিধানবলীর সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী না আনায় দীর্ঘদিন অনুসরিত আইন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে কিছুটা হলেও প্রতিবন্ধকতা/ভীতি সৃষ্টি করছে। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য প্রদানে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। এজন্য স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা জরুরী হয়ে পড়েছে।
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষের করণীয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য এবং প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুতের নিমিত্ত সরকারি অফিসে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় কর্তৃপক্ষগুলো তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্ব-প্রণোদিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং চাহিদার ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধার সন্মুখীন হচ্ছে।

৩.১৯ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ

- তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ সম্পন্ন করা।
- প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা।
- Suo-moto disclosure এর পরিমাণ ও পরিধি আরো বৃদ্ধি করা, ইনডেক্স ও ক্যাটালগ অনুসারে তথ্য সংরক্ষণ ও সংগৃহিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- ওয়েবসাইট প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা।
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত এনজিওগুলোর তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- Video Conference Based Hearing এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- স্ব-উদ্যোগে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা।
- প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সিটিজেন চার্টার সেবা প্রদানের সময়সীমা ও ব্যর্থতায় প্রতিকার লাভের উপায়সহ প্রস্তুত করা ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- বেসরকারি দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা।
- দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সদস্যদের পদমর্যাদা একই হওয়া বাঞ্ছনীয় বিধায় সরকারি উদ্যোগ গ্রহণপ্রয়োজন।

- অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ তথ্য কমিশনের আদেশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে কমিশনকে Contempt Proceeding draw করার ক্ষমতা প্রদান করা ইত্যাদি বিভিন্ন সময়োপযোগী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।
- তথ্য অধিকার আইনে এবং তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা।
- সর্বোপরি তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্ত বিভিন্ন জারি/সারি গান, নাটক, ডকুমেন্টরী ফিল্ম তৈরী এবং দেশের বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারগুলোতে ও বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থাগ্রহণ ইত্যাদি।

৩.২০ উপসংহার

তথ্য অধিকার আইন একটি জনকল্যাণকর আইন। জনগণের নিকট সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা আনয়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকল স্তরে দুর্নীতি দমনের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবেও তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা রয়েছে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তথ্য অধিকারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তথ্য অধিকার আইন জারি ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠারপথে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছার প্রতিফলন যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জনগণের ক্ষমতায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। কমিশন কাজ শুরু করার পর স্বল্প সময়ে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তথ্য পাওয়ার বিষয়ে জনগণের আগ্রহ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাড়া নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য জানার আকাঙ্ক্ষা পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে কমিশনের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের কাজ সম্পর্কে জনগণের ব্যাপক সচেতনতার ওপর। দেশের আপামর জনগোষ্ঠী এ আইনের সহায়তা নিয়ে সরকারি-বেসরকারি, প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে উজ্জ্বল হবে বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

অধ্যায় - ৪

পরিশিষ্টসমূহ

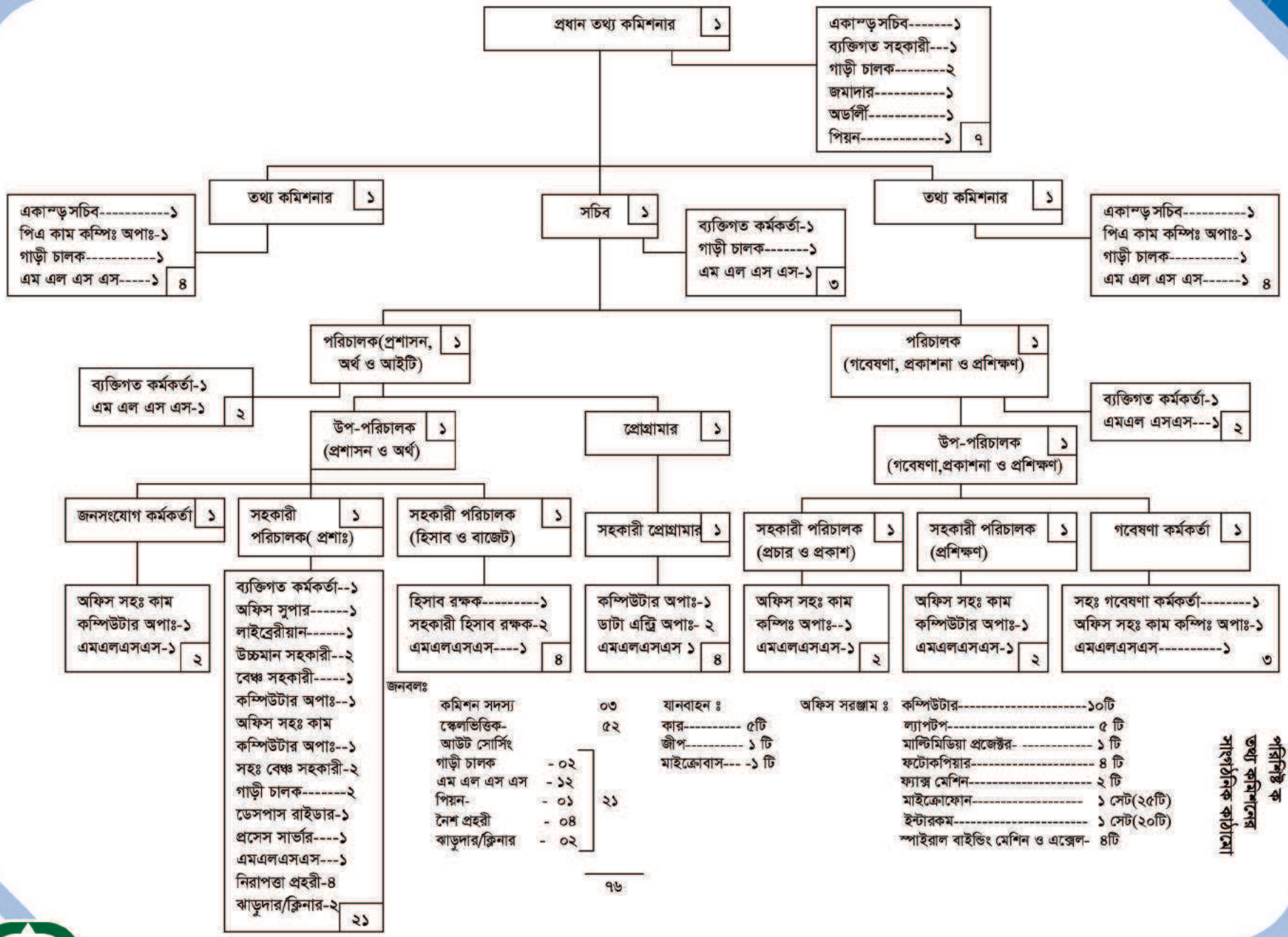

জনবলঃ

কমিশন সদস্য		০৩
স্কেলভিত্তিক-		৫২
আউট সোর্সিং		
গাড়ী চালক	- ০২	
এম এল এস এস	- ১২	
পিয়ন-	- ০১	২১
নৈশ প্রহরী	- ০৪	
ঝাড়ুদার/ক্লিনার	- ০২	
		৭৬

যানবাহন ঃ
কার---------- ৫টি
জীপ---------- ১ টি
মাইক্রোবাস--- -১ টি

অফিস সরঞ্জাম ঃ
কম্পিউটার----------১০টি
ল্যাপটপ---------- ৫ টি
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর- ---------- ১ টি
ফটোকপিয়ার---------- ৪ টি
ফ্যাক্স মেশিন---------- ২ টি
মাইক্রোফোন---------- ১ সেট(২৫টি)
ইন্টারকম---------- ১ সেট(২০টি)
স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন ও এক্সেল- ৪টি

পরিশিষ্ট ক
তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

তথ্য কমিশন কর্তৃক পরিচালিত তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয় ও জেলা পর্যায়ে রিসোর্স পার্সন হিসেবে নির্বাচিত কর্মকর্তাবৃন্দের বিবরণী

মন্ত্রণালয় পর্যায়ে রিসোর্স পার্সন হিসেবে নির্বাচিত কর্মকর্তাবৃন্দের বিবরণী

ক্রমিক নম্বর	নাম	কর্মস্থল/পদবী	মোবাইল ও ই মেইল নম্বর
ব্যাচ নম্বর: ০১	অংশগ্রহণকারী: ২০ জন	রিসোর্স পার্সন হিসেবে নির্বাচিত: ০৬	
১	জনাব মোঃ আবুয়াল হোসেন	যুগ্ম-সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	০১৭১১-১৫৪৭৩৭ abual2007@yahoo.com
২	জনাব স্বপন কুমার বড়াল	যুগ্ম-সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়	০১৭১৫-২১৩৮৬৫ swapanbaral@yahoo.com
৩	জনাব আহমেদ ফয়সল ইমাম	উপ-সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	০১৭১০-১১২৪৯০ faisalimam17@yahoo.com
৪	বেগম সালমা মমতাজ	উপ-সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	০১৭১৫-৪৯৬৮৭৪ salmamomotaz@yahoo.com
৫	ড.মোঃ আঃ হাকিম	উপ-পরিচালক (প্রশা), তথ্য কমিশন	০১৭৩১-৩৬০৩৭৭ lagshoi2007@ gmail.com
৬	নূরুন নাহার	উপ-পরিচালক (গপ্রপ্র), তথ্য কমিশন	০১৭১২-০৮৬১৯৫ nnahar1972@yahoo.com
ব্যাচ নম্বর: ০২	অংশগ্রহণকারী: ১৯ জন	রিসোর্স পার্সন হিসেবে নির্বাচিত: ১১	
৭	জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম	যুগ্ম-সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	০১৭১২-০৩৪৬৯৭ dabirhbz@gmail.com
৮	জনাব শেখ হুমায়ুন কবীর	উপ-সচিব , আইন ও বিচার বিভাগ	০১৭১১-১৮১৮৩৪ kabirh42@yahoo.com
৯	মিসেস উম্মে কুলসুম	উপ-সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	০১৭২১-৪৩৭০৬৫ kummey@gmail.com
১০	জনাব সুশান্ত কুমার সরকার	উপ-সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০১৭৪১-৪৯৪৭৭৬ sus12740000@gmail.com
১১	জনাব খাজা আব্দুল হান্নান	উপ-সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	০১৭১১-৩৮২৩৮৪ khaja abdul hannan@ yahoo.com
১২	জনাব রতন চন্দ্র পন্ডিত	উপ-সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০১৭১৬-২৬২৯৩৭ rpandit63@yahoo.com
১৩	জনাব তৌফিকুর রহমান	উপ-সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০১৫৫২-৬৩১৮৯১ dalim002@yahoo.com
১৪	জনাব মোঃ আব্দুল করিম	যুগ্ম-সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	০১৭১৫-৪২১৭০৪ karim.md.100@gmail.com
১৫	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম	উপ-সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	০১৭১২-২১২২৭২ monir4560@gmail.com
১৬	ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান	উপ-সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১৭১১-৯৭২৩৩০ mrahman5993@gmail.com
১৭	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান	উপ-সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	০১৫৫৬-৭৭০০৮৮ section2@most.gov.bd
ব্যাচ নম্বর: ০৩	অংশগ্রহণকারী: ২৩ জন	রিসোর্স পার্সন হিসেবে নির্বাচিত: ০৯	
১৮	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	যুগ্ম-সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০১৭১১-৪৫৪৭০৫ ahwarho1@gmail.com
১৯	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান	উপ-সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০১৭১২-২৯৭৪২৯ mahmud6330@gmail.com
২০	মিসেস শামস-ই-আরা বিনতে হুদা	উপ-সচিব, দূর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রণালয়	০১৫৫২-৪৫০০৪০ shamsiara@gmail.com
২১	জনাব মোঃ মনিরুল হুদা	উপ-সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	০১৭১০-৮৬৩৫৫৩
২২	বেগম সাবিহা পারভীন	উপ-সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	০১৭১২-০৭৬০৭৬ shabiha pervin@gmail.com
২৩	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম	উপ-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	০১৯১৭-৭৫২০০৭
২৪	জনাব মোঃ আবু জুবাইর হোসেন বাবলু	উপ-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	০১৭১২-৫৩১১৬০
২৫	সুরাইয়া পারভীন শেলী	উপ-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০১৭১১-৩১১৭৭০ shelley.6521@yahoo.com
২৬	বেগম নিলুফার নাজনীন	উপ-সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	০১৭১২-০৪৪৫১৮ nazneenn19652002@ yahoo.com
ব্যাচ নম্বর: ০৪	অংশগ্রহণকারী: ১৯ জন	রিসোর্স পার্সন হিসেবে নির্বাচিত: ০৬	
২৭	জনাব মোঃ লাইসুর রহমান	উপ-সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	০১৭১২-২৪২৪৪৫ laisur@yahoo.com

২৮	জনাব মোঃ নায়েব আলী মন্ডল	উপ-সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০১৭১১-১৯৭৬৬৯ nayebalimondal@gmail.com
২৯	জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন	উপ-সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	০১৮১৭-৭১৬৫২৪ selimbcs@gmail.com
৩০	জনাব মোঃ নেয়ামত উল্যাহ	পরিচালক, সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়	০১৯১৫-৭৯৩০৪৯
৩১	জনাব নিরঞ্জন দেবনাথ	উপ-সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	০১৭২০-১৮৯৬৫৭ ranjan6014@gmail.com
৩২	জনাব মোশতাক আহমদ	পরিচালক, জাতীয় সংসদ সচিবালয়	০১৭১৫-১০৭৫৮৬ mostaq4532@gmail.com
ব্যাচ নম্বর: ০১-০৪	মোট অংশগ্রহণকারী: ৮১ জন	রিসোর্স পার্সন হিসেবে নির্বাচিত: ৩২	

জেলা পর্যায়ে রিসোর্স পার্সন হিসেবে নির্বাচিত কর্মকর্তাবৃন্দের বিবরণী

জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ব্যাচ নম্বর- ১ স্থান: তথ্য কমিশন অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা: ৩৪ জন		তারিখ: ০৪ - ০৬.০৫.২০১৫ নির্বাচিত কর্মকর্তার সংখ্যা: ১৯ জন	
জেলা: নেত্রকোনা			
১	জনাব মোঃ আনোয়ার হোছাইন আকন্দ	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোনা।	০১৭১৬-৩১৮৩১১ akand anwar 53 @gmail.com
২	জনাব সাদি-উর রহিম জাদিদ	সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা।	০১৭১৮-৩৮৮৫২২
জেলা: জামালপুর			
৩	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম খান	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর।	০১৭১২-৬০১৫৯৫ jahirhab@gmail.com
৪	জনাব শাহ মোহাম্মদ মাহফুজুল বারী	সহকারী অধ্যাপক, সরকারি জাহেদা শফির মহিলা কলেজ, জামালপুর।	০১৭১৬-১৭০২১২
৫	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জামালপুর।	০১৭১১-৭০৭৭৫৪
৬	জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের	তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, জামালপুর।	০১৭১২-৪৮৯৯১১
৭	জনাব জাহাঙ্গীর আলম (সেলিম)	পরিচালক এমই এবং এইচআরডি উন্নয়ন সংঘ, জামালপুর ।	০১৭১২-১৫৮৭৩৭ zahangirsalim@ gmail.com
জেলা: ময়মনসিংহ			
৮	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ।	০১৭১৩-৫০৫০৩০ adcgenmym@yahoo. com
৯	জনাব মোঃ শামছুল হক	সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ।	diomymen@ gmail.com
১০	জনাব মোঃ আলমগীর কবির	এরিয়া ম্যানেজার , টিআইবি, ময়মনসিংহ।	০১৭১৪-০৯২৮৩১ alumgir@ti-bangla.org
১১	জনাব বিভূতি ভূষণ সরকার	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।	০১৭১৮-৭৪৩৯২৭ bibhutibhusiansarker@gmail.com
জেলা: শেরপুর			
১২	জনাব অঞ্জন চন্দ্র পাল	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর।	০১৭১৮-০৬৬৭২৫ anjancpaul@ gmail.com
১৩	জনাব আল ফয়সাল	তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, শেরপুর।	০১৭১৮-৮১৭৩৮২ faisal.info.bd @gmail.com
১৪	জনাব রফিকুল ইসলাম	প্রভাষক, শেরপুর সরকারি মহিলা ডিগ্রী কলেজ, শেরপুর।	০১৭২২-৮৩৮৭৮৯ paran2242 @gamail.com
১৫	জনাব আতাউর রহমান	জেলা ব্র্যাক প্রতিনিধি, ব্র্যাক আঞ্চলিক কার্যালয়, শেরপুর।	০১৭৩০-৩৫০০৭৭ dbr.sherpur brac.net
জেলা: কিশোরগঞ্জ			
১৬	জনাব গোলাম মোহাম্মদ ভূইয়া	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ।	০১৭১৬-০৯৪০৬৮ semanto99@yahoo. com
১৭	জনাব প্রশান্ত কুমার সাহা	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ।	০১৭১২-২৬৬৫৭০
১৮	জনাব মেরাজউদ্দিন আহম্মদ	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, কিশোরগঞ্জ।	০১৭১৫-৭৯০৪১৮
জেলা: ভোলা			
১৯	জনাব সুব্রত কুমার শিকদার	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা।	০১৭৮৫-৬১০৬৩১ adcbhola@gmail. com

জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ব্যাচ নম্বর- ২

স্থান: তথ্য কমিশন **তারিখ: ১২ - ১৪.০৫.২০১৫**

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা: ৩১ জন **নির্বাচিত কর্মকর্তার সংখ্যা: ১৮ জন**

জেলা: টাঙ্গাইল			
২০	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল।	০১৭১১-৭০৫৯০৪ habib_6882 @ yahoo.com
২১	প্রফেসর শরিফা রাজিয়া	অধ্যক্ষ, কুমুদিনি সরকারী কলেজ, টাঙ্গাইল।	০১১৯১-২০৬০২৫ sarifa 7677 @gmail.com
২২	জনাব কাজী গোলাম আহাদ	সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, টাঙ্গাইল।	০১৭১৭-১৫৮৩০৬ kazi ahad81 @gmail. com
২৩	জনাব মোঃ মুনীর হোসাইন খান	জেলা ব্র্যাক প্রতিনিধি ব্র্যাক আঞ্চলিক কার্যালয়, টাঙ্গাইল ।	০১৭১৪-৫৯৪৮২২ dbr.tangail @brac. net
জেলা: মানিকগঞ্জ			
২৪	প্রিয়াংকা দত্ত	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ।	০১৭১৮-০৯৯৫৯৭ mishu207@yahoo. com
২৫	জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস	সাধারণ সাম্পাদক, মানিকগঞ্জ প্রেস ক্লাব, মানিকগঞ্জ।	০১৭১২-৭২৬৩৬২ karchanews@gmail. com
২৬	জনাব মোঃ আবু জাফর	জেলা ব্রাক প্রতিনিধি, ব্রাক আঞ্চলিক অফিসার, মানিকগঞ্জ।	০১৭১৪-০৯১৩৬৪ dbr.Manikgonj @brac.net
জেলা: নরসিংদি			
২৭	শেখ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম শুভ	প্রভাষক , নরসিংদি সরকারি মহিলা কলেজ, নরসিংদি।	০১৬৭৩-৩৪৭১৬০ shuvnil@gmail.com
জেলা: ঢাকা			
২৮	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।	০১৭১৫-১৮১১৬০ Jasim 6811@yahoo. com
২৯	জনাব মোঃ তৈয়ব আলী	উপ-পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, ঢাকা।	০১৭১৫-৮১৪৩১১
৩০	জনাব এবিএম ওয়াহিদুর রহমান	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, তেজগাঁও মেট্রোপলিটন থানা, ঢাকা।	০১৭১৫-৭৮৫৩৯০ wahid 1970@ gmail.com
৩১	জনাব মোঃ মাহবুব আক্তার	কর্মসূচি অফিসার, নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা।	০১৮৬৮-৩৬৯৬১৯/০১৭১২-৫৮২১৯৯ jewel rupa @gmail. com
৩২	জনাব সহিদুল ইসলাম রানা	সিনিয়র রির্পোটার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, ঢাকা।	০১৭১৪-৩৯৩৫৩৯ durana71@yahoo.com
জেলা: গাজীপুর			
৩৩	জনাব এস. এম মোস্তফা কামাল	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর।	০১৭৮৩-৬৫১৮৮১ kamal15145 @gmail.cim
৩৪	নাসিমা খাতুন	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গাজীপুর।	০১৮১৯-২৯৪০০৩
৩৫	জনাব মাসুদ রেজা	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গাজীপুর।	০১৭১৫-৫২৬২১৭ masudreza20@ yahoo.com
জেলা: নারায়ণগঞ্জ			
৩৬	জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ভুইয়া	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।	০১৭১২-০৩৭৪৩৬ mizan15115@ gmail.com
৩৭	জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান	তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, নারায়ণগঞ্জ।	০১৭১১-৯৭৪৩৭৩ dionarayangonj@gmail.com

জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ব্যাচ নম্বর- ৩

স্থান: তথ্য কমিশন **তারিখ: ১৯ - ২১.০৫.২০১৫**

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা: ৩২ জন **নির্বাচিত কর্মকর্তার সংখ্যা: ২৭ জন**

জেলা: মুন্সিগঞ্জ			
৩৮	জনাব কাজী হাবিবুর রহমান	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মুন্সিগঞ্জ।	০১৭১৫-৩৩১৬৯২ kbdhabibur62@gmail.com
৩৯	জনাব সিরাজউদদৌলা খান	সহকারী তথ্য অফিসার জেলা তথ্য অফিস, মুন্সিগঞ্জ।	০১৭১৭-০৫৯৩৭২ diomunshigonj@ gmail.com
৪০	জনাব মীর নাসিরউদ্দিন উজ্জল	সভাপতি, মুন্সিগঞ্জ প্রেস ক্লাব, মুন্সিগঞ্জ।	munshigonj.news@ gmail.com
৪১	জনাব মোঃ তানবীরুল ইসলাম	জেলা ব্রাক প্রতিনিধি, ব্রাক আঞ্চলিক অফিস, মুন্সিগঞ্জ।	tanbirzz_shajal@ yahoo.com
জেলা:ফরিদপুর			
৪২	জনাব এস.এম শাহিন	সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর।	০১৭৮৯-৩৭৭০২৩
৪৩	মাশউদা হোসেন	প্রোগ্রাম অফিসার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, ফরিদপুর	০১৭১৫-১৪০২৩০
৪৪	জনাব মোঃ কামাল হোসেন	সহকারী তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, ফরিদপুর।	০১৮৩১-১১৭৭৭৭ Sipraridpur @yahoo. com

৪৫	জনাব জাহাঙ্গীর আলম	প্রভাষক, সরকারী সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর।	০১৭১৫-৩০৩৩৪৫ jahangirf1981@ gmail.com
৪৬	মিসেস নিলুফার চৌধুরী	সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ফরিদপুর	০১৭১৫-৭৮১৩৯৯
জেলা: গোপালগঞ্জ			
৪৭	জনাব এস. এম .সাজ্জাদ আহমেদ	প্রকল্প সমন্বয়কারী, সাউদার্ন গণউন্নয়ন সমিতি, গোপালগঞ্জ।	০১৭১৬-০০৯১০৪ sajjadahmed 1995 @yahoo.com
৪৮	জনাব হরলাল মধু	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ।	০১৭১২-৮৪০৮৫৮ haralal madhado@gmail.com
৪৯	প্রফেসর অশোক কুমার সরকার	অধ্যক্ষ, শেখ ফজিলাতুন্নেছা সরকারী মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ।	০১৭৯৯-০০২৪৬৪ ০১৮২৩-৪৩৪১০০
৫০	জনাব মোহাম্মদ আমীরুল আজম	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গোপালগঞ্জ।	০১৭১৪-৫৯২৫০৫ amirulajam1@gmail. com
৫১	জনাব মোহাম্মদ মোরশেদায়ান নিশান	জেলা প্রতিনিধি, দি ডেইলী অবজারভার, গোপালগঞ্জ।	০১৭১২-১১৯৩৯৭ morshadnissan @ gmail.com
জেলা: রাজবাড়ী			
৫২	জনাব মোঃ ঈদতাজুল ইসলাম	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ী।	০১৭৩৩-৫৭৬৪৯০ eidtazul @gmail. com
৫৩	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, রাজবাড়ী।	০১৭১৬-৫৫১০৫৩
৫৪	জনাব মোঃ ইকরামুল কবির	প্রভাষক, সরকারী মহিলা কলেজ, রাজবাড়ী।	০১৭১৬-৮৮০৬৫৫
৫৫	জনাব শ্রীনিবাস দেবনাথ	উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজবাড়ী।	০১৮১৬-৭৬৬৯১৩
৫৬	জনাব শেখ মুহাম্মদ ফারুক	প্রধান অডিট অফিসার, ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন, রাজবাড়ী।	০১৭১৮-৮৯৬০৪৫ info@vpkafoundation.org
জেলা: মাদারীপুর			
৫৭	জনাব দীপঙ্কর বর	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, মাদারীপুর।	০১৭১০-৯২৯৫৯৬ diodmc madaripur @gmail.com
২৮	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মাদারীপুর।	০১৭৩১-০৬৮৩২৬ saiful 2112@gmail. com
৫৯	জনাব নাদিরুজ্জামান	প্রভাষক, সরকারী নাজিমুদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর।	০১৯১৪-৯১৭৯৭৯ nadirjaman 1980 @gmail.com
জেলা: শরীয়তপুর			
৬০	জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শরীয়তপুর।	wahidadc@gmail.com
৬১	জনাব আসাদুজ্জামান খান	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, শরীয়তপুর।	০১৮১২-২২২৪৮৯ asadshariatpur@gmail.com
৬২	জনাব মোঃ ফজলুল হক	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, শরীয়তপুর।	০১৭২৮-২৫১৮৩৬ f.hoq1542@gmail.com
৬৩	জনাব মোঃ নুরুল আমিন	জেলা প্রতিনিধি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন, শরীয়তপুর।	০১৭৫৫-৬২৪৫৯৬ nurul.amin @ independent 24.tv
৬৪	অমলা দাস	উপ-পরিচালক, শরীয়তপুর উন্নয়ন সমাজ, শরীয়তপুর।	০১৭৫৯-০৫৬৫৬৭ amalasds@gmail.com

জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ব্যাচ নম্বর- ৪

স্থান: নোয়াখালী **তারিখ: ২৩ - ২৫.০৫.২০১৫**

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা: ২৮ জন **নির্বাচিত কর্মকর্তার সংখ্যা: ১৬ জন**

জেলা: নোয়াখালী			
৬৫	ড. মোহাম্মদ মাহে আলম	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী।	০১৭১৭-৮৪৪১২৫ mamahay@yahoo. com
৬৬	জনাব মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম	উপজেলা কৃষি অফিসার, নোয়াখালী সদর উপজেলা, নোয়াখালী।	০১৭২০-২০৮৩৬১ shhahid.2010@yahoo. com
৬৭	জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন	প্রভাষক, নোয়াখালী সরকারি কলেজ, নোয়াখালী।	০১৭১৭-৫৫৩৪৪৬ farhad.du@ yahoo.com
জেলা: লক্ষ্মীপুর			
৬৮	জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন পাঠান	সহযোগী অধ্যাপক, লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ, লক্ষ্মীপুর।	০১৭১২-০৩২০০১ pathanlkp18@ gmail. com
৬৯	জনাব জহির আহমেদ	উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	০১৭১২-৮২০৮৭১ zohirdac@yahoo.com
জেলা: ফেনী			
৭০	জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেনী।	০১৭১৩-১৮৭৩০১ adcgfeni@mopa. gov. bd
৭১	আবু নঈম মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন	উপজেলা কৃষি অফিসার, ফেনী সদর উপজেলা, ফেনী।	০১৭১৮-৭২৪৩১৪ noiem2302@yahoo.com

৭২	জনাব নাছির উদ্দিন	তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, ফেনী।	০১৮১৮-৬৪৯৮৬৬ হধংরৎঁফফরহ৭৮@ মস ধরষ পড়স
জেলা: ব্রাহ্মণবাড়ীয়া			
৭৩	জনাব আজাদ ছাল্লাল	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।	০১৭১৫-০২০৮২৬ ধ্ ধফং ধফফধ @ মস ধরষ পড়স
৭৪	জনাব তারিক মোহাম্মদ	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।	০১৯১২-২৩৯৪০৬ গ্ধ রয়.ধঁ মধং@ ধযড়ড়. পড়স
৭৫	জনাব এস.এম শাহিন	নির্বাহী পরিচালক, শাপলা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।	০১৭১২-৮৮৭৩২৫ ংযধঢ়ষধবয@ ধযড়ড়.পড়স
৭৬	জনাব শেখ মোঃ রুহুল আমীন	অতিরিক্ত উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।	০১৭১৫-০৩৮৬১১ স পফফঢ়২০১৪@ মস ধরষ পড়স
৭৭	জনাব এস.আর.এম ওসমান গনি	প্রভাষক, আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সৈয়দাবাদ, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।	০১৭১২-২২৭০৪১ ড়ংস ধহমড়হর@ মস ধরষ পড়স
জেলা: চাঁদপুর			
৭৮	কাজী মো: মোহসীন উজ্জল	সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর।	০১৯১৫-৪৫০৫২৩ ধফফস প৬২@ মস ধরষ পড়স
৭৯	শরীফ মাহমুদ চিশতী	সহকারী অধ্যাপক, চাঁদপুর সরকারী কলেজ, চাঁদপুর।	০১৫৫৪-৩৩৪২৬৬ ংস পযরং @ ধযড়ড়.পড়স
৮০	মোহাম্মদ আমানুল ইসলাম	উপজেলা কৃষি অফিসার, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর	০১৭১২-১৬৯৭৮২ ধস ধহড়ৎঢ়ধ@ মস ধরষ পড়স
জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ব্যাচ নম্বর- ৫ স্থান: তথ্য কমিশন তারিখ: ২৬ - ২৮.০৫.২০১৫ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা: ২৮ জন নির্বাচিত কর্মকর্তার সংখ্যা: ২২ জন			
জেলা: বরিশাল			
৮১	জনাব কাজী হোসনেআরা	অতিরিক্ত জেলা ম্যজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল।	০১৯১২-৭১০৪১১ যড়ংহধধৎধ৭১@ মস ধরষ পড়স
৮২	জনাব এ.কে.এম মনিরুল আলম	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল।	০১৭১১-১৮১৫১৭ স ধহরং ফধহ৮৩@ মস ধরষ পড়স
৮৩	মৌসুমী জাহান	নির্বাহী পরিচালক, সোস্যাল প্রোগ্রাম নেটওয়ার্ক, বরিশাল।	০১৭১২-১১৭৭২২ বংঢ়যনংষ@ মস ধরষ পড়স
৮৪	জনাব জাকির হোসেন	উপ পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, বরিশাল।	০১৭১৯-৬৭৯৭৭১ লধড়ধংং৬১৯৭১@ ধযড়ড়. পড়স
জেলা: পিরোজপুর			
৮৫	জনাব মোঃ মানিকহার রহমান	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পিরোজপুর।	০১৯২৬-৭০১৭৭৪ হৎস ফস ধহরশ@ মস ধরষ পড়স
৮৬	জনাব কাজী জাহাঙ্গীর আলম	প্রভাষক, সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর।	০১৭২৯-৮৭৩৯০০ যঁ ধ্ রলধযধহমরৎ ধফধস @ মস ধরষ পড়স
৮৭	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান	জেলা ব্রাক প্রতিনিধি, ব্রাক আঞ্চলিক অফিস, পিরোজপুর।	০১৭৩০-৩৪৮৭৭৬ যধৎ ঢ়রৎড়লঢ় ৎ@ নৎধপ.হবঃ
৮৮	জনাব মোঃ রিয়াদুল ইসলাম	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, পিরোজপুর।	০১৭১২-২২৭৮৫৯ ৎরধফঁ ষ১৯৭৪ @ মস ধরষ পড়স
জেলা: ঝালকাঠি			
৮৯	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঝালকাঠি।	০১৬৭০-৯০৯০৯০ ধযরৎহফপ@ ধযড়ড়.পড়স
৯০	জনাব হেমায়েত উদ্দিন হিমু	জেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঝালকাঠি।	০১৭১২-২৫৯৮৯০ যবসঁ লধং@ মস ধরষ পড়স
৯১	ড. রুহুল কাদির	সহযোগী অধ্যাপক, ঝালকাঠি সরকারি কলেজ, ঝালকাঠি।	০১৭১১-৩১৪৮৭২ ৎ যঁ ষশধফরৎ@ ধযড়ড়. পড়স
৯২	জনাব মোঃ হাসিবুল হাসান	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, ঝালকাঠি।	০১৭১৭-৮২০২২৯ যধড়লধযধশধয়র @ মস ধরষ পড়স
৯৩	জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ	জেলা ব্রাক প্রতিনিধি, ব্রাক আঞ্চলিক অফিস, ঝালকাঠি।	০১৭৩০-৩৪৭৭৪৪/০১৭২৬-৫১৪৮৪৬ যধৎ লধযড়শধয়র@ নৎধপ.হবঃ
জেলা: পটুয়াখালী			
৯৪	জনাব কাজী দেলোয়ার হোসেন	সহকারী অধ্যাপক, পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ, পটুয়াখালী।	০১৭১৮-২৯০৫০৭ যবষড়ি বৎযড়ংধরহ@ মস ধরষ পড়স
জেলা: বরগুনা			
৯৫	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরগুনা।	০১৭৫৮-৫৪৫৩৮৮ যস হ.শফ@ মস ধরষ পড়স
৯৬	জনাব অনিমেষ কান্তি হাওলাদার	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, বরগুনা।	০১৭১২-৯৬৬৪৫৫ ধহরসড়ি ধফবৎ@ মস ধরষ পড়স
৯৭	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর	সহকারী অধ্যাপক, বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা।	০১৭১২-২৪৪৩৫৪ লধযধহমরৎ নধৎ্ম হধ @ মস ধরষ পড়স

জেলা: বাগেরহাট			
৯৮	জনাব এ.এফ.এম এহতেশামূল হক	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।	০১৭১২-২২২২৪২ admnch22@yahoo. com
৯৯	জনাব মোঃ মারুফ পারভেজ	জেলা ব্রাক প্রতিনিধি, ব্রাক আঞ্চলিক অফিস, বাগেরহাট।	০১৭৩০-৩৫০৯৩০ dbr.bagerhat@brac.net
১০০	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	অধ্যক্ষ, বাগেরহাট বহুমুখী কলেজিয়েট স্কুল, বাগেরহাট।	০১৭১৬-৫২৭৬৯৩ mostafiz244 @gmail.com
১০১	জনাব হাওলাদার মাহফিজুর রহমান	সাধারণ সম্পাদক, বাগেরহাট প্রেস ক্লাব, বাগেরহাট।	০১৭১৫-৩৫২৫৩৮ mahfuz.chi @gmail.com
১০২	জনাব মহসীন হোসেন তালুকদার	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, বাগেরহাট।	০১৫৫২-৪৯০৩৯৫ diobag5@gmail.com
		জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ব্যাচ নম্বর- ৬ **স্থান: চট্টগ্রাম** **তারিখ: ৩১.০৫.২০১৫ - ০২.০৬.২০১৫** **অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা: ৩২ জন** **নির্বাচিত কর্মকর্তার সংখ্যা: ২১ জন**	
জেলা: চট্টগ্রাম			
১০৩	জনাব মোঃ সাঈদ হাসান	উপ-পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, চট্রগাম।	০১৭১২-৭৫৯৯০৫ dddioctg@gmail. com
১০৪	জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম	প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইপসা, চট্টগ্রাম।	০১৮১৭-৭০৭৬৭৩ shahid_ypsa@yahoo.com
জেলা: রাঙ্গামাটি			
১০৫	জনাব মোঃ মোস্তফা জামান	অতিরিক্ত জেলা প্রসাশক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাঙ্গামাটি	০১৫৫৭-৬৭৬২০৭ zaman fuq@gmail. com
১০৬	কৃপাময় চাকমা	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, রাঙ্গামাটি।	০১৫৫৮-৫৭০০৩৭ moykripa@gmail. com
১০৭	জনাব মোঃ আলমগীর মানিক	নির্বাহী সম্পাদক, Chittimes24. com ও এশিয়ান টিভি, রাঙ্গামাটি।	০১৯১৯-৫০৫৫০৪/০১৮২০-৩০০৩০৫ news.manik@gmail.com
১০৮	জনাব ললিত সি চাকমা	নির্বাহী পরিচালক, সাস, রাঙ্গামাটি।	০১৭১২-২৭৬৪০৮
জেলা: বান্দরবান			
১০৯	জনাব মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বান্দরবান।	০১৭১২-৯৪৩৮৬২ harun 15248@yahoo.com
১১০	জনাব ফরিদুল আলম	জেলা প্রতিনিধি, চ্যানেল ২৪, বান্দরবান।	০১৯২৫-৮৭৮৪৭৮ faridul alam@gmail.com
১১১	জনাব মোঃ খায়রুজ্জামান	প্রভাষক, বান্দরবান সরকারি কলেজ, বান্দরবান।	০১৭৪৬-২০৭৭৭১ shehrajzaman@gmail.com
১১২	জনাব মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, বান্দরবান।	০১৭১২০০৮৯৮১ gias.dmc@gmail. com
১১৩	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	উপজেলা কৃষি অফিসার, রুমা উপজেলা, বান্দরবান।	০১৫৫৩-৭৫১২৯৫
জেলা: খাগড়াছড়ি			
১১৪	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি।	০১৭১৮-৬৩৩৩৭৫
১১৫	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন চৌধুরী	উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি।	০১৭১৮-০৬২৫৬৬ nasir.iaii@gmail.com
জেলা: কক্সবাজার			
১১৬	ডঃ অনুপম সাহা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার।	০১৫৫২-৪৮৪৪৮৮ mrahupam sha@yahoo.com
১১৭	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম খান	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার।	০১৯২৪-০৮৪৯৯৪ moniragri87@yahoo.com
১১৮	জনাব মোঃ আহসান কবীর	জেলা তথ্য কর্মকর্তা, জেলা তথ্য অফিস, কক্সবাজার ।	০১৭১৬-১০৬২০৮
১১৯	জনাব হামিদুল হক চৌধুরী	অধ্যক্ষ, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজ, উখিয়া, কক্সবাজার।	০১৮১৯-৫১৯৯০২
জেলা: কুমিল্লা			
১২০	জনাব মীর হোসেন আহসানুল কবীর	সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, কুমিল্লা।	০১৭১৫-৬১৬৯১৮ diocomilla1@gmail.com
১২১	জনাব মোঃ আবু ছালেক সেলিম রেজা সৌরভ	অধ্যক্ষ, সোনার বাংলা কলেজ, বুড়িচং, কুমিল্লা।	০১৭১১-১৬৭৮৯৫ shouravsbc@yahoo.com
১২২	জনাব মোঃ লুৎফুল করিম	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা।	০১৯২১-৩৯৯৬১৮ lutful.dae@gmail.com
১২৩	জনাব মুহম্মদ গোলামুর রহমান	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা।	০১৭১১-৫৮৬৫৯৩

জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ব্যাচ নম্বর- ৭

স্থান: এনআইএলজি, ঢাকা **তারিখ: ০৭ - ০৯.০৬.২০১৫**

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা: ৫০ জন **নির্বাচিত কর্মকর্তার সংখ্যা: ৩২ জন**

জেলা: দিনাজপুর			
১২৪	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	সহযোগী অধ্যাপক, দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ, দিনাজপুর।	০১৭২৭-৮৪৭২৬১ mail2mozammal@gmail.com
১২৫	জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন	সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, দিনাজপুর।	০১১৯৯-১৩৪৪১২
১২৬	জনাব মোঃ মহসিন আলী	জেলা ব্র্যাক প্রতিনিধি, ব্র্যাক আঞ্চলিক অফিস, বাশেঁরহাট, দিনাজপুর।	০১৭৩০-৩৪৭৭৬৭ dbr.dinajpur@brac.net
জেলা: ঠাকুরগাঁও			
১২৭	জনাব মোঃ মঞ্জুর আলম প্রধান	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও।	০১৮৫৬-৪৬৫৭৮১ manjur_6764@yahoo.com
১২৮	জনাব মোঃ মাহবুবুল হক	সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও।	mahbub17607@gmail.com
১২৯	জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম রুবাইয়াত	জেলা প্রতিনিধি, দি ডেইলী স্টার, ঠাকুরগাঁও।	০১৭১৩-১৪৯২১৪
১৩০	জনাব মোঃ জাহেরুল ইসলাম	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঠাকুরগাঁও।	০১৯৩৮-৮২৭০৩৪ Zoherulislam1962@yahoo.com
১৩১	জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	উপাধ্যক্ষ, ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও।	০১৭১৬-৫১৮০০৪ chemisiddiqur@gmail.com
জেলা: সিলেট			
১৩২	জনাব এ.এস.এম. ফেরদৌস	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট	০১৭১২-২৩৪৭০৫ asmfardoush @yahoo.com
১৩৩	জনাব মোঃ সালাহ্উদ্দিন	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তর, সিলেট।	০১৯৩৮-৮১৪৯০৬ ddae.sylhet@gmail.com
১৩৪	জুলিয়া জেসমিন মিলি	উপ-পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, সিলেট।	০১৭১১-০৪০৩০৩ diosylaftiu@gmail.com
জেলা: হবিগঞ্জ			
১৩৫	জনাব মোঃ শাহ আলম	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ।	০১৭১৮-১৬২৫৮৪ shaalam42@gmail.com
১৩৬	জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, হবিগঞ্জ।	০১৮১৮-৩৯৯৬৭৭ diohobi@gmail.com
১৩৭	জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম	সহকারী অধ্যাপক (কম্পিউটার), শায়েস্তাগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, হবিগঞ্জ।	০১৭১১-১২২৪৪৫ mzislam77@gmail.com
১৩৮	জনাব মোঃ আলমগীর খান	জেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিভিশন, হবিগঞ্জ।	০১৭১২-৬৭৭১৯২ alamgir290270@gmail. com
জেলা: পঞ্চগড়			
১৩৯	জনাব মোহাম্মদ গোলাম আজম	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পঞ্চগড়।	০১৮১২-০০৮৬৩৯ azamgolam2009@gmail. com
১৪০	জনাব এ.বি.এম শাহিনুজ্জামান	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পরিবার পরিকল্পনা অফিস, পঞ্চগড়।	০১৭১৭-৭২২৩১৯ abmzaman2009@gmail.com
১৪১	জনাব শরিফুল ইসলাম	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, পঞ্চগড়।	০১৭১০-৯৬০৪৮৮ diopanchagarh84@gmail.com
১৪২	জনাব এ.জি.এম. রুবেল হাসান	প্রভাষক (পদার্থ বিজ্ঞান), বলরামপুর আদর্শ মহাবিদ্যালয়, পঞ্চগড়।	০১৭১৮-০৬৭৭৫৩ agmrh76@gmail.com
১৪৩	জনাব এ রহমান মুকুল	সভাপতি, পঞ্চগড় প্রেসক্লাব, ও স্টাফ রিপোটার, দৈনিক জনকণ্ঠ, পঞ্চগড়।	০১৭১৫-১৩৮৩০৯ mukulpanchagarh@gmail.com
জেলা: রংপুর			
১৪৪	জনাব শহীদুল ইসলাম	সরকারী অধ্যাপক, রংপুর সরকারি কলেজ, রংপুর।	০১৭১৬-৮৮০৭৮১ sislam.bangla@gmail.com
১৪৫	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, রংপুর।	০১৭১২-৭৩২৩৮৯ kobirin@gmail.com
১৪৬	জনাব মোঃ জুলফিকার আলী হানিফ	গবেষণা কর্মকর্তা, আর.ডি.আর.এস, বাংলাদেশ, রংপুর।	০১৭৩০-৩২৮০১০ jewel@fdrsrangpur.org
জেলা: কুড়িগ্রাম			
১৪৭	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, কুড়িগ্রাম।	০১৯২২-৬৬৭৫৮০ iokurigrom@gmail.com
জেলা: নীলফামারী			
১৪৮	জনাব মোঃ ফকরুল হাসান	সহকারী কমিশনার, উপজেলা ভূমি অফিস, নীলফামারী সদর, নীলফামারী।	০১৭৬১-৮৭৬৮১০ fokrulhasan29bcs@yahoo.com
১৪৯	জনাব খ.ম. রাশেদুল আরেফীন	কর্মসূচী সমন্বয়কারী, আর.ডি.আর.এস বাংলাদেশ, নীলফামারী।	০১৭৩০-৩২৮০৪৪ pcnil.rdrs@gmail.com

১৫০	জনাব মোঃ আফতাব হোসেন	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নীলফামারী।	০১৭১০-২১১০৮২ aftabhossain88@gmail.com
১৫১	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	সহকারি অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), নীলফামারী সরকারি কলেজ, নীলফামারী।	০১৭১৮-৭৮৮২০৬ anisur.199016@yahoo.com
জেলা: লালমনিরহাট			
১৫২	জনাব এস এম শফিকুল ইসলাম	জেলা প্রতিনিধি, বিটিভি, লালমনিরহাট।	০১৭১৫-০৩৬৮৫২
১৫৩	জনাব শ্রী সুদান চন্দ্র রায়	অধ্যক্ষ, সাপ্টিবাড়ী ডিগ্রী কলেজ, লালমনিরহাট।	০১৭১২-৮০৮৩১৪ principalsophbari1992@ gmail.com
জেলা: গাইবান্ধা			
১৫৪	মোছাঃ সাবিহা আক্তার লাকী	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, গাইবান্ধা।	০১৭১২-১২৬৪১০ sabiha.luchy@yahoo.com
১৫৫	জনাব সরকার মোঃ শহিদুজ্জামান	প্রভাষক (ইংরেজী) , গাইবান্ধা আদর্শ কলেজ, গাইবান্ধা।	০১৭১২-২৩৩৯৬৫
জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ব্যাচ নম্বর- ৮ **স্থান: রাজশাহী তারিখ: ০৯.০৬.২০১৫** **অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা: ৪৪ জন নির্বাচিত কর্মকর্তার সংখ্যা: ৩১ জন**			
জেলা: রাজশাহী			
১৫৬	জনাব মোঃ আতাউল গনি	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী।	০১৭১৬-৮৯৭৫৩০
১৫৭	জনাব সালেহ আহমেদ	অতিরিক্ত উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী।	০১৭১৭-১২৫৪৩১
১৫৮	রোজেটি নাজনীন	সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী।	০১৭১৬-৮৮৪৫০১ rosettunajneen@yahoo.com
১৫৯	জনাব মোঃ হাসিনুল ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক, সচেতন, রাজশাহী।	০১৭১৩-১৯৫৪০০ sochtan@yahoo.com
১৬০	জনাব আকবারুল হাসান মিল্লাত	সম্পাদক, দৈনিক সোনার দেশ, রাজশাহী।	০১৭১০-৯৬৮৬০১ millal.shahim@gmail.com
১৬১	জনাব মোঃ শামসুজ্জামান	উপ-পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী।	০১৭১৫-৪৩৫২২১ diprajshah14@gmail.com
জেলা: বগুড়া			
১৬২	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া।	০১৭৩৩-৩৩৫৪০৩ alamkhorshed70@yahoo. com
১৬৩	মিসেস নাজমা খানম নাজু	এরিয়া ম্যানেজার, টি.আই.বি, বগুড়া।	০১৭৩০-৭২৬৭৩৩ najma@tibangladesh.org
১৬৪	জনাব মোঃ শামছুল ওয়াদুদ	অতিরিক্ত উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া।	০১৭৪৯-৬০০০০৯ wadud.joy@gmail.com
১৬৫	জনাব মোঃ মজিবর রহমান	সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, বগুড়া।	০১৭১৬-২২৩৩৫৭ mujibur@yahoo.com
জেলা: নাটোর			
১৬৬	জনাব মোঃ কাজী আতিয়ুর রহমান	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর।	০১৭১৮-৫২৬৫০১ atiur15131@gmail.com
১৬৭	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অতিরিক্ত উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোর	০১৮১৭-০৭৪২৬৭ mizannator@gmail.com
১৬৮	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	অধ্যক্ষ, দিঘাপতিয়া এম.কে কলেজ, নাটোর।	০১৭৩৯-৭৯১৫২৯ principalduke@gmail.com
১৬৯	জনাব রেজাউল করিম রেজা	সভাপতি, নাটোর প্রেস ক্লাব, নাটোর।	rajulkarim36@yahoo.com
১৭০	জনাব মোঃ মাসুদ রানা	এরিয়া ম্যানেজার, টি.আই.বি, নাটোর।	০১৭১৪-০৯২৮৩৬ m.rana@ti-bangladesh.org
১৭১	জনাব মোহাম্মদ আলী	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, নাটোর।	০১৭১৮-৭৮৭৪৬১ manikm57@gmail.com
জেলা: পাবনা			
১৭২	জনাব মুহাম্মদ ইসমাঈল	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা।	০১৭৪২-৫২১০৫৫ ismail5155@gmail.com
১৭৩	জনাব মোঃ মঞ্জুর-ই-মওলা	সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, পাবনা।	০১৮৪০-১৩০৯৫০ memowla@gmail.com
১৭৪	মিন্না ইয়াসমিন	সহকারী অধ্যাপক, সরকারী মহিলা কলেজ, পাবনা।	০১৭১১-১৮০৪৪৬ minnaeasmin@gmail.com
জেলা: চাপাইনবাবগঞ্জ			
১৭৫	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাপাইনবাবগঞ্জ।	০১৭২৬-৪২১৬১৭ nippon6650@gmail.com

১৭৬	জনাব সৈয়দ মোঃ মঞ্জুরুল হুদা	অতিরিক্ত উপ-পরিচালক , কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চাপাইনবাবগঞ্জ।	০১৯২২-০৮৪৩৮৫ hudarajshahi@gmail.com
১৭৭	ড. মাযহারুল ইসলাম	অধ্যাপক (বাংলা), নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাপাইনবাবগঞ্জ।	০১৭৬১-১১৩৩৩১ drtorh.toru@gmail.com
১৭৮	মোঃ তাকিউর রহমান	বিভাগীয় সমন্বয়কারী প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি বেলেপুকুর, চাপাইনবাবগঞ্জ।	০১৭১২-৪৭৯৯৮০ takiur@proyas.org
জেলা: জয়পুরহাট			
১৭৯	জনাব মোহাম্মদ হোসেন	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জয়পুরহাট।	০১৭১৫-৬৫২৬০১ ddlg.joy@gmail.com
১৮০	জনাব আবু সালেহ মোঃ মাসুদুল ইসলাম।	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, জয়পুরহাট।	০১৭১৭-৪১২০৫৬ masud.islam@gmail.com
১৮১	জনাব মোঃ আব্দুল জলিল	প্রভাষক , জয়পুরহাট সরকারী কলেজ, জয়পুরহাট।	০১৭১২-৪৮৭৩৭৫/৯৫ jalilabdur11@mail.com
জেলা: নওগাঁ			
১৮২	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ।	০১৭১২-৮৮১২৩১ amirulislamuno@gmail.com
১৮৩	জনাব মোঃ তৌফিকুল ইসলাম	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, নওগাঁ।	০১৭১৪-৬০২৯৮৯ mahdehasanbcs@gmail.com
১৮৪	জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন প্রামানিক	সহযোগী অধ্যাপক, নওগাঁ সরকারী কলেজ, নওগাঁ।	০১৭১১-৯০৫৫৭৯
১৮৫	জনাব মুহাম্মদ কামরুল হাসান	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ।	০১৭১৫-১৬৭০৮৫
১৮৬	জনাব মোঃ রেজাউল করিম সিদ্দিকী	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, সিরাজগঞ্জ।	০১৭৩৫-৯০৬৭৯৫ diosiragonj@gmail.com
	জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ব্যাচ নম্বর- ৯ **স্থান: তথ্যকমিশন, ঢাকা** **তারিখ: ০৯.০৬.২০১৫** **অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা: ৫৬ জন** **নির্বাচিত কর্মকর্তার সংখ্যা: ৩২জন**		
জেলা: যশোর			
১৮৭	জনাব গাজী জাকির হোসেন	সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, যশোর।	০১৭২০-৪২৩১২৪ diojsr@gmail.com
১৮৮	জনাব মো: এমদাদ হোসেন শেখ	অতিরিক্ত উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোর।	০১৭১৭-২৪৯২১৪
১৮৯	বর্নালী খা	সহকারী অধ্যাপক, ড.আব্দুর রাজ্জাক পৌর কলেজ, যশোর।	০১৯২১-১৫৭২৭১
জেলা: ঝিনাইদহ			
১৯০	জনাব খলিল আহমেদ	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঝিনাইদহ ।	০১৭৪১-১৮২১০০ khalilahmed20@gmail. com
১৯১	জনাব মাজবুল করিম	সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঝিনাইদহ।	০১৯১৪-৩২১৭৭৭ ukmezba@yahoo.com
১৯২	জনাব বিপ্লব রাহা	কো অর্ডিনেটর, সৃজনী বাংলাদেশ, ঝিনাইদহ।	০১৯৩৬-০০৫৯৮৯ srizonybd@gmail.com
১৯৩	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন (আজাদ)	প্রভাষক, ঝিনাইদহ কলেজ, ঝিনাইদহ।	০১৭১৬-১১৫৫৯৬ aazaddt@gmail.com
জেলা: নড়াইল			
১৯৪	জনাব আনন্দ কুমার বিশ্বাস	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নড়াইল।	০১৭৭০-৪৩১৪১৫ anandakumarb@ gmail. com
১৯৫	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, নড়াইল।	০১৭২৪-৯৪৯৫৩৪ diomehedi @ gmail.com
জেলা: মাগুরা			
১৯৬	জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাগুরা।	০১৭৩১-৭৭৫২৮৭
১৯৭	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, মাগুরা।	০১৯১৫-৪৮৪৫৬৬ diomagura @yahoo. com
জেলা: কুষ্টিয়া			
১৯৮	জনাব মোঃ মুজিব-উল ফেরদৌস	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া।	০১৭২০-৫১৯৫৪৪ muferdous@yahoo. com
১৯৯	জনাব মোঃ তৌহিদুজ্জামান	সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, কুষ্টিয়া।	০১৫৫৮-৩৬২০৫৮ touhid2006@yahoo. com
২০০	জনাব মোঃ ফজলুল হক	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া।	০১৭১২-৫৩৬৬২৬ fazlul1441@gmail. com
২০১	জনাব লাল মোহাম্মদ	সহকারী অধ্যাপক, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ, কুষ্টিয়া।	০১৭১২-৫৮৪১১৪ lalmohammadkst@gmail.com

জেলা: চুয়াডাঙ্গা			
২০২	জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা।	০১৯৭৭-০০৭৮৫৭ arazzak61@yahoo. com
২০৩	জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দীক	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, চুয়াডাঙ্গা।	০১৮১৪-১৭৩১৭৭ diochuadanga2015@gmail.com
২০৪	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান	উপাধ্যক্ষ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা।	০১৭১৬-৯৫১৩৮৮ ajijross@gmail.com
২০৫	মিসেস নুঝাত পারভিন	কো-অর্ডিনেটর, ব্রেভ প্রজেক্ট ওয়েব ফাউন্ডেশন, চুয়াডাঙ্গা।	০১৯২৫-৬২৩১৫৩ wavenurhat@yahoo. com
২০৬	জনাব শেখ সেলিম	সম্পাদক, চুয়াডাঙ্গা বার্তা, চুয়াডাঙ্গা।	০১৯১৬-৮৯৫৫২৯
২০৭	জনাব প্রবীর কুমার বিশ্বাস	অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (শস্য), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা।	০১৭১৬-৪১৩৯৯৯ probirbiswas63@gmail.com
জেলা: খুলনা			
২০৮	জনাব দীপংকর বিশ্বাস	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা।	০১৮২৫-০৮০৮১৮
২০৯	জনাব জাভেদ ইকবাল	উপ-পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, খুলনা।	০১১৯৯-৩৯৬৫৫৬ ddinfokulna@gmail.com
২১০	শেখ আব্দুল হালিম	তথ্য কর্মকর্তা, রুপান্তর, খুলনা।	০১৭৩৩-২২৪৮৯৯ halim rupantor@gmail.com
২১১	ইঞ্জিঃ মোঃ হারুন অর রশিদ	জেলা কৃষি প্রকৌশলী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা।	০১৭১৫-৫৯২০৩০ engrkulna03@gmail. com
২১২	জনাব ফারুক আহমেদ	সিনিয়র রির্পোটার, দৈনিক পূর্বাঞ্চল, খুলনা।	০১৭১১-৩২৪১০৪ faruque ahmed 2100 @ gmail.com
জেলা: মৌলভীবাজার			
২১৩	জনাব মোঃ ইমরানুল হাসান	জেলা তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, মৌলভীবাজার।	০১৭১৭-৯২৯৭১৩ diomoulvizar@gmail. com
২১৪	জনাব মোহাম্মদ সফর উদ্দিন	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার।	০১৬৭০-৬০৫০৩৭ kbdsafaruddin@ gmail.com
জেলা: সুনামগঞ্জ			
২১৫	জনাব এ.কে.এম আব্দুল্লাহ বিন রশিদ	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ।	০১৭৭৪-০৩০১৪৮ a332937@gmail. com
২১৬	জনাব স্বপন কুমার সাহা	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।	০১৬২২-৫৩১৭১৮
জেলা: সাতক্ষীরা			
২১৭	জনাব মোহাম্মদ বরাদ হোসেন চৌধুরী	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা।	০১৮১৯-১২৮৪৯৩ baratchy@gmail.com
২১৮	জনাব জিএমএ গফুর	জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা।	০১৭১২-২৯৫৫১২
জেলা: মেহেরপুর **কেউ নির্বাচিত হননি।**			

তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট

Google Analytics

Information Commission - http://www.i... Go to this report
All Web Site Data

Audience Overview

Jan 1, 2015 - Dec 31, 2015

All Sessions
100.00%

Overview

Sessions	Users	Pageviews
35,203	22,235	45,291

Pages / Session	Avg. Session Duration	Bounce Rate
1.29	00:01:07	83.65%

% New Sessions
62.02%

	Country	Sessions	% Sessions
1.	Bangladesh	23,084	65.57%
2.	United States	4,718	13.40%
3.	India	3,465	9.84%
4.	(not set)	1,399	3.97%
5.	Germany	230	0.65%
6.	China	206	0.59%
7.	Canada	149	0.42%
8.	United Kingdom	126	0.36%
9.	Japan	125	0.36%
10.	Indonesia	117	0.33%

© 2016 Google

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭২/২০১৫

অভিযোগকারী ঃ জনাব আবুল কাশেম আল আসাদ (ফয়সাল)
পিতা-মৃত আব্দুস সোহান
৩৯৩, জল্লারপাড় (প্রধান সড়ক)
পোষ্ট ও থানা- সদর সিলেট
জেলা-সিলেট।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ নূরুল আলম
সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়
৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।

রায়

তারিখ ঃ ০৭-০৫-২০১৫ ইং

কমিশন সভার ২৪-০৩-২০১৫ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে ০৯-০৪-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ০৭-০৫-২০১৫ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়। নির্ধারিত তারিখে উভয় পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন ও কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান করেন।

অভিযোগকারী জনাব আবুল কাশেম আল আসাদ (ফয়সাল) এর অভিযোগ বিবরণী ও বক্তব্য।

অভিযোগকারী জনাব আবুল কাশেম আল আসাদ (ফয়সাল), পিতা-মৃত আব্দুস সোহান, ৩৯৩, জল্লারপাড় (প্রধান সড়ক), পোষ্ট ও থানা- সদর সিলেট, জেলা-সিলেট বিগত ২৩-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নুরুল আলম বরাবরে জি ই পি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসক, ঢাকা অফিসে (আদালতে) রক্ষিত ই,সি নং ১৫৫০৯ (হাজী আব্দুর রহমান ওয়াক্ফ এস্টেইট) সংক্রান্ত হাজী আঃ ছালাম কর্তৃক দাখিলীয় বিগত ০৮-০১-১৯৭৫ ইং তারিখযুক্ত ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধানে ওয়াক্ফ এস্টেইট (তর্কিতভাবে) তালিকাভূক্তি সংক্রান্ত আবেদন ও পৃথকভাবে দাখিলীয় সাধারণ দরখাস্ত ও আদেশ এর অনুলিপির লিখিত (ছাপানো)ও ফটোকপি।**

অভিযোগকারী উল্লিখিত তথ্যাদি চেয়ে গত ২৩-০৪-২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নুরুল আলম এর নিকট রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করলে প্রেরিত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করায় অভিযোগকারী আপীল আবেদন না করেই সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন যার নং ৫৬/২০১৪। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬-০৭-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত শুনানীতে অভিযুক্ত বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নুরুল আলম শপথপূর্বক জানান যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত যে তথ্য তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত ছিল তা তিনি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন এবং ই,সি নং ১৫৫০৯ (হাজী আব্দুর রহমান ওয়াক্ফ এস্টেইট) এর ১ম খণ্ড ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই। ই,সি নং ১৫৫০৯ (হাজী আব্দুর রহমান ওয়াক্ফ এস্টেইট) এর ১ম খণ্ড ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকলে তা প্রদান করার এবং সংরক্ষিত না থাকলে তা ২৪-০৭-২০১৪ তারিখের মধ্যে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেওয়া হয়।

৫৬/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) আংশিক তথ্য প্রদান করায় অভিযোগকারী পুনরায় ১১৯/২০১৪ নং অভিযোগ দায়ের করলে ৩০-১০-২০১৪ তারিখে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে পুনরায় শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীকালে অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, তাকে তার প্রার্থীত তথ্য হাজী আঃ ছালাম কর্তৃক দাখিলীয় বিগত ০৮-১১-১৯৭৫ ইং তারিখযুক্ত ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধানে ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভূক্তি সংক্রান্ত আবেদন ও তৎপ্রসঙ্গীয় আদেশ ই,সি ১৫৫০৯ নং নথিতে সংরক্ষিত না থাকায় উহা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি মর্মে ১২-০৮-২০১৪ তারিখের ৩৬৯ নং স্মারকে পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়। কিন্তু অভিযোগকারীর চাহিদার প্রেক্ষিতে ই,সি ১৫৫০৯ নং নথির ১ম খণ্ড দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে সংরক্ষিত আছে কিনা তা স্পষ্ট করে জানতে চাওয়া হলে তিনি উক্ত ১ম খণ্ড সংরক্ষিত নেই মর্মে জানালে তথ্য কমিশন ই,সি নং ১৫৫০৯ এর ১ম খণ্ড দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই মর্মে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার নির্দেশসহ পরবর্তী ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহের জন্য তাকে নির্দেশ প্রদানপূর্বক অভিযোগ নং ১১৯/২০১৪ নিষ্পত্তি করেন।

কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্তের পরও বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ না করায় অভিযোগকারী বিষয়টির প্রতিকার প্রার্থনা কওে পুনরায় ৭২/২০১৫ নং অভিযোগ দায়ের করেন। শুনানীকালে কমিশনের জিজ্ঞাসার জবাবে অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, মিস ই,সি নং ১১৬/৭৭ নং নথিটি স্থানচ্যুত থাকায় খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গস্থহণ করা হয়েছে এবং নথি পাওয়া গেলে তথ্য সরবরাহ করা হবে। এ বিষয়ে অভিযোগকারী জানান, ঐ নথিটি অত্র অভিযোগ সংশ্লিষ্ট নয়।

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নুরুল আলম এর বক্তব্য

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপস্থিত হয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৫৬/২০১৪ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে তার কার্যালয়ে যে তথ্য সংরক্ষিত ছিল তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন। কিন্তু ই,সি নং ১৫৫০৯ (হাজী আব্দুর রহমান ওয়াক্ফ এস্টেইট) এর ১ম খন্ড তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই। ফলে কমিশন থেকে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকলে তা প্রদান করার এবং সংরক্ষিত না থাকলে তা অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রদান না করায় অভিযোগকারী ১১৯/২০১৪ নং অভিযোগ দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপস্থিত হয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধানে ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভূক্তি সংক্রান্ত আবেদন ও তৎপ্রসঙ্গীয় আদেশ ই,সি ১৫৫০৯ নং নথিতে সংরক্ষিত না থাকায় উহা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত: শুনানীকালে তিনি উল্লেখ করেন যে, ই,সি ১৫৫০৯ নং এর ১ম খণ্ড তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই। তিনি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে উক্ত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় কমিশন অভিযোগটি নিষ্পত্তির আদেশ প্রদান করেন।

কিন্তু উক্ত ১১৯/২০১৪ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ না করায় অভিযোগকারী ৭২/২০১৫ নং অভিযোগ দাখিল করেন। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপস্থিত হয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত মিস ই,সি নং ১১৬/৭৭ নং নথিটি স্থানচ্যুত থাকায় তা খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গস্থহণ করা হয়েছে এবং নথি পাওয়া গেলে তথ্য সরবরাহ করা হবে। বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্ত করা হচ্ছে এবং তদন্ত রিপোর্ট পেলে অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট তথ্য জানিয়ে দেওয়া হবে।

বিচার্য বিষয়সমূহ

১) আবেদনকারীর যাচিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল কি না বা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করা হয়েছিল কিনা ?
২) আবেদনকারীর যাচিত তথ্য 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুসারে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে কিনা?
৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অমান্য করে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন কিনা?

প্রাপ্ত তথ্যাদিও বিশ্লেষণ ও রায়ের যৌক্তিকতা

উল্লেখিত বিচার্য বিষয় তিনটি একত্রে নিয়ে পর্যালোচনা করা হলো। অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইসি ১৫৫০৯ নং নথিটি হাজী আব্দুর রহমান ওয়াক্ফ এস্টেইট সংক্রান্ত। উক্ত নথিতে হাজী আব্দুস ছালাম কর্তৃক দাখিলীয় বিগত ০৮-০১-১৯৭৫ ইং তারিখযুক্ত ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৪৭ ধারার বিধানে ওয়াক্ফ এস্টেইট তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত আবেদন তৎপ্রসঙ্গীয় আদেশ সংরক্ষিত না থাকায় তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ১১৯/২০১৪ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ৩০-১০-২০১৪ তারিখে শুনানীকালে অভিযোগকারী ইসি ১৫৫০৯ নং নথির প্রথম খণ্ড দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দপ্তরে সংরক্ষিত আছে কিনা সে সম্পর্কে স্পষ্ট হতে চাইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ইসি ১৫৫০৯ নং নথির প্রথম খণ্ড তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই মর্মে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করেন এবং তদনুযায়ী তথ্য সরবরাহের আদেশসহ অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়। কিন্তু উক্ত অভিযোগে প্রদত্ত ৩০-১০-২০১৪ তারিখের আদেশের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ নূরুল আলম, সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক, বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা উক্ত ইসি ১৫৫০৯ নং নথির প্রথম খণ্ড তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই মর্মে না জানানোর ফলে অত্র ৭২/২০১৫ নং অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অত্র ৭২/২০১৫ নং অভিযোগের শুনানীকালে ৩০-১০-২০১৪ তারিখের আদেশ অনুযায়ী কেন তথ্য সরবরাহ করা হয়নি তা জানতে চাইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন যে, হারানো মিস ইসি ১১৬/৭৭ নং নথিটি স্থানচ্যুত থাকায় তা খুঁজে বের করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। নথি পাওয়া গেলে তথ্য সরবরাহ করা হবে। এ বিষয়ে অভিযোগকারী জানান যে, মিস ইসি ১১৬/৭৭ নং নথিটি অত্র অভিযোগ সংশ্লিষ্ট নয়। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শুনানীকালে অভিযোগকারীর এই বক্তব্যের বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেননি।

এমতাবস্থায়, প্রতীয়মান হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ নূরুল আলম, সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ না করে অমান্য করেছেন যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

আদেশ

যেহেতু, অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ নূরুল আলম, সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক পূর্ববর্তী ১১৯/২০১৪ নং অভিযোগের শুনানীকালে ঢাকাস্থ ওয়াক্ফ প্রশাসকের অফিসে ইসি ১৫৫০৯ নং নথির ১ম খণ্ড তার অফিসে সংরক্ষিত না থাকায় অভিযোগাকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি মর্মে উল্লেখ করেন;

যেহেতু তিনি অভিযোগকারীর অত্র অভিযোগের শুনানীকালে তার বক্তব্যে উক্ত ইসি ১৫৫০৯ নং নথির ১ম খণ্ড তার অফিসে সংরক্ষিত নেই মর্মে জানান এবং তিনি কমিশনের জিজ্ঞাসার জবাবে উক্ত নথি সংরক্ষিত নেই মর্মে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করেন এবং

যেহেতু কমিশনের উক্তরূপ নির্দেশনা প্রাপ্তির পরও উক্ত বিষয়ে যাচিত ও নির্দেশিত তথ্য সরবরাহ না করে অভিযোগকারীকে তার তথ্য প্রাপ্তির আইনগত অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করেছেন;

সেহেতু,

(ক) অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ নূরুল আলম, সহকারী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক, বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা অত্র রায়ের কপি প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী ১১৯/২০১৪ নং অভিযোগে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করবেন।

(খ) অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য কমিশনের নির্দেশনা পাওয়ার পরও তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করায় উক্ত আইনের ২৫(১১)(খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৭(১)(খ) এবং (ঙ) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ নূরুল আলমকে ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো। অনাদায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(৪) ধারা অনুসারে জরিমানার টাকা আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮(৪) এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে সরবরাহকৃত তথ্যের অনুলিপি ও আদায়কৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দানের প্রমাণাদি তথ্য কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হলো।

(ঘ) তথ্য কমিশনের রায় যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ওয়াক্‌ফ প্রশাসক, বাংলাদেশ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হলো।

স্বাক্ষরিত/-	**স্বাক্ষরিত/-**	**স্বাক্ষরিত/-**
(প্রফেসর খুরশিদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৮/২০১৫

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান
পিতা-মোঃ আব্দুল হাকিম খান
পশ্চিম বক্স নগর (পুষ্প লেন)
পোষ্ট-সারুলিয়া
ডেমরা, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ (১) জনাব মোশারফ হোসেন
সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

(২) আবদুস সালাম
চেয়ারম্যান
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)
দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

রায়

তারিখ ঃ ০৭-০৭-২০১৫ ইং

কমিশন সভার ১৮-০৫-২০১৫ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১১-০৬-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে সমন জারী করা হয়। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ (১) জনাব মোশারফ হোসেন, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ দাউদকান্দি, কুমিল্লা এবং (২) আবদুস সালাম, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা সমনের কপি গ্রহণ না করে ফেরৎ দিয়ে গরহাজির। প্রতিপক্ষ গরহাজির থাকায় তাদেরকে হাজির হওয়ার সুযোগ দিয়ে ০৭-০৭-২০১৫ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়। নির্ধারিত তারিখেও অভিযোগকারী হাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ (১) জনাব মোশারফ হোসেন, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ দাউদকান্দি, কুমিল্লা এবং (২) আবদুস সালাম, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা সমনের কপি গ্রহণ না করে পুনরায় গরহাজির। অভিযোগকারী ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে নিজ বক্তব্য উপস্থাপন ও কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান করেন।

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান এর অভিযোগ সম্পর্কিত ০৮-০৪-২০১৫ তারিখের বক্তব্য।

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান গত ২৩-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব বশির আহমেদ, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে **২০১১-১২, ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের (১৫ ই নভেম্বর পর্যন্ত) দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদের নিম্নে বর্ণিত তথ্যাদি চেয়ে আবেদন করেনঃ**

ক) ১% স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের আওতায় সম্পাদিত প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলন, কাজের বিল ও প্রদত্ত বিল পরিশোধের যাবতীয় তথ্যাদি।
খ) কাবিখা, কাবিটা, টিআর কমসূচীর আওতায় প্রকল্পের নাম, বরাদ্দকৃত টাকা, গম/চালের পরিমাণ, প্রাক্কলন, মাষ্টার রোল তালিকা, নথি ও প্রদত্ত বিল ও ভাউচার ও অন্যান্য তথ্যাদি।
গ) কর্মসৃজন প্রকল্পের নাম, বরাদ্দকৃত টাকা, মাষ্টার রোল তালিকা বিল ও ভাউচার সংক্রান্ত নথি।

ঘ) উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের অধিনে এলজিএসপি প্রকল্প সমূহের নাম, প্রাক্কলন, বিল পরিশোধের বিবরণ ও যাবতীয় তথ্য।

ঙ) সরকারী/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অনুদান ও রাজস্ব/নিজস্ব তহবিল দ্বারা সম্পাদিত উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রকল্প, প্রাক্কলন, মাষ্টার রোল তালিকা, এডিপিসহ অন্যান্য তথ্য।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-১২-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২০-০১-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন যার নং ০৮/২০১৫। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৮-০৪-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত শুনানীতে অভিযুক্ত জনাব মোশারফ হোসেন, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা শপথপূর্বক জানান যে, তিনি ১৮/০২/২০১৫ তারিখে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদে যোগদান করেছেন। যোগদানের পর মায়ের অসুস্থতাজনিত কারণে ছুটিতে ছিলেন বিধায় অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে অবগত ছিলেন না। সমন পাবার পর বিষয়টি জানতে পেরেছেন এবং তথ্য সংগ্রহপূর্বক তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। অপর অভিযুক্ত প্রতিপক্ষ চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী প্রায় ৪ বছরের তথ্য চেয়েছেন, তথ্যের পরিমাণ অধিক হওয়ায় এবং ইউপি সচিবের মায়ের অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি ছুটিতে থাকায় যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি অভিযোগকারীর তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। শুনানীঅন্তে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত বিল ও ভাউচারের কপি ব্যতীত অবশিষ্ট তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লাকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান এর ০৭-০৭-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য।

তথ্য কমিশনের ০৮/২০১৫ নং অভিযোগের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক গত ০৮-০৪-২০১৫ তারিখে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কোন তথ্য প্রদান না করায় অভিযোগকারী পুনরায় ৮৮/২০১৫ নং অভিযোগ দায়ের করলে প্রথমে গত ১১-০৬-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়। শুনানীতে অভিযোগকারী হাজির হলেও প্রতিপক্ষ গরহাজির থাকেন। প্রতিপক্ষ গরহাজির থাকায় কমিশন কর্তৃক পুনরায় ০৭-০৭-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারীর প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী কমিশনের ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়েছেন, কিন্তু প্রতিপক্ষ সমন গ্রহণ না করে ফেরত দিয়ে গরহাজির। অভিযোগকারীর উপস্থিতিতে পুনরায় শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীকালে অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, অভিযোগ নং ০৮/২০১৫ এর প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের পরও জনাব মোশারফ হোসেন, সচিব, দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা চেয়ারম্যানের যোগসাজশে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ না করায় এবং তথ্য চাওয়ার জন্য তাকে হুমকি প্রদান করায় অভিযোগকারী বিষয়টির প্রতিকার প্রার্থনা করে পুনরায় ৮৮/২০১৫ নং অভিযোগ দায়ের করেছেন।

তিনি আরো বলেন যে, অত্র অভিযোগের বিষয়ে প্রথমে ১১-০৬-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে সমন জারী করা হয়। ধার্য তারিখে প্রতিপক্ষ (১) জনাব মোশারফ হোসেন, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ দাউদকান্দি, কুমিল্লা এবং (২) আবদুস সালাম, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা সমনের কপি গ্রহণ না করে ফেরত দিয়ে গরহাজির থাকেন। প্রতিপক্ষ গরহাজির থাকায় তাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিয়ে ০৭-০৭-২০১৫ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়। প্রতিপক্ষ (১) জনাব মোশারফ হোসেন, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ দাউদকান্দি, কুমিল্লা এবং (২) আবদুস সালাম, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা সমনের কপি গ্রহণ না করে ফেরত পাঠিয়ে গরহাজির রয়েছেন। তার পূর্ববর্তী ০৮/২০১৫ নং অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৮-০৪-২০১৫ তারিখে উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে বিল ভাউচার ব্যতীত অন্যান্য চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করার আদেশ প্রতিপক্ষগণ অমান্য করে তথ্য অধিকার আইনের বিধান লংঘন করেছেন এবং তাকে হুমকি দিচ্ছেন। তাই তিনি তাদের এরূপ আচরণের শাস্তি দাবী করে চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করার আবেদন করেন।

বিচার্য বিষয়সমূহ

১) আবেদনকারীর যাচিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহ বাধ্যতামূলক কিনা ?
২) আবেদনকারীর যাচিত তথ্য 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুসারে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে কিনা?
৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অমান্য করে তথ্য সরবরাহ না করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন কিনা?

প্রাপ্ত তথ্যাদিও বিশ্লেষণ ও রায়ের যৌক্তিকতা

উল্লেখিত বিচার্য বিষয়সমূহ একত্রে আলোচনার জন্য নেওয়া হলো। অত্র অভিযোগের একতরফা শুনানীকালে অভিযোগকারীর বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, গত ১১-০৬-২০১৫ তারিখে শুনানীর জন্য প্রদত্ত সমন অনুযায়ী অভিযোগকারী যথারীতি শুনানীর জন্য হাজির ছিলেন। কিন্তু উক্ত তারিখে প্রতিপক্ষদের প্রতি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রেরিত সমন প্রতিপক্ষদ্বয় গ্রহণ করেননি মর্মে ডাকবিভাগের রিটার্নে দেখা যায় যা নিম্নরূপঃ

"প্রাপক ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করে না বিধায় ফেরত।"

তথাপি তথ্য কমিশন তাদের শুনানীর জন্য সুযোগ দেওয়ার জন্য পুনরায় ০৭-০৭-২০১৫ তারিখ নির্ধারণ করে সমন জারীর আদেশ দেয়। তদনুযায়ী পুনরায় রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে উভয়পক্ষকে সমন দেওয়া হলে অভিযোগকারী শুনানীর দিনে হাজির। কিন্তু নথি দৃষ্টি প্রতীয়মান হয় যে, প্রাপক সমন গ্রহণ না করায় ডাক বিভাগ তা ফেরত পাঠিয়েছে। প্রতিপক্ষদ্বয়ের এহেন আচরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সমন গ্রহণ না করে তথ্য কমিশন ট্রাইব্যুনালে হাজির হননি। ফলে অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারিত থাকায় একতরফা শুনানী গ্রহণ করা হয়। নথি দৃষ্টে আরো দেখা যায় যে, এই সকল তথ্য চেয়ে অভিযোগকারী ০৮/২০১৫ নং অভিযোগ পূর্বে তথ্য কমিশনে দায়ের করেছিলেন এবং উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে গত ০৮-০৪-২০১৫ শুনানীকালে অভিযুক্তদ্বয় নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

জনাব মোশারফ হোসেন, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা এর ০৮-০৪-২০১৫ তারিখের বক্তব্য

সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি ১৮/০২/২০১৫ তারিখে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদে যোগদান করেছেন। যোগদানের পর মায়ের অসুস্থতাজনিত কারণে ছুটিতে ছিলেন বিধায় অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে অবগত ছিলেন না। সমন পাবার পর বিষয়টি জানতে পেরেছেন। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি অভিযোগকারীর তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত বিল ও ভাউচারের কপি ব্যতীত অবশিষ্ট তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য তাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা এর ০৮-০৪-২০১৫ তারিখের বক্তব্য

প্রতিপক্ষ চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী প্রায় ৪ বছরের তথ্য চেয়েছেন, তথ্যের পরিমাণ অধিক হওয়ায় এবং ইউপি সচিবের মায়ের অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি ছুটিতে থাকায় যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি অভিযোগকারীর তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

উক্ত অভিযোগের বিষয়ে উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারা অনুযায়ী যাচিত তথ্যাদি সুস্পষ্ট ও প্রদানযোগ্য বিবেচিত হলেও প্রত্যেকটি বিল ও ভাউচারের কপি প্রদান ব্যয়সাধ্য ও তথ্যের আধিক্য বিবেচনা করে বিল ভাউচার ব্যতীত অন্যান্য তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য গত ০৮-০৪-২০১৫ তারিখে আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ না করায় অত্র অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। উক্ত অভিযোগের শুনানীকালে তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করা হলেও তথ্য সরবরাহ করা হয়নি যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১)(খ) উপধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী এই তথ্য প্রথমে চাওয়া হয়েছিল ২৩-১১-২০১৪ তারিখে এবং তদনুযায়ী চাহিত তথ্য আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু তথ্য সরবরাহ না করায় ইতোমধ্যে তথ্য কমিশন থেকে শুনানীঅন্তে প্রদত্ত আদেশেও তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(১) উপধারা অনুযায়ী প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ৫০ টাকা হিসেবে সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে। কাজেই আদেশ হয় যে,

আদেশ

১। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোশারফ হোসেন, সচিব, দাউদকান্দি ১০ নং (উ:) ইউনিয়ন পরিষদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা তথ্য কমিশনের আদেশ উপেক্ষা করে তথ্য সরবরাহ না করায় তাকে উক্ত উপধারা অনুযায়ী ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো এবং জরিমানা অনাদায়ে তথ্য অধিকার আইনের ২৭(৪) উপধারা অনুযায়ী আদায়ের আদেশ দেওয়া হলো।

২। অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি ০৮/২০১৫ নং অভিযোগে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষকে পুনরায় নির্দেশ দেওয়া হলো এবং সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে কোড নং ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ তে জমা করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

৩। অন্যথায় অভিযোগের বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরণপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হবে।

আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলপক্ষগণকে সরবরাহ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৩/২০১৫

অভিযোগকারী ঃ জনাব ফকির এ মতিন
পিতা-মৃত আছমত আলী
গ্রাম- কালাইরপাড়
পোষ্ট+উপজেলা-গফরগাঁও
জেলা-ময়মনসিংহ।

প্রতিপক্ষ ঃ ১) জনাব মোঃ জাবির ইবনে হাফিজ
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বিআরডিবি, গফরগাও, ময়মনসিংহ।

২) **জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান**
সভাপতি
ইউ.সি.সি.এ
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।
ও
তথ্য সংরক্ষণকারী

রায়।

(তারিখ ঃ ০৭-০৭-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব ফকির এ মতিন তার দাখিলকৃত ১৭/২০১৫ নং অভিযোগের বিষয়ে জনাব মোঃ জাবির ইবনে হাফিজ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিআরডিবি, গফরগাও, ময়মনসিংহ-এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৭/২০১৫ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করেননি। এ প্রেক্ষিতে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৮-০৫-২০১৫ তারিখে পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। উল্লেখ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ০৫-০৫-২০১৫ তারিখে ৫৩০ নং স্মারকমূলে সভাপতি, গফরগাঁও ইউ.সি.সি.এ, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ-কে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার তাগিদ দিয়েছেন। বিষয়টি কমিশনের ২৩-০৬-২০১৫ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৭-০৭-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়। নির্ধারিত তারিখে সকল পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন ও কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান করেন।

অভিযোগকারী জনাব ফকির এ মতিন এর অভিযোগ বিবরণী ও বক্তব্য।

অভিযোগকারী জনাব ফকির এ মতিন পিতা-মৃত আছমত আলী, গ্রাম-কালাইরপাড়, পোষ্ট+উপজেলা-গফরগাঁও, জেলা-ময়মনসিংহ ১৩-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা/সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), গফরগাঁও ইউ.সি.সি.এ, বিআরডিবি, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক. **গফরগাঁও ইউসিসিএ এর নির্বাচন/১৪ তে ভোট প্রয়োগকারী প্রাথমিক সমবায় সমিতি কর্তৃক ভোটার প্রতিনিধির ছবিসহ দেয় পরিচয়পত্র [বিধি-৩(২) দ্রষ্টব্য] এর সত্যায়িত ফটোকপি। সংসদ নির্বাচন কমিটির কাছে দাখিলকৃত সকল।**

খ. **পরিচয়পত্রের সাথে সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির ভোটার প্রতিনিধি প্রেরণের রেজুলেশনের সত্যায়িত ফটোকপি।**

গ. **ব্যালট পেপারের মুরির সত্যায়িত ফটোকপি। ইস্যুকৃত সকল মুরি।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ৩০-১২-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ আকলাছুর রহমান, উপ-পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বিআরডিবি, ময়মনসিংহ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৫-০১-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন যার নং ১৭/২০১৪। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৮-০৪-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত শুনানীতে অভিযুক্ত জনাব মোঃ জাবির ইবনে হাফিজ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিআরডিবি, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ শপথপূর্বক জানান যে, নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি সম্বলিত সীলগালাকৃত বস্তা খোলার বিষয়ে সমবায় আইন ও বিধিতে স্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই। তবে নির্বাচন সংক্রান্ত দেশের প্রচলিত আইন ও বিধিমালা মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদ বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান রয়েছে এবং উক্ত আদালত গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শনের জন্য উহার মুড়িপত্র এবং দলিল দস্তাবেজ সম্বলিত প্যাকেট খুলিবার আদেশ প্রদান করতে পারেন। যেহেতু, নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি সম্বলিত সীলগালাকৃত বস্তা ইউ.সি.সি.এ এর সভাপতির নিকট রয়েছে, সেহেতু, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রদানের জন্য সভাপতিকে নির্দেশনা প্রদান করলে, তিনি সভাপতির সহায়তায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-০৫-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য ইউ.সি.সি.এ এর সভাপতির সহায়তায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিআরডিবি, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১৭/২০১৫ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে ইউনিয়ন পরিষদ বা জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ইউ.সি.সি.এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং সমবায় আইন বা বিধিতে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান না থাকায় কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কোন তথ্য প্রদান না করায় অভিযোগকারী পুনরায় ৯৩/২০১৫ নং অভিযোগ দায়ের করলে ০৭-০৭-২০১৫ তারিখে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে পুনরায় শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। অদ্য শুনানীকালে অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, ১৭/২০১৫ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করেননি। এ প্রেক্ষিতে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এবং সভাপতি, ইউসিসিএ এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

জনাব মোঃ জাবির ইবনে হাফিজ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিআরডিবি, গফরগাও, ময়মনসিংহ এর বক্তব্য

জনাব ফকির এ মতিন এর পূর্ববর্তী অভিযোগ নং ১৭/২০১৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৮-০৪-২০১৫ তারিখে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীতে জনাব মোঃ জাবির ইবনে হাফিজ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিআরডিবি, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ শপথপূর্বক জানান যে, নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি সম্বলিত সীলগালাকৃত বস্তা খোলার বিষয়ে সমবায় আইন ও বিধিতে কোন স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। তবে নির্বাচন সংক্রান্ত দেশের প্রচলিত আইন ও বিধিমালা মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদ বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান রয়েছে এবং উক্ত আদালত গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শনের জন্য উহার মুড়িপত্র এবং দলিল দস্তাবেজ সম্বলিত প্যাকেট খুলিবার আদেশ প্রদান করতে পারেন। ইউসিসিএ নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি সম্বলিত সীলগালাকৃত বস্তা ইউ.সি.সি.এ এর সভাপতির নিকট থাকায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রদানের জন্য সভাপতিকে নির্দেশনা প্রদান করলে তিনি সভাপতির সহায়তায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে পরবর্তী ০৭-০৫-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য ইউ.সি.সি.এ এর সভাপতির সহায়তায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি ০৫-০৫-২০১৫ তারিখের ৫৩০ নং স্মারকমূলে সভাপতি, গফরগাঁও ইউ.সি.সি.এ, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ-কে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য পত্র দিয়েছেন। সভাপতি তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি।

জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, সভাপতি, ইউ.সি.সি.এ গফরগাঁও, ময়মনসিংহ এর বক্তব্য

জনাব ফকির এ মতিন এর অভিযোগ নং ১৭/২০১৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৮-০৪-২০১৫ তারিখে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীতে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে পরবর্তী ০৭-০৫-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য ইউ.সি.সি.এ এর সভাপতির সহায়তায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু এর মধ্যেই অভিযোগকারী আদালতে মামলা দায়ের করেন। এ জন্য তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারী কর্তৃক কত তারিখে মামলা দায়ের করা হয়েছে তা কমিশন কর্তৃক জানতে চাওয়া হলে জানানো হয় যে, তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয়সমূহ

১) আবেদনকারীর যাচিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল কি না এবং সরবরাহযোগ্য কিনা?
২) আবেদনকারীর যাচিত তথ্য 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুসারে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে কিনা?
৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অমান্য করে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন কিনা?
৪) তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ নং ১৭/২০১৫ তে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে এ বিষয়ক কোন মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিল কিনা?
৫) তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সহায়ক কর্মকর্তা তার দায়িত্ব পালন করেছেন কিনা?

প্রাপ্ত তথ্যাদিও বিশ্লেষণ ও রায়ের যৌক্তিকতা

১, ২ ও ৩ নম্বর বিচার্য বিষয়সমূহ একত্রে আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হলো। অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ নং ১৭/২০১৫ শুনানীঅন্তে অত্র রায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অভিযোগ বিবরণী অংশে ক, খ ও গ উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্যগুলো জানতে চাওয়া হলে কমিশন কর্তৃক শুনানীঅন্তে তা সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরবরাহযোগ্য থাকায় তা সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত ইউনিয়ন পরিষদ বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনী আইন ও বিধিমালা, সমবায় আইন ও তদধীনে প্রণীত সমবায় বিধিমালার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ায় তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী গত ০৭-০৫-২০১৫ তারিখের মধ্যে সভাপতি, ইউসিসিএ এর সহায়তায় তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দেওয়া হয়। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে নির্ধারিত সময় শেষ হবার মাত্র ২ দিন আগে ইউসিসিএ এর সভাপতিকে তথ্য সরবরাহের নিমিত্তে পত্র প্রেরণ করেন এবং সভাপতি তার কাছে সংরক্ষিত তথ্যাদি অভিযোগকারী মামলা দায়ের করার অজুহাতে সরবরাহ না করায় যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করতে পারেননি। ফলে এটি সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, ১৭/২০১৫ নং অভিযোগের বিষয়ে তথ্য কমিশনের আদেশ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১২) উপধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হলেও তা অমান্য করা হয়েছে যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

শুনানীতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে ৪ ও ৫ নং বিচার্য বিষয়ে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য সরবরাহের নির্ধারিত সময় সীমা ০৭-০৫-২০১৫ তারিখ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে অভিযোগকারী আদালতে মামলা করেছেন। অর্থাৎ উক্ত তারিখ পর্যন্ত আদালতে মামলা দায়ের না হওয়ায় প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগের বিষয় আদালতে বিচারাধীন থাকার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০(৫) উপধারা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচিত তথ্য সংরক্ষণকারী ইউসিসিএ এর চেয়ারম্যান এর নিকট তথ্য চাওয়া সত্ত্বেও তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা না করায় উক্ত আইনের ১০(৬) উপধারা অনুযায়ী তিনিও এক্ষেত্রে দোষী মর্মে প্রতীয়মান হয়। কাজেই আদেশ হয় যে,

আদেশ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ জাবির ইবনে হাফিজ এবং ইউসিসিএ এর সভাপতি ও সহায়ক কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ১৭/২০১৫ নং অভিযোগে প্রদত্ত আদেশ অমান্য করে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ না করায় তাদের উভয়কেই দোষী সাব্যস্ত করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১)(খ) উপধারা এবং ২৭(১) নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেককে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা করে জরিমানা করা হলো এবং জরিমানার অর্থ অনাদায়ে তথ্য অধিকার আইনের ২৭(৪) ধারা অনুযায়ী আরোপিত জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আদেশের অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]

পরিশিষ্ট 'ঙ'

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি

প্রতিষ্ঠান	বাস্তবায়িত কার্যক্রম
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তরসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম ও ঠিকানাসম্বলিত পুস্তিকা এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৫ পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রকাশযোগ্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	ওয়েবসাইটে নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা-২০১৫ প্রকাশ করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
অর্থ বিভাগ (মনিটরিং সেলসহ)	তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ১৫ প্রকাশ করা হয়।
অর্থ মন্ত্রণালয় ,অর্থ বিভাগ প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ প্রশাসন-১ শাখা	গত ১৫/১২/১৫ তারিখে অর্থ বিভাগের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ১৫ প্রকাশ করা হয়।
পরিকল্পনা বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থার তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা আপীল কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা ওয়েবসাইটে প্রকাশ। তাছাড়া তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫ প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং নির্দেশিকার আলোকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা প্রদান
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ সংরক্ষণ করা হয়েছে। তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশাবলী-১৫ প্রণয়নকরা হয়েছে। তথ্য অধিকার সংক্রান্তসমস্ত আইন বিধিমালা এবং নির্দেশাবলী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এ দেয়া হয়েছে।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য প্রাপ্তির নির্দেশিকা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১। তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রকাশ করা , ২। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ করা ।
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫ গত ১১-১১-২০১৫ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত তথ্যাদি জনগণের সহজলভ্য করার জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড ও আপডেট করা হচ্ছে।
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের " তথ্য অবমুক্ত করণ নির্দেশিকা, ২০১৫" প্রকাশ করা হয়েছে। জনসাধারণকে অবহিত করণের লক্ষ্যে নির্দেশিকাটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করা হয়েছে।
মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা তৈরীপূর্বক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে ।
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ১০ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে অবহিত করা হয়।
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তথ্যাদি ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ	জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পরিষদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েবসাইটে RTI এবং GRS অপশন সংযোজনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ও তথ্য সম্পর্কে পুস্তিকা তৈরির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় প্রয়োজনীয় তথ্য ওয়েবসাইটে ও নাগরিক সেবা সনদের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।
শিল্প মন্ত্রণালয়	১) তথ্য অধিকার আইন -২০০৯ এর অধীনে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে । ২) শিল্প মন্ত্রণালয়ের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে ।

	৩) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আলোকে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ' প্রণয়ন করা হয়েছে। ৪) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়	তথ্য অধিকার আইনের উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১) চেয়ারম্যান রাজউক এর উপস্থিতিতে তথ্য অধিকার আইনে তথ্য সরবরাহের বিষয়ে রাজউকের বিভিন্ন শাখা ও বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ে বিশেষ সভা করা হয়েছে । ২) রাজউক এর মাসিক সমন্বয় সভায় তথ্য সরবরাহের বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা ও তৎপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	তথ্য অধিকার কর্মকর্তা (তথ্য অধিকার ফোকাল পয়েন্ট) নিয়োগ ও দায়িত্ব বন্টন, সিটিজেন চার্টার ও ওয়েবসাইট প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ। প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, শুদ্ধাচার ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন , কমিটি গঠন , বাস্তবায়ন।
বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশন	১) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় তথ্য কমিশন কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে প্রবর্তিত আংগিক অনুযায়ী বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়নামন্তে চূড়ান্ত করা হয়েছে, যা শ্রীঘ্রই প্রকাশ ও কার্যকর করা হবে। ২) পরিবর্তিত ফরমেট সিটিজেন চার্টার চূড়ান্ত করে দফতরে প্রেরণ ও ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা	তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার খসড়া চুড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলছে।
জনতা ব্যাংক লিমিটেড	জনতা ব্যাংক লিঃ স্টাফ কলেজ এ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রত্যেকটি সাধারণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	ব্যাংকের কার্যক্রমের তথ্য সরবরাহের নিমিত্তে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়ে থাকে।
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)	১। কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে বার্ষিক প্রতিবেদন, সিটিজেন চার্টারসহ অন্যান্য তথ্যাদি সন্নিবেশন করা হয়েছে। ২। কর্পোরেশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে।
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা-২০১৫ প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য প্রাপ্তির নির্দেশিকা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে ।
মহাপরিচালক , জনশক্তি , কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	বিএমইটি সংক্রান্ত তথ্যাদি জনগণের সহজলভ্য করার জন্য এ সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড ও আপডেট করা হচ্ছে।
মহাপরিচালক, ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ড	ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ড সংক্রান্ত তথ্যাদি জনগণের সহজলভ্য করার জন্য এ সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড ও আপডেট করা হচ্ছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ	১। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে একজন সহকারী কমিশনারকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে, ২। তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৩। জেলা ওয়েব পোর্টাল নিয়মিত আপডেট করা হয়।
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, সদর, মুন্সীগঞ্জ	বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের তালিকা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য উপজেলা পরিষদের অফিস চত্বরে প্রর্দশনের ব্যবস্থা গ্রহণ। বিভিন্ন স্কীমের অগ্রগতির প্রতিবেদন সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সার্বক্ষনিক দপ্তরে সংরক্ষণ করা
জেলা পরিষদ, মুন্সিগঞ্জ	সিটিজেন চার্টার ও হেল্পডেস্ক স্থাপন করে তথ্য অনুসন্ধান কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং জেলা পরিষদের তথ্যাদি জেলা পরিষদের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।
জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ	আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস পালনের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা হয়
জেলা অ্যাডজুট্যান্ট, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, নারায়ণগঞ্জ	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সিটিজেন চার্টার অফিস আঙ্গিনায় টাঙ্গানো হয়েছে
জেলা প্রশাসক, শেরপুর	বিভিন্ন সভা সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত করানো এবং ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বিভিন্ন

	ভেন্যুতে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ক্লাস নেয়া হয়।
পরিচালক কৃষি তথ্য সার্ভিস	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, প্রকাশিত।
কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, প্রণয়ন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
কৃষি বিবপণন অধিদপ্তর	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
তুলা উন্নয়ন বোর্ড	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
কৃষি তথ্য সার্ভিস	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও ইনস্টিটিউট	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সংস্থার তথ্য অধিকার নির্দেশিকা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে
আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের অধিদপ্তর	তথ্য অধিকার আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের আলোকে এ অধিদপ্তর সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোয়ন প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েব সাইট (www.ecie.gov.bd) এবং ই-মেইল (controller. chief @yahoo. com) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে , যা থেকে সেবা গ্রহীতারা সহজেই সেবা পেয়ে থাকেন ।
বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এণ্ড সার্ভিসেস লি:(বোয়েসেল)	বোয়েসেল সংক্রান্ত তথ্যাদি জনগণের সহজলভ্য করার জন্য এ সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড ও আপডেট করা হচ্ছে।
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্যাদি জনগণের সহজলভ্য করার জন্য এ ব্যাংকের ওয়েব সাইটে

	প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড ও আপডেট করা হচ্ছে ।
পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	পিকেএসএফ এর ওয়েবসাইট মেন্যুতে Information নামক একট ট্যাব সংযোজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা পিকেএসএফ এর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হচ্ছে।
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউটের অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম)	তথ্য অবমুক্তকরণের নির্দেশিকার গাইডলাইন অনুসরণ করে ইনস্টিটিউটের তথ্য অবমুক্তকরণের নির্দেশিকার খসড়া ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। তথ্য আবেদন ফরম ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। আপিল আবেদন ফরম ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে ।
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	১) অত্র বোর্ডের কর্মকাণ্ডের তথ্যাদি বোর্ডের ওয়েব-সাইটে নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে। ২) তথ্য কর্মকর্তার তথ্যসহ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রস্তুত করে বোর্ডের ওয়েব সাইটে দেওয়া হয়েছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।
বস্ত্র পরিদপ্তর	(১) বস্ত্র পরিদপ্তরের নিবন্ধনকৃত বস্ত্র শিল্প কারখানার তথ্যাবলী, সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যক্রম, সিটিজেন চার্টার, বাজেট, বার্ষিক প্রতিবেদন, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ এর নাম পদবী, ঠিকানা বস্ত্র পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা	বিবেচ্য সময়ের সংগঠিত ৪ টি বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে তথ্য অধিকার আইন , ২০০৯ এর উপর ১৯০ জনকে অবহিত করণ করা হয়েছে।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট (www.dphe.gov.bd) এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য দেয়া আছে।
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল	নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের ওয়েবসাইট presscouncil.gov.bd তে কাউন্সিল সম্পর্কিত আইন, বিধিবিধান জানা যাবে।
বাংলাদেশ বেতার	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার জন্য আলোচনা, কথিকা, গান, জীবন্তিকাসহ, বিভিন্ন ফরমেট অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে ।
তথ্য অধিদপ্তর	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে এ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫ বই আকারে মুদ্রণ করা হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে ।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক, বাসস	ক) বাসস'র ওয়েবসাইটে সংস্থার কর্মরত সাংবাদিকদের যোগযোগের বিস্তারিত তথ্য হালনাগাদকরণ । খ) বাসস'র অর্ডিন্যান্স, চাকুরীবিধিমালা সিটিজেন চার্টার-নির্দেশিকা ইত্যাদি উপস্থাপন। গ) বাসস'র ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ। ঘ) আপীল কর্তৃপক্ষও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা উপস্থাপন। ঙ) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জনসাধারণ-কে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় সচেতনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যবস্থা।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১) তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়নকল্পে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে । ২) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৫ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাও কমচারীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	১) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে । ২) আইনের আওতায় স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইব)'র তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা,২০১৫ বাস্তবায়ন করে এনআইবির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে ।
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	ব্রি'র তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এবং

	ধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দুটি ওয়েবসাইট www.bri.gov.bd, www.knowledgebank-brri.org চালু রয়েছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ হচ্ছে। নিয়মিত ব্রি'র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে যা ব্রি'র ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা	তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন, র‍্যালি, আলোচনা সভা ও তথ্য মেলার আয়োজন করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর	১। আইন সম্পর্কে ব্যপক প্রচারণা চালানো হয়েছে ২। তথ্য অধিকার কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৩। বিভিন্ন বিভাগের নিয়োগকৃত কর্মকর্তাগণের নিয়ে সভা করা হয়েছে।
সমাজসেবা অধিদপ্তর, দিনাজপুর	১। আইন সম্পর্কে ব্যপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। তথ্য অধিকার কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৩। বিভিন্ন বিভাগের নিয়োগকৃত কর্মকর্তাগণের নিয়ে সভা করা হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পার্বতীপুর	১। আইন সম্পর্কে ব্যপক প্রচারণা চালানো হয়েছে ২। তথ্য অধিকার কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৩। বিভিন্ন বিভাগের নিয়োগকৃত কর্মকর্তাগণের নিয়ে সভা করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট	১। আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে র‍্যালী ও আলোচনা সভা। ২। জেলা উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলার সকল স্তরের মানুষের জন্য তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার কাজ অব্যাহত রয়েছে ।
আরশী নগর সেবামূলক উন্নয়ন সংস্থা, লালমনিরহাট।	আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন, তথ্যগত শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে গঠিত জেলা উপদেষ্টা কমিটির সভা প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মেলা ও সেমিনারে আইনটির ব্যাপক প্রচার চালানো হয়।
জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়	সভা/সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা হয়
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঠাকুরগাঁও সদর	মাসিক উন্নয়ন ও সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিলেট সদর।	উপজেলা পরিষদ সভায় এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়ে থাকে।
জেলা প্রশাসক মৌলভীবাজার	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল মাসিক সভার এজেন্ডাভূক্ত করে আলোচনা করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া	জেলা প্রশাসন, বগুড়া এবং টিআইবি এর উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে প্রতিবছর তিনদিন ব্যাপী তথ্যমেলার আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টারে তথ্য প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। জেলার সকল সরকারি দপ্তর এবং এনজিও-কে তথ্য প্রদানে উৎসাহিত করা হয়েছে। জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় তথ্য প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়।
জেলা সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয়, বগুড়া	তথ্য অধিকার বিধিমালা ২০০৯ এর আলোকে কি কি তথ্য প্রাপ্তির অধিকার জনসাধারণের আছে তা অবহিত করণের লক্ষ্যে অফিস চত্বরে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে সাইনবোর্ডে উল্লেখপূর্বক এ কার্যালয় হতে কি কি সেবা প্রদান করা হয় তা প্রচার করা হচ্ছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট	মাসিক উন্নয়ন ও সমন্বয় সভাসহ সকল সভায় এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয় এবং সভা, সেমিনারে এ বিষয়ে আলোকপাতের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করা হয়।
জেলা প্রশাসক, নওগাঁ	২৮ শে সেপ্টেম্বর /১৫ ইং তারিখে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস যথাযথ ভাবে পালন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালী, অলোচনা সভা এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক জেলা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে এখন থেকে প্রতিমাসে এ বিষয়ে সভা আহবানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসক, নাটোর	এ কার্যালয়ের সামনে দৃশ্যমান স্থানে (সিটিজেন চার্টার) টানানো রয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা	১। গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদ্‌যাপনে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকরী ভূমিকা পালনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও প্রতিনিধিগণকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে । ২। তথ্য অধিকার আইন/২০০৯ মোতাবেক তথ্য প্রাপ্তিতে জনসাধারণকে সহায়তা প্রদান ও এ বিষয়ে জেলা/উপজেলাসমূহের জন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে ।
জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ	(ক) তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন জোরদার করণের লক্ষ্যে জেলা উপদেষ্টা কমিটির (প্রতি মাসে)

	সভা আহ্বান করা হয়েছে (খ) জনগণের তথ্য প্রাপ্তির সহজীকরণের সকল দপ্তরকে নিয়মিত তাদের তথ্য হালনাগাদ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসক, জামালপুর।	আইন-শৃংখলা সভা, সমন্বয় সভা ও বিভিন্ন সভায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ,জামালপুর।	তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বাস্তবায়ন এর জন্য জেলা পরিষদ হতে প্রচার ও উদ্বুদ্ধকণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ।	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১২(বার) টি মাসিক সমন্বয় সভায় জেলার সকল কর্মকর্তাগণের সাথে তথ্য অধিকার আইন , ২০০৯ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া তথ্য মেলার আয়োজন এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য সেবা প্রদর্শন করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসন, বাগেরহাট	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাগেরহাট জেলায় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে প্রতিমাসে এ কমিটির সভা করা হচ্ছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাগুরা	তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ বিষয়ে ১০.০৯.২০১৪ খ্রি. তারিখ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও মাগুরা জেলায় তথ্য অধিকার জোরদার করণের লক্ষ্যে জেলা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন সভায় সংশ্লিষ্টগণকে অবহিতকরণ এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধারণা প্রদান করা হয়।
উপজেলা নির্বাহি অফিসার শালিখা, মাগুরা	১) তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন সভায় সংশ্লিষ্টগণকে অবহিতকরণ এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধারণা প্রদান করা হর্য়। ২) তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ১০ ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য জনসাধারণকে নিদের্শনা প্রদান করা হয়েছে।
পিটিআই, মাগুরা	তথ্য অধিকার অইন,২০০৯ অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানে যে সব তথ্য সরবরাহযোগ্য তা একটি ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাগুরা	বিভিন্ন অনুষ্ঠানে/সভায়/সেমিনারে মৎস্য চাষী/মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হয়।
মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা	তথ্য অধিকার অইন,২০০৯ অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানে যে সব তথ্য সরবরাহযোগ্য তা একটি ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা	০১. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় জেলা ও উপজেলার সকল সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিকল্প দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ০২. সেবা জনগণের কাছে আরও সহজলভ্য ও উন্নততর করার লক্ষ্যে "ONE STOP SERVICE" চালু করা হয়েছে । ০৩. তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদকরণের মাধ্যমে জনগণকে আপডেট তথ্য প্রদান করা হচ্ছে । ০৪. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল সভায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর আলোচনা অব্যাহত রয়েছে । ০৫. জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে এনজিও সমন্বয় সভায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয় যার ফলে সাধারণ জনগণ সহজেই এ সম্পর্কে অবহিত হতে পারছে । ০৬. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় জেলা ও উপজেলার সকল সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) নামফলক স্থাপন করা হয়েছে ।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর	অবহিকরণ সভা আয়োজন, ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন, সিটিজেন চার্টার স্থাপন, লিফলেট বিতরণ, ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন তথ্য উন্মুক্তকরণ।
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, যশোর	তথ্য প্রদান সংক্রান্ত রেজিষ্টার সংরক্ষণ, জেলার মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদি ডিসপ্লে বোর্ডে এবং দপ্তরের ফেসবুক পেইজে উপস্থাপন।
জেলা পরিষদ, পটুয়াখালী	(ক) সিটিজেন চার্টার উন্মুক্ত স্থানে প্রদর্শিত হচ্ছে।
জেলা প্রশাসন, ভোলা	তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালী, আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে এছাড়াও মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন, ভোলা	তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালী, আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে এছাড়াও মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।
জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, ভোলা।	জনসাধারণের দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন।
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বান্দরবান	কৃষক ও অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ সভায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর	১। ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত ৭ দিন ব্যাপী তথ্য অধিকার সপ্তাহ উদযাপন করা হয়েছে। ২। নাগরিক সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদেরকে সেবা প্রদানের সময় তথ্য অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ৩। তথ্য অধিকার সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৪। জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভিন্ন ফোরামের অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ৫। জনগণের দোরগোড়ায় তথ্যকে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিভিন্ন দপ্তর থেকে সরবরাহ যোগ্য সকল সেবাকে পর্যায়ক্রমে অনলাইন সেবার আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৬। বিভিন্ন বিভাগের তথ্যাবলী নিয়মিত ওয়েব পোর্টালে আপলোড করার বিষয়ে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য একাধিকবার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ৭। জনসাধারণের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে জেলা প্রশাসনের ফেসবুক পেইজ নিয়মিত হালনাগাদ ও মনিটরিং করা হচ্ছে।

শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণঃ

চাহিত তথ্যের বিষয় (শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগ)	সংখ্যা
বয়স্ক ও বিধবা ভাতা সংক্রান্ত	০১
মৃত্যু সনদ সংক্রান্ত	০১
নিয়োগ সংক্রান্ত	১০
পত্রিকায় দেওয়া দরপত্রের বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত	০১
জমি ইজারা সংক্রান্ত	০২
গ্যাস সংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত	০২
স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতির পামাণিক দলিলপত্র সংক্রান্ত	০১
দুর্নীতি সংক্রান্ত	০১
প্রকল্পের নাম ও বরাদ্দ সংক্রান্ত	০৪
লিখিত বক্তব্যের কপি সংক্রান্ত	০২
ভবন নির্মান কাজ সংক্রান্ত	০৯
অবহিতপত্রের কপি সংক্রান্ত	০১
সারের চাহিদা ও বরাদ্দ সংক্রান্ত	০১
চাকুরীর বেতন ভাতাদি সংক্রান্ত	০৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপবৃত্তি সংক্রান্ত	০২
প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি করণ সংক্রান্ত	০২
মাতৃত্বকালীন সেবা প্রদান সংক্রান্ত	০১
ঔষধ বরাদ্দ সংক্রান্ত	০১
ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত	০২
চাকুরি সংক্রান্ত	১৮
প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত	১৮
নিয়োগ সংক্রান্ত	০৭
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা সংক্রান্ত	০৪
তদন্ত প্রতিবেদনের কপি সংক্রান্ত	০২
কার্যকারী কমিটির তালিকা সংক্রান্ত	০১
পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত	০২
ভূমি সংক্রান্ত	১২
সার্কুলারের কপি সংক্রান্ত	০১
মতামতের কপি সংক্রান্ত	০১
খতিয়ান সংক্রান্ত	০২
নিয়োগ সংক্রান্ত	০৬
প্রকল্পের নাম ও বরাদ্দ সংক্রান্ত	০১
অডিট রিপোর্ট সংক্রান্ত	০৩
দরপত্র সংক্রান্ত	১০
রেলের টিকেট সংক্রান্ত	০১
পরমানু চিকিৎসা সংক্রান্ত	০১
ব্লু-গোল্ড কর্মসূচির নীতিমালা সংক্রান্ত	০২
ব্লু-গোল্ড কর্মসূচির কৃষি উপকরণ বিতরণ সংক্রান্ত	০১
মুক্তিযোদ্ধা সনদ সংক্রান্ত	০১
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খাদ্য দেওয়ার নীতিমালা সংক্রান্ত	০১

মৎস্য উন্নয়ন নীতিমালা ও বরাদ্দ সংক্রান্ত	০২
জেলা গোয়েন্দা অফিস আইনের ধারা এবং বিচার ব্যবস্থা	০১
মাদকদ্রব্য আইনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও রায় সংক্রান্ত	০৪
সমবায় সমিতির ভোটার সংক্রান্ত	০১
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত	০৩
ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের তালিকা ভূক্তির আবেদন সংক্রান্ত	০২
বিনামূল্যে নলকুপ স্থাপন সংক্রান্ত	০১
জন্ম নিবন্ধন ও মৃত্যু সনদের নীতিমালা সংক্রান্ত	০১
বিনা মূল্যে চারা বিতরণের সিদ্ধান্তের কপি সংক্রান্ত	০১
খাস জমি সংক্রান্ত	০২
ও এম এস খাদ্য বিক্রি সংক্রান্ত	০১
ব্যাংক ঋণ ও জামানত সংক্রান্ত	০১
মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র সংক্রান্ত	০১
জঙ্গি অর্থায়নে লেনদেন সংক্রান্ত	০১
হরিজন শিক্ষার্থীদের ভর্তি কোটা সংক্রান্ত	০১
সমবায় সমিতির নিবন্ধন ও অনুদান সংক্রান্ত	০১
গভর্নিং বডির সদস্য সংক্রান্ত	০১
জয়েন্ট স্টক কো: ও ফার্মসমূহের রেজিস্টার সংক্রান্ত	০১
হরিজন সম্প্রদায়ের জীবন মান উন্নয়ন সংক্রান্ত	০১
রানা প্লাজায় ক্ষতিগস্থদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল সংক্রান্ত	০১
প্রত্যয়নপত্র সংক্রান্ত	০১
সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নাগরিক সেবা সংক্রান্ত	০১
বিদ্যুৎ গ্রাহক ও ব্যবহার সংক্রান্ত	০১
বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ সংক্রান্ত	০১
নিকাহ রেজিস্টারের কপি সংক্রান্ত	০১
ব্যাংক চেকের কপি সংক্রান্ত	০১
বীমার কার্যক্রম সংক্রান্ত	১২
গৃহসঞ্চয় বীমা প্রকল্পের সদস্য সংখ্যা সংক্রান্ত	০১
বীমা কোম্পানির গ্রাহক রশিদের সীল সংক্রান্ত	০১
বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য পুস্তক সংক্রান্ত	০১
প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত	০১
পৌর এলাকার ইজারা সংক্রান্ত	০১
ম্যানিজিং কমিটির তালিকা সংক্রান্ত	০২
শেয়ারের সুদসহ হিসাব সংক্রান্ত	০১
ইউপি অফিসের রেজিস্টারের ফটোকপি সংক্রান্ত	০১
ব্যাংক থেকে অর্থ প্রদান সংক্রান্ত	০১
আবেদনপত্রের ফটোকপি সংক্রান্ত	০১
একটি বাড়ী একটি খামার পকল্পের নীতিমালা সংক্রান্ত	০১
দুর্নীতি দমন কমিশনের চার্জ সীটের কপি সংক্রান্ত	০১
নথি অনুসন্ধান সংক্রান্ত	০১
অগভীর নলকুপ স্থাপন সংক্রান্ত	০১
ব্যাংক ঋণ প্রদান সংক্রান্ত	০১
আসবাবপত্র পরিবহনের অনুমতি সংক্রান্ত	০১

সভার সিদ্ধান্তের কপি সংক্রান্ত	০১
ভিজিএফ কর্মসূচির খাদ্য শস্য বরাদ্দ সংক্রান্ত	০২
জমির খতিয়ান সংক্রান্ত	০১
ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত	০৪
এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা সংক্রান্ত	০১
চিকিৎসা সেবা প্রদান সংক্রান্ত	০১
ব্যাংকের সিএসআর খাতের অনুদান সংক্রান্ত	১০
সিডিউল ও নকশা সংক্রান্ত	০১
তদন্ত সংক্রান্ত	০২
ইস্যু রেজিস্টার সংক্রান্ত	০১
কর্মকর্তাদের হাজিরা খাতার কপি সংক্রান্ত	০১
আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত	০১
সরকারি রশিদ লেখা সংক্রান্ত	০২
অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ সংক্রান্ত	০১
দলিল সম্পাদনের নীতিমালা সংক্রান্ত	০১
দোকান বরাদ্দ সংক্রান্ত	০১
গ্রামীন অবকাঠামোর সংস্কার সংক্রান্ত	০১
নির্মাণ কাজের অনুদান সংক্রান্ত	০১
সর্বমোট	২৪০

পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ও অভিযোগকারীর একক শুনানীর পর নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের যাচিত তথ্যের প্রকৃতিঃ

চাহিত তথ্যের বিষয় (পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণ ও অভিযোগকারীর একক শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ)	সংখ্যা
ভূমি সংক্রান্ত	০৭
চাকুরী সংক্রান্ত	০৯
নিয়োগ সংক্রান্ত	০২
দরপত্র সংক্রান্ত	০১
মুক্তিযুদ্ধের দলিল সংক্রান্ত	০১
খেয়া ঘাটের সংখ্যা সংক্রান্ত	০১
অডিট আপত্তি সংক্রান্ত	০২
বিভ্রান্তিকর তথ্য সংক্রান্ত	০১
তদন্ত প্রতিবেদনের কপি সংক্রান্ত	০৬
রাজউকের বিল্ডিং প্লানের ফটোকপি সংক্রান্ত	০১
নিকাহ রেজিস্টার সংক্রান্ত	০২
সিদ্ধান্তের কপি সংক্রান্ত	০৪
ইউপি এর মালপত্র সংক্রান্ত	০২
সঞ্চয়ী হিসাব সংক্রান্ত	০১
আদালতের আদেশ অমান্য সংক্রান্ত	০১
প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত	০৬
আইনগত এখতিয়ার সংক্রান্ত	০১
ইউপি এর বরাদ্দ সংক্রান্ত	০৩
ছিনতাই সংক্রান্ত	০১
নিরাপত্তা সংক্রান্ত	০৩
পরমানু চিকিৎসা সংক্রান্ত	০১
প্রতারনা সংক্রান্ত	০১
প্রশিকা কর্মীব্যবস্থাপনার নীতিমালা সংক্রান্ত	০১
শিক্ষার্থীর ভর্তির তথ্য সংক্রান্ত	০৬
নির্মান কাজ সংক্রান্ত	০৫
প্রকল্পের বরাদ্দ সংক্রান্ত	০৯
নিক্কাহ রেজিষ্ট্রি লাইসেন্স সংক্রান্ত	০১
চাহিত তথ্যের উল্লেখ নেই	১০
অন্যান্য	০৭
সর্বমোট	৯৬

তথ্য অধিকার বিষয়ক ফরমসমূহ

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর
.....
..... (নাম ও পদবী)
ও
..... (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম ঃ
পিতার নাম ঃ
মাতার নাম ঃ
বর্তমান ঠিকানা ঃ
স্থায়ী ঠিকানা ঃ
ই-মেইল ঃ
২। কি ধরনের তথ্য ঃ

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/ ঃ
লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি)
৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ .....
৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ .....

আবেদনের তারিখঃ .....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

* তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

ফরম 'খ'

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]

তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

আবেদনের সূত্র নম্বর ঃ তারিখঃ .....

প্রতি

আবেদনকারীর নাম ঃ .....

ঠিকানা ঃ .....

বিষয়ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ..... তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথাঃ-

১। .....

..... ।

২। .....

..... ।

৩। .....

..... ।

(.....)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামঃ

পদবীঃ

দাপ্তরিক সীলঃ

ফরম 'গ'

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

----------,

---------- (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

---------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ .....

২। আপীলের তারিখ ঃ .....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) ঃ .....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ .....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ .....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ .....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ .....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ .....

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন ঃ .....

আবেদনের তারিখ ঃ .....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'ক'

অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং ---------- ।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ .....

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ .....

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা ঃ .....

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ .....

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ .....

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা ঃ .....

৭। অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ .....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

ফরম-'গ'

[প্রবিধান-৬ দ্রষ্টব্য]

জবাব

তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং.....।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ.....

২। অভিযুক্তের নাম ঠিকানা ঃ.....

৩। অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু (সংক্ষিপ্ত আকারে) ঃ.....

৪। জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ.....

৫। জবাবের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ.....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই জবাবে বর্ণিত জবাবসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

তথ্য আধিকার আইন,২০০৯ এর আওতায় তথ্য প্রদানকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য

নির্ধারিত ছক

১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম- ঃ .....
পদবী- .....
অফিসের ঠিকানা (আইডি নং/কোড নম্বর যদি থাকে) .....
ফোন, ...
মোবাইল ফোন .....
ফ্যাক্স, ...
ই-মেইল, ...
ওয়েব সাইট (ক্ষেত্রমতে) .....

২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আপীল কর্তৃপক্ষ (অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান)-এর নাম- ঃ .....
পদবী - .....
অফিসের ঠিকানা - .....
ফোন- .....
মোবাইল ফোন- .....
ফ্যাক্স- .....
ই-মেইল- .....
ওয়েব সাইট- (যদি থাকে) .....

৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ .....

৪. প্রশাসনিক বিভাগ (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট বরিশাল/রংপুর) ঃ .....

৫. আঞ্চলিক দপ্তরের নাম ও পরিচয় (যদি থাকে) ঃ .....
.....
.....

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ঃ.....

(অফিসিয়াল সীল মোহরসহ তারিখ) ঃ .....

স্থানীয়/আপীল কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন ও স্বাক্ষর ঃ .....

(অফিসিয়াল সীল মোহরসহ তারিখ) ঃ .....

[বিঃ দ্রঃ- এই ছকের বাইরে অন্য কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করার থাকলে তা ক্রমিক নং ৫ এর পর বর্ণনা করা যাবে। এই ছকে বর্ণিত তথ্যের এক কপি সরাসরি তথ্য কমিশনে পাঠাতে হবে।]